সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

এইচ-১বি ভিসায় অগ্রাধিকার পাবেন যারা

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

দেশের টাকা লুট করে বিদেশে শীর্ষ ধনী

ঢাকা : এক ভাই আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

Weekly Bangladesh ‖ Vol. 28 • Issue 11 • Thursday, 21 August 2025 • ০৬ ভাদ্র ১৪৩২, ২৭ সফর ১৪৪৭

কলকাতা ও দিল্লিতে আওয়ামী কার্যালয় বন্ধের আহ্বান ঢাকার

আওয়ামী লীগের ২ সহস্রাধিক নেতা ভারতে

ঢাকা : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতনের এক বছর। দিশাহারা আওয়ামী লীগ ও দলটির নেতাকর্মীরা। গ্রেপ্তার এড়াতে অনেকে দেশ ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন ভারতে। তারা সেখানে বাসা ভাড়া করে থাকছেন। কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছেন বন্ধু বা স্বজনের বাসায়। সাধারণ মানুষের নজর এড়াতে তারা খুব একটা বাইরে বের হচ্ছেন না। বাসায় বসেই অনলাইনে মিটিং করছেন। জিমে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাচ্ছেন। রাঁধুনি না আসলে নিজেরাই রান্না করে খাচ্ছেন। এমন সব তথ্য দিয়ে *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

তুচ্ছ কারণেও অভিবাসীদের ডিপোর্ট করছে 'আইস'

বাংলাদেশ রিপোর্ট: ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) ট্রাফিক আইন লংঘন থেকে দেহতল্লাশি *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট দিয়ে প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার সুযোগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের জন্য পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালুর উদ্যোগের *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

জুলাই সনদ নিয়ে বিএনপির আপত্তি

বাংলাদেশ ডেস্ক: জুলাই সনদ নিয়ে বিএনপি *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

মুজিব ও হাসিনার পতন এবং ১৫ আগস্ট

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু : শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তার ভূমিকা ও অবদানকে যদি কোনো ব্যক্তি-পক্ষ বিতর্কিত করে থাকে, সেজন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী তার কন্যা শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিব কোনো অবতার, *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

ম্যানহাটানে ৭ বছরের শিশু, ভাই ও মাকে গ্রেপ্তার করলো আইস

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফেডারেল সরকারের অবৈধ অভিবাসনবিরোধী কঠোর ব্যবস্থার শিকার হলো নিউইয়র্ক সিটির আরেকটি পরিবার।আইউইটনেস নিউজ গত ১৬ আগস্ট জানায়, সাত বছরের একটি মেয়ে শিশু, তার মা *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজারের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল

বাংলাদেশ ডেস্ক : আইন লঙ্ঘন ও মেয়াদ না থাকায় বিভিন্ন দেশের ৬ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ব্রিটিশ *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Red Cow
FULL CREAM MILK POWDER
FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের জন্যে বারী-বারী কিস্তিতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
• LHSCA
• PCA Training
• Day Care
• JAMAICA
• JACKSON HEIGHTS
• BROOKLYN
• BRONX
• LONG ISLAND

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

THE ONLY BANGLADESHI OWNED HOMECARE PPL FACILITATOR

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180

FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

MN Safety Consulting

OSHA/SST/SCAFFOLDING/RIGGING TRAINING

এখানে কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে নিরাপদে কাজের জন্য সবধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অত্যন্ত দক্ষ ও অনুমোদিত প্রশিক্ষক দ্বারা।

NYC SST
৪০/৬২
ঘন্টা ট্রেনিং

ফ্ল্যাগার ট্রেনিং

১৬/৩২ ঘন্টা
রিগিং/স্কাফল্ডিং ট্রেনিং

আমরা বিল্ডিং এর ভাইওলেশন অপসারণ করে থাকি

৬ ঘন্টা প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং এবং নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

718-535-0336
www.mncnt.com
86-47 164TH STREET, SUITE BG, JAMAICA, NY 11432

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

Naresh Gehi, Esq.

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Suryia Rahman

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা

* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।

87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

জুলাই ঘোষণার আইনি ভিত্তি প্রদান প্রসঙ্গে

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিডিআর বিদ্রোহের নামে ৫৭ জন সেনা অফিসারসহ ৭৪ জনকে হত্যা করে। ১৬ বছরের শাসনামলে পর্যায়ক্রমে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করে তোলে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করে এবং নির্বাচন কমিশনকে বশংবদ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। একই সাথে ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এভাবেই বিগত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করে। ফ্যাসিবাদী ও বৈষম্যমূলক শাসনের প্রতিবাদে দেশের ছাত্র-জনতা সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে। গতবছরের ২০২৪ সালের ৩৬ জুলাই সর্বজনীন আন্দোলনের মাধ্যমে একটি সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে। সহস্রাধিক মানুষ এই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হন। ২০ হাজারের অধিক মানুষ আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেন। আন্দোলনের মুখে টিকতে না পেরে ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মন্ত্রী পরিষদ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তৎকালীন প্রধান বিচারপতিসহ আপীল বিভাগের বিচারপতিগণও পদত্যাগে বাধ্য হন। দেশের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে (৫ আগস্ট থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত) দেশে কোন সরকার বিদ্যমান না থাকায় সাংবিধানিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্তমান সরকার গঠিত হয়। জনগণের অভিপ্রায়ই সরকারের বৈধতার স্বীকৃত উৎস। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ফ্যাসিবাদী অবকাঠামোর বিলোপ ও রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্কার কমিশন গঠন করে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও ফ্যাসিবাদী শাসনকালীন সময়ে সংঘটিত সকল ঘৃণ্য ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার সম্পন্ন করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করা হয়। বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অন্তবর্তী সরকার গত ৫ আগস্ট জাতির সামনে জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছে। সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রস্তাবনাসমূহ সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। যেসব প্রস্তাবনা ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত হবে সেসব প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করেই জুলাই সনদ প্রণয়ন হতে যাচ্ছে। জুলাই সনদ কার্যকরের বাস্তবসম্মত পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে। বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোতে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কোন সুযোগ নেই। জুলাই সনদকে সংবিধানের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের পঠিত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক জীবন্ত দলিল, যা বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান। ইতিহাসে যে কয়টি প্রক্লেমেশন সবচেয়ে আলোচিত এর মধ্যে ১৮৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অব্রোহাম লিঙ্কন এর ঘোষিত 'ইমানসিপেশন প্রক্লেমেশন' অন্যতম। এটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঐতিহাসিক দলিল। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কনফেডারেট রাজ্যগুলোতে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়, য্য নাগরিক অধিকার এবং মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এছাড়াও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আরেকটি কার্যকরী পদ্ধতি হতে পারে গণভোট জুলাই সনদের কোন বিধানের সাথে বিদ্যমান সংবিধানের কোন অংশ সাংঘর্ষিক হলে জুলাই সনদ প্রাধান্য পাবে। স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পূর্বাপর সময়ে বিভিন্ন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আইনগত ভিত্তি ছিল 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার ১৯৭০'। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান স্থগিত হয়ে যায়। একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার আইনি ভিত্তি হিসেবে এলএফও জারি করা হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলে গঠিত 'অস্থায়ী সরকার' ছিল বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতার সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতিফলন। ১৯৮১ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান শহাদাত বরণ করলে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৮২ সালে তৎকালীন সেনাপ্রধান এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে সংসদ ভেঙে দিয়ে সংবিধান স্থগিত করেন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জাতীয় ঐকমত্যের আলোকে এরশাদ তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পূর্বের শাসকগণ সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বিধানাবলি স্থগিত করেছেন। প্রয়োজনীয়তার নীতির (Doctrine of ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করেছেন। ২০২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এটি ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও গোত্র নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান। অন্তবর্তীকালীন সরকারের গঠন প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে জনগণের অভিব্যক্তির প্রতিফলনরূপে। সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের অধীন সুপ্রিম কোর্ট যে মতামত প্রদান করেছে এর কার্যকারিতা নেই। বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার সরাসরি প্রতিফলনই জুলাই ঘোষণা ও জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি। রাষ্ট্রপতির ঘোষণাপত্র বা গণভোট জুলাই ঘোষণা ও জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদানের স্বীকৃত ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি।

২১-২৭ আগস্ট ২০২৫ নামাজের সময়সূচি ২৭ সফর-০৪ রবিউল আওয়াল ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২১ আগস্ট	৪.৫১	৬.১২	১২.৫৯	৫.৪৬	৭.৪৫	৯.০৭
২২ আগস্ট	৪.৫২	৬.১৩	১২.৫৯	৫.৪৫	৭.৪৩	৯.০৫
২৩ আগস্ট	৪.৫৩	৬.১৪	১২.৫৮	৫.৪৪	৭.৪২	৯.০৩
২৪ আগস্ট	৪.৫৪	৬.১৫	১২.৫৮	৫.৪৩	৭.৪০	৯.০১
২৫ আগস্ট	৪.৫৬	৬.১৬	১২.৫৮	৫.৪২	৭.৩৯	৮.৫৯
২৬ আগস্ট	৪.৫৭	৬.১৭	১২.৫৮	৫.৪২	৭.৩৭	৮.৫৭
২৭ আগস্ট	৪.৫৮	৬.১৮	১২.৫৮	৫.৪১	৭.৩৬	৮.৫৬

উপসম্পাদকীয়

রাজনৈতিক দলের সংস্কার ও আর্থিক স্বচ্ছতা কত দূর

কামাল আহমেদ

ফেব্রুয়ারির ১৫ থেকে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পুরো ছয় মাস ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতবিনিময় ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের এটি একটি বড় কৃতিত্বই বলতে হবে। অবশ্য স্বাধীনতার ৫৪ বছরের প্রথম কয়েক বছর বাদ দিলে প্রায় পুরোটা সময়ে রাজনীতি প্রধানত যে দ্বিদলীয় বৃত্তে আবদ্ধ ছিল, তার একটি পক্ষ এখন পলাতক। তাদের প্রকাশ্য কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় বহুপক্ষীয় আঙ্গিকে রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সহযোগিতার নতুন রূপ দেখা যাচ্ছে।

প্রায় ডজন তিনেক রাজনৈতিক দলের নেতারা ম্যারাথন আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান, রাষ্ট্রকাঠামো, সংসদ, নির্বাচন ও বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ে গ্রহণযোগ্য কিছু সংস্কারের অঙ্গীকার করবেন বলে কথা রয়েছে। এটি আশা জাগানো অগ্রগতি। সব কটি বিষয়ে সবাই একমত না হলেও তাঁরা যে রাজপথে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার বদলে সংলাপের মাধ্যমে সমাধান খুঁজতে সক্ষম, তার প্রমাণ দেওয়ায় তাঁদের সাধুবাদ প্রাপ্য। তবে হতাশারও যে অনেক কারণ ঘটছে, সে কথাও বলা দরকার। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নৈরাশ্যের বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের সংস্কারের প্রশ্ন প্রায় পুরোপুরি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কাজ শুরু করতে পারত, তাহলে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয় নিয়ে সত্যিকার অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হতো। অন্তত ঐকমত্য কমিশনের সদস্য বদিউল আলম মজুমদারের মুখে শুনতে হতো না, 'নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটা অঘটন ঘটে গেছে, একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। এটার জন্য আমরা সবাই দায়ী।'

২০০৮ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী, পাঁচ বছর আগেই সব রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকার কথা। কোনো দল সেই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেছেড়এমন কোনো আলামত মেলে না। এখনো কেউ এ বিষয়ে দৃঢ় কোনো অঙ্গীকার করতে আগ্রহী বলে মনে হয় না। সংসদের সংরক্ষিত আসনসংখ্যা প্রতীকীভাবে বাড়ানোর আলোচনাতেই তা আটকে আছে। দলের মধ্যে নারী যদি তাঁর অবস্থান শক্ত করতে না পারেন, তাহলে সংসদে কোটা পূরণে স্ত্রী-কন্যাদের মনোনয়নের ধারা চলতেই থাকবে এবং আমরা সংসদে বন্দনা-সংগীত শুনতে থাকব।

সর্বদলীয় আলোচনায় অংশ নেওয়া অন্তত দুটি দল থেকে অতীতে সংসদে যাঁরা নারী সংসদ সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন, আশা ছিল, তাঁরা তাঁদের দলে নারী অধিকারের এজেন্ডা নির্ধারণে সফল ভূমিকা রাখতে পারবেন এবং তা ঐকমত্য কমিশনে প্রতিফলিত হবে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শের দাবি নিয়ে যেসব দল সক্রিয় আছে, সেসব দলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোনো অগ্রগতি নেই।

গত বছরের জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে এত বিপুলসংখ্যক ছাত্রীকে আমরা সরব দেখে আশা করেছিলাম, আন্দোলনপ্রসূত নতুন রাজনৈতিক দলে অন্তত তাঁদের জোরালো প্রতিনিধিত্ব থাকবে। দু-একটি আলোচনায় তাঁদের উপস্থিতি দেখা গেলেও কার্যকর অর্থে তা কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। এটিও রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সাংগঠনিক সংস্কারবিমুখতার নমুনা।

রাজনৈতিক দলের সংস্কারের আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রাজনীতির অর্থায়ন। কেননা, বহুদিন ধরেই রাজনীতিকে কালোটাকার প্রভাবমুক্ত করার আলোচনা চলছে। ২০০৮ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালায় কিছু সুনির্দিষ্ট বিধি পালনের কথা বলা আছে। কিন্তু এসব প্রতিপালন যথাযথভাবে হচ্ছে কি না, সে প্রশ্ন কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আবার বিধিমালা মানা না হলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বা কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে তার কারণ কীড়এসব প্রশ্নেরও উত্তর প্রয়োজন।

সম্প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয়ের যেসব হিসাব নির্বাচন কমিশনে জমা পড়েছে, তা থেকেও বেশ কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। পত্রিকার খবরে বলা হচ্ছে, ইসির সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা জানান, ৩১ জুলাই পর্যন্ত ২৮টি দল আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা দিয়েছে। এর মধ্যে জামায়াত ইসলামীর আয় ও ব্যয় অন্য সব দলের চেয়ে বেশি। ২০২৪ সালে দলটির আয় হয়েছে ২৮ কোটি ৯৭ লাখ ২৯৯ টাকা। আর দলটি এ বছর ব্যয় দেখিয়েছে ২৩ কোটি ৭৩ লাখ ৩৮ হাজার ১৭৭ টাকা।

নিবন্ধন বাতিল হওয়ার আগে ২০১৩ সালে সর্বশেষ আয়-ব্যয়ের হিসাব দিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী। এরপর চলতি বছর নিবন্ধন ফিরে পাওয়ায় এক যুগ পর আবার হিসাব দিল দলটি। তবে নিবন্ধন না থাকলেও দলটি যেহেতু গত বছরের আগস্টের শুরুর তিন থেকে চার দিন বাদে সক্রিয় ছিল, সেহেতু ওই সব বছরের আয়-ব্যয়ও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

বিএনপি যে আয়-ব্যয়ের হিসাব দিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিএনপির মোট আয় ১৫ কোটি ৬৫ লাখ ৯৪ হাজার ৮৪২ টাকা। একই সময়ে দলটির ব্যয় ৪ কোটি ৮০ লাখ ৪ হাজার ৮২৩ টাকা। উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ ১০ কোটি ৮৫ লাখ ৯০ হাজার ১৯ টাকা। এই অর্থ ব্যাংক হিসাবে জমা আছে।

পত্রিকায় জাতীয় পার্টি, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদেরও হিসাবও ছাপা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালে জাতীয় পার্টির আয় হয়েছে ২ কেটি ৬৪ লাখ ৩৮ হাজার ৯৩৮ টাকা; দলটি ব্যয় দেখিয়েছে ১ কোটি ৭৯ লাখ ৮৮ হাজার ৪৪ টাকা। দলের হিসাবে জমা আছে ৮৪ লাখ ৫০ হাজার ৮৯৪ টাকা। একই সময়ে এবি পার্টি আয় করেছে ১ কোটি ৩৭ লাখ ৯৪ হাজার ৩৪৪ টাকা। গণ অধিকার পরিষদের আয় হয়েছে ৪৬ লাখ ৪ হাজার ৩০০ টাকা। আর ব্যয় হয়েছে ৪৫ লাখ ৯৬ হাজার ৮৮ টাকা।

সবার হিসাব থেকেই দেখা যাচ্ছে, দলগুলোর কেউই অর্থকষ্টে ছিল না, সবারই উদ্বৃত্ত আছে। এটি ইতিবাচক খবর। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর হিসাব থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই যে দলগুলোকে অনুদান হিসেবে কিংবা অন্য কোনো কারণে কে, কত টাকা দিচ্ছে? ছোট ছোট চাঁদার বাইরে অন্য যেকোনো থোক সহায়তার সূত্র দলগুলোর *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 25900 Greenfield Rd, Suite # 203, Oak Park, MI 48237
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

দুর্গম পাহাড়ি ভূমি নাগাল্যান্ড

ইকতেদার আহমেদ

সেভেন সিস্টার্সের অন্তর্ভুক্ত নাগাল্যান্ড রাজ্যটি ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এর উত্তর ও পশ্চিমে আসাম, পূর্ব দিকে মিয়ানমার, উত্তরে অরুনাচল এবং দক্ষিণে মনিপুর। নাগাল্যান্ডের আয়তন ১৬ হাজার ৫৭৯ বর্গকিলোমিটার (ছয় হাজার ৪০০ বর্গমাইল)। এটি ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য। নাগা পর্বতের অবস্থান এ রাজ্যে। যার সবচেয়ে উচ্চতম শৃঙ্গ সারামতী। সারামতীর উচ্চতা ১২ হাজার ৬০০ ফুট। নাগাল্যান্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদীগুলো হলো ধানসিঁড়ি, দোয়াং, দিখু এবং ঝাঁজি। নাগাল্যান্ডের ভূখণ্ড পর্বতময় ঘন বৃক্ষে আচ্ছাদিত এবং গভীর নদী উপত্যকা বেষ্টিত। এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য রয়েছে। নাগাল্যান্ডে সাধারণত উচ্চ আর্দ্রতাবিশিষ্ট বর্ষা জলবায়ু থাকে। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এক হাজার ৮০০ থেকে দুই হাজার ৫০০ মিলিমিটার (৭০ ইঞ্চি থেকে ১০০ ইঞ্চি)।

নাগাল্যান্ডে ৬০টি আসনের একটি বিধানসভা রয়েছে। রাজ্যটি থেকে ভারতের রাজ্যসভায় (উচ্চকক্ষে) এবং লোকসভায় (নিম্নকক্ষে) একজন করে দু'জন সদস্য নির্বাচনের বিধান রয়েছে। এখানে স্থানীয় সরকারের ১৬টি প্রশাসনিক জেলা রয়েছে, যথা- মোকোকচুং, তুয়েনসাং, মোন, ওখা, জুনহেবোতো, ফেক, কোহিমা প্রভৃতি। নাগাল্যান্ডে বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক স্থান রয়েছে। যেগুলো বিশ্বের সব পর্যটককে কাছে টানে।

১৯৬৩ সালের ১ ডিসেম্বর নাগাল্যান্ড ভারতের ১৬তম রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। এর আগে নাগাল্যান্ড কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল। নাগাল্যান্ডে ১৭টি ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী রয়েছে। রীতিনীতি, পোশাক এবং ভাষাসহ প্রত্যেকের নিজস্ব পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে। রাজ্যটির মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। অবশিষ্টরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং কিছুসংখ্যক আদিবাসী রয়েছে যারা প্রকৃতিপূজারী।

রাজ্যটিতে সারা বছর মনোরম আবহাওয়া অনুভূত হয়। এ মনোরম আবহাওয়ার কারণে রাজ্যটি জনপ্রিয় পর্যটনস্থল হিসেবে গড়ে উঠেছে। রাজ্যের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলো হলো- স্টেট মিউজিয়াম, জপ্‌ফুশৃঙ্গ, জুকোও উপত্যাকা, কোহিমা গ্রাম, খোনোমা, জুলেকেঙ্গ, জ্যোলোজিক্যাল পার্ক এবং ডিমাপুর। রাজ্যের রাজধানী কোহিমা শহরেও এমন কিছু স্থান রয়েছে যা এখানকার সমৃদ্ধ ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পরিদর্শনযোগ্য। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কবরস্থান, লাল ছাদবিশিষ্ট রিকনসিলিয়েন ক্যাথিড্রাল, বারা বস্তি, নাগাল্যান্ড মিউজিয়াম, নাগাল্যান্ড চিড়িয়াখানা এবং নাগাল্যান্ড উদ্যান প্রভৃতি।

বর্তমানে যে অঞ্চল নাগাল্যান্ডরূপে গঠিত হয়েছে তার প্রারম্ভিক ইতিহাস সম্পর্কে খুব কম তথ্য জানা যায়। এমনকি ডিমাপুরে বেশ কিছু বড় ধরনের বেলে পাথরের স্তম্ভ রয়েছে, যেগুলো সম্বন্ধেও খুব বেশি তথ্য জানা যায়নি। ১৮৯০ সালে এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঐতিহ্যগত প্রথায় অনুসৃত হেডহান্টিং (বিজয় নিদর্শনস্বরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তক ছেদন) প্রক্রিয়া বেআইনি ঘোষিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর এ নাগা অঞ্চল আসাম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সংস্থায় বিভক্ত হয়ে যায়।

পুরো নাগা উপজাতিদের এক রাজনৈতিক সংস্থা তীব্র আন্দোলন দ্বারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি করতে থাকে। ১৯৫৭ সালে কিছু সহিংস ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার ভারতীয় শাসনের অধীনে একটি একক নাগা প্রশাসনিক ইউনিটের প্রতিষ্ঠা করে। নাগা অধিবাসীরা তাদের কর দিতে অস্বীকার করে। একই সাথে অন্তর্ঘাতের একটি অভিযান চালিয়ে তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার নাগাল্যান্ডকে ভারতের স্বশাসিত রাজ্য গঠনের সম্মতি দেয়।

নাগাল্যান্ডের অধিবাসী নাগারা ইন্দোমঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। সবচেয়ে বৃহত্তম জাতি কোন্যাক। এরপর রয়েছে এওস, তাংখুল, শেমা এবং অঙ্গামি। অন্য জাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে লোঠা, শাংতাম, ফোম, চাঙ্গ, খিয়েমনুঙ্গম, ঈমচাঙ্গরে, জেলিয়াং, ছাকেসাং এবং রেঙ্গমা। এখানকার প্রধান প্রধান ভাষা হলো অঙ্গামি, আও, চাং, কোন্যাক, লোঠা, শাংতাম ও শেমা। নাগারা খুব বন্ধুবৎসল ও সুন্দর প্রকৃতির হয়।

নাগাল্যান্ডের জনসংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। জনসংখ্যার ৭৫ ভাগ গ্রামে বসবাস করে। ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, গ্রামের জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। অপর দিকে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার ৪ দশমিক ৩ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে। ১৯৬৭ সালে নাগাল্যান্ড অ্যাসেম্বলি ভারতীয় ইংরেজিকে নাগাল্যান্ডের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে এবং বর্তমানে এটি নাগাল্যান্ডে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি ব্যতীত নাগামিজ ও অসমিয়া ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

নাগাল্যান্ড রাজ্যটি কয়লা, চুনাপাথর, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম এবং মার্বেলের মতো খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ। যদিও নাগাল্যান্ডের মোট দেশজ উৎপাদনের বেশির ভাগ অবদান কৃষি ও বনায়ন।

নাগাল্যান্ডের প্রধান ফসল ধান, বাজরা, ভুট্টা এবং ডাল। আখ ও আলুর মতো অর্থকরী ফসলও কিছু অংশে জন্মে। কফি, এলাচ এবং চা পাহাড়ি এলাকায় অল্প পরিমাণে জন্মায়; যদিও এগুলো বড় পরিসরে চাষের সুযোগ রয়েছে। ধান এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য হওয়ায় বেশির ভাগ মানুষ ধান চাষ করে জীবন নির্বাহ করে। ফসলি জমির প্রায় ৮০ ভাগ ধান চাষে ব্যবহৃত হয়। নাগাল্যান্ডে সীমিত আকারে বিভিন্ন ধরনের তৈলবীজ চাষ হয়। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যটি পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করে না এবং খাদ্যের জন্য রাজ্যটি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মুখাপেক্ষী।

পর্যটনের অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গত ৫ দশক ধরে বিদ্রোহ ও সহিংসতায় এটি সীমিত ছিল। অতিসম্প্রতি বেশ কয়েকটি ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বেসরকারি খাতের কোম্পানি সক্রিয়ভাবে নাগাল্যান্ডে পর্যটনের প্রচার করছে, যা একটি ক্রমবর্ধমান পর্যটনবাজার শুরু করতে সাহায্য করছে। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের দাবি, উত্তর-পূর্ব ভারতে রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য এবং কৌশলগত অবস্থান নাগাল্যান্ডকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পর্যটন খাত ব্যবহার করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। নাগাল্যান্ডে পর্যটনের মূল বিষয় হলো এর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং বন্যপ্রাণীর প্রদর্শনী। পর্যটন অবকাঠামোর দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এটি অতীতের মতো এখন আর সমস্যা নয়। স্থানীয় উদ্যোগ এবং পর্যটনের অগ্রগামীরা, কাউন্সিল, গ্রামের প্রবীণ, গির্জা এবং যুবকদের অংশগ্রহণের সাথে জড়িত। এটি সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল পর্যটন মডেল প্রচার করতে শুরু করেছে।

প্রতি বছর ১ থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে নাগাল্যান্ডে হর্নবিল উৎসব পালিত হয়। উৎসবটির পালন ২০০০ সাল থেকে শুরু হয়। রাজ্য পর্যটন দফতর এবং শিল্প ও সংস্কৃতি দফতর দ্বারা সংগঠিত হর্নবিল উৎসব একছাদের নিচে সাংস্কৃতিক প্রদর্শনের এক মিলনমেলা। এটি নাগা হেরিটেজ ভিলেজ কিসামাতে অনুষ্ঠিত হয়, যা প্রায় কোহিমা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। নাগাল্যান্ডের সব উপজাতি এ উৎসবে অংশ নেয়। উৎসবের উদ্দেশ্য হলো নাগাল্যান্ডের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করা এবং এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রদর্শন করা।

ডিমাপুর বিমানবন্দর হলো নাগাল্যান্ডের একমাত্র বিমানবন্দর। বন্দরটি থেকে কলকাতা, গুয়াহাটি, ইম্ফল এবং ডিব্রুগড়ে নির্ধারিত বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালিত হয়। এটি ডিমাপুর থেকে ৭ কিলোমিটার এবং কোহিমা থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নাগাল্যান্ড প্রথম রেললাইনের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল ১৯০৩ সালে যখন মিটারগেজ রেলওয়ে চট্টগ্রাম থেকে লুমডিং পর্যন্ত চলাচল করত। উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর সব রাজধানীকে ব্রডগেজ রেল সংযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত করার ভারতীয় রেলওয়ের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথম ধাপে ধানসিঁড়ি থেকে শোখুবি ১৬ কিলোমিটার লাইন, দ্বিতীয় ধাপে শোখুবি থেকে খাইবং ৩০ কিলোমিটার লাইন এবং তৃতীয় ধাপে খাইবং থেকে জুবজ্যা ৪৫ কিলোমিটার লাইন নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পের পুরো ধাপটি ২০২৬ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

নাগাল্যান্ডে তিনটি স্বায়ত্তশাসিত কলেজ রয়েছে। তা ছাড়া একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, একটি ভেটেরিনারি সাইন্স অ্যান্ড অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি কলেজ এবং তিনটি বেসকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

নাগাল্যান্ডের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে সবুজের গালিচা। দূর থেকে হাতছানি দেয় বিস্ময়, অ্যাডভেঞ্চার আর উপজাতীয় *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

আওয়ামী লীগ সমর্থকদের কেন আত্ম-অনুশোচনা নেই

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের সময় সরকারি বাহিনী ও সরকারি দলের হামলায় বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে; অনেকে গুরুতর আহত হন। এরপরও কেন তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যন্ত কারও মধ্যে তেমন কোনো অনুশোচনা নেইড়এটা বেশ অনেক দিন ধরেই রাজনৈতিক আলোচনায় সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত প্রশ্নগুলোর একটি। তাদের অবস্থান পরিবর্তন না করাতে পারার ক্ষেত্রে অন্যদের ভূমিকা কী, এমন প্রশ্নও এখন সামনে আসছে। আরও প্রশ্ন উঠছে, অনেক আওয়ামী লীগ সমর্থক, যাঁরা অভ্যুত্থানের সময় নিজ দলের বিপক্ষে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা কেন আবার 'চরম' অবস্থানে ফিরে গেলেন?

অনেকেই দাবি করেন, আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে ধর্মের মতো দেখেন এবং নেতাকে সব ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে মনে করেন; তাই তাঁদের মধ্যে আত্ম-অনুশোচনার বোধ তৈরির চেষ্টা করে লাভ নেই। কিন্তু এই যুক্তি দিয়েই কি সব দায় এড়ানো *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে

RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)

ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)

Mohd Mozibur Rahman, MD

ইন্টারনাল মেডিসিন ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ Board Certified

Tahera Aktar
Certified Practitioner

Deepa Shrestha, NP
Certified Nurse Practitioner

• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামুল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়

We are Open 6 Days a week

Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM

TELEMEDICINE available for all patients

Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com

Hillside Office
85-38 168th Pl, Jamaica, NY 11432

Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432

Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের ফলাফল কী হবে

ম্যাক্সিমিলিয়ান হেস

রাশিয়ার সেনারা এখন ইউক্রেনে বড় কোনো জয় পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। ক্লান্তিকর যুদ্ধে শত শত সেনা মারা যাচ্ছে। অথচ অগ্রগতি হচ্ছে হয় বড় জোর কয়েকশ মিটার, নয়তো একেবারেই কিছু না।

কিন্তু কূটনীতির ক্ষেত্রে ছবিটা আলাদা। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কায় শীর্ষ বৈঠক করে বড় ধরনের কূটনৈতিক জয় পেয়েছেন।

জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে আয়োজিত বৈঠকে পরিবেশ ছিল একেবারেই বন্ধুত্বপূর্ণ। লাল গালিচায়

পুতিন হেঁটে আসার সময় ট্রাম্প হাততালি দেন। পরে হাত মেলান এবং তাঁকে প্রেসিডেন্টিয়াল গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যান। পুতিন তখন লুইস ক্যারলের উপন্যাস এলিস' অ্যাভেঞ্চারস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডএর চেশায়ার বিড়ালের মতো খুশিতে হাসছিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টার বৈঠকের পর দুজন প্রকাশ্যে তেমন কিছু জানাননি। তাঁরা শুধু বলেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন। পুতিন ট্রাম্পকে মস্কো সফরের আমন্ত্রণ জানান, যদিও ট্রাম্প আপাতত সে আমন্ত্রণ এড়িয়ে যান।

বৈঠক শেষে পুতিন সাংবাদিকদের বললেন, আলোচনার নিয়ন্ত্রণ আসলে তাঁর হাতেই ছিল। তিনি রাশিয়ার নিরাপত্তা নিয়ে নিজের উদ্বেগের কথা তুলেছেন। আর ট্রাম্পকে প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, ট্রাম্প নাকি যুদ্ধ-সংঘাতের ইতিহাস বুঝতে চেষ্টা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার দারচিভ জানান, ইউক্রেন ছাড়াও দুটো বড় দ্বিপাক্ষিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ১. বাইডেন প্রশাসনের সময় বাজেয়াপ্ত হওয়া ছয়টি রুশ কূটনৈতিক সম্পত্তি ফেরত দেওয়া। ২. যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার সরাসরি বিমান যোগাযোগ পুনরায় চালু করা।

বৈঠকের আগে ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু আলোচনার পর তিনি ইউক্রেন ও ইউরোপীয় মিত্রদের সামনে রাশিয়ার দাবিই এগিয়ে ধরেন। তিনি বলেন, যুদ্ধবিরতির বদলে একটি 'সংঘাত মীমাংসা চুক্তি' করতে হবে। পরে ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখলেন, ইউক্রেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও নাকি 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার সেরা উপায় সরাসরি একটি শান্তি চুক্তি' করার বিষয়ে একমত হয়েছেন।

তবে ইতিবাচক দিক হলো, ট্রাম্প অন্তত রাশিয়ার ভূখণ্ড দখলের দাবি মেনে নেননি। অর্থাৎ, বৈঠকটা 'নতুন মিউনিখ' হয়নি। ১৯৩৮ সালে মিউনিখে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নেতারা হিটলারকে খুশি করতে চেকোস্লোভাকিয়ার একাংশ দখল করতে দিয়েছিলেন। ট্রাম্প অন্তত সে পথে হাঁটেননি।

পুতিন এই বৈঠকের মাধ্যমে দেখাতে পেরেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাঁকে আবারও বিশ্বমঞ্চে বৈধতা দিচ্ছেন। ২০২২ সালে ইউক্রেনে হামলা আর যুদ্ধাপরাধের কারণে রাশিয়া *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)
আমাদের সেবা সমূহ:
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managements.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

শেখ মুজিব যেভাবে ‘দ্বিতীয়বার’ খুন হলেন

মহিউদ্দিন আহমদ

আমরা কথা বলছি ১৫ আগস্ট নিয়ে। আজ কারও চোখে ‘বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবার্ষিকী’, কারও কাছে ‘নাজাত দিবস’। দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ দেশে একটা রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গৃহযুদ্ধ চলছে ষাটের দশক থেকেই। একদল মনে করেন, ‘শেখ মুজিব না জন্মালে বাংলাদেশ হতো না’। আরেক দল মনে করেন, মুজিব হচ্ছেন ‘জাতীয় বিশ্বাসঘাতক’। এক দল মুজিবের মাজার গড়ে তাঁর বন্দনায় ব্যস্ত। অন্য দলটি তাঁর বাড়ি-ভাস্কর্য ভাঙেন। তাঁরা একে অপরের ধ্বংস চান। দুই দলেই আছেন বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবী। বিপরীত মেরুর এই চিন্তার মধ্যে একটা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা অকল্পনীয়। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে আওয়ামী লীগের নেতা তাজউদ্দীন আহমদ মনে করতেন বাঙালির ‘পয়লা নম্বর শত্রু’ আর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে মনে করতেন ‘দুই নম্বর শত্রু’। অনুগতরা তো সব সময় সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, প্রশস্তিগাথা লেখেন।

কেউ কেউ বলেন, একটি লোক কেমন তা জানতে হলে তার শত্রু কী বলে, সেটি জানা দরকার। শত্রুর চোখে কেমন ছিলেন মুজিব? তাঁর সম্পর্কে এই দুই ‘শত্রু’ কী বলেছেন, তা উল্লেখ করছি।

ভুট্টো বলছেন: একাত্তরের জানুয়ারিতে যখন ঢাকায় যাই, তখন আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে ভালোভাবে জানতে এবং বুঝতে পেরেছি। তাঁকে আমার মনে হলো অসম্ভব বিনয়ী। যে বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা আছে, সেসব নিয়ে তিনি যুক্তিসহকারে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলেন। যেসব ব্যাপারে তাঁর ধারণা নেই, সে বিষয়গুলো তিনি অল্প কথায় সারেন। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ভাসা-ভাসা এবং কিছু মৌলিক বিষয়কে খুব সহজ চোখে দেখেন। আমার ধারণা ভুল হতে পারে, যদিও মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো পূর্বসংস্কার নেই। মুজিবের কাছে ন্যায্যতা হলো বাংলার স্বাধীনতা আর আমার কাছে হলো পাকিস্তান টিকিয়ে রাখা; মুজিব মনে করেন ছয় দফা হলো জনগণের সম্পত্তি, আমার কাছে জনগণের সম্পদ হলো পাকিস্তান। আমাদের মতাদর্শ ছিল সাংঘর্ষিক (জুলফিকার আলী ভুট্টো, দ্য গ্রেট ট্র্যাজেডি)।

মুজিব সম্পর্কে ইয়াহিয়ার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত : মুজিবকে আমি আবেগতাড়িত, প্রচারসর্বস্ব ও অপরিপক্ব লোক মনে করি। ছাত্রনেতা হিসেবে তাঁর শুরু। সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি। সোজা কথায়, তিনি হলেন একজন আন্দোলনকারী। চিন্তা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তাঁকে খুব সহজেই প্রলোভিত করা যায়। তাঁর সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, তিনি কথা রাখেন না। তাঁর ওপর ভরসা করা যায় না। মুজিব সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন

হলো, নিজেকে যতই চালাক এবং অন্যের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে বলে মনে করুন না কেন, আসলে তিনি বোকা। যেকোনো সুবিধাবাদী লোক তাঁকে প্রতারিত করতে পারে। তিনি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর এবং ভুট্টোর ফাঁদে পড়েছেন। তাঁকে নিয়ে কে কী করছে, এটা তিনি বোঝেননি (১৯৭৮ সালে লাহোর হাইকোর্টে রিট আবেদনে সংযুক্ত ইয়াহিয়া খানের জবানবন্দি)।

ভুট্টো পাকিস্তান ভাঙার জন্য মুজিবকে দায়ী করেছেন। ইয়াহিয়া পাকিস্তান ভাঙার জন্য মুজিব এবং ভুট্টো উভয়কেই দায়ী করেছেন। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব দেশের প্রধান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং পাকিস্তানিদের সঙ্গে দর-কষাকষির ম্যান্ডেট পান। আলোচনা ভেঙে গেলে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী হামলা চালায়। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুজিব গ্রেপ্তার হয়ে পাকিস্তানে যান। অন্যরা গ্রেপ্তার এড়িয়ে যান ভারতে।

রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির (পরে নাম হয় কমিউনিস্ট পার্টি) অন্যতম নেতা গিওর্গি ভ্যালেন্তিনোভিচ প্লেখানভ ১৮৯৮ সালে ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা নামে একটি বই লেখেন। তাঁর মতে, মানুষ তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলির কারণে ইতিহাসে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁর মধ্যে এমন সব গুণের সমাবেশ ঘটে, যার ফলে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে গিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন মহান। তাঁরা হলেন ‘মেন অব ডেসটিনি’। তাঁরা এমন সব চিন্তা নিয়ে আসেন, মানুষের মনোজগতে যা প্রচ্ছন্ন থাকে। তাঁরা এটাকে নাড়া দেন, উসকে দেন, ধারালো করেন। মুজিব এ কাজটা করেছিলেন।

মুজিব অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। গ্রামের মানুষ তাঁর জন্য নফল রোজা রেখেছে। একসময় দেশ পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়েছে। বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব দেশে ফিরে সরকারের হাল ধরেন। এ পর্বের তিনিই নায়ক।

বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর, এ সময়টা ছিল টালমাটাল। দেশটা গরিব। মানুষের আকাঙ্ক্ষা আকাশছোঁয়া। রাষ্ট্র নতুন। জন-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মুজিব তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি। রাষ্ট্র ও সরকারের সে সক্ষমতা ছিল না। ছিটেফোঁটা কিছু আইন বানিয়ে এবং সংবিধানের প্রস্তাবনায় মনোরম শব্দাবলি বসিয়ে ঔপনিবেশিক কাঠামো এবং স্থিতাবস্থা রেখে দেন তিনি। লাগামহীন মূল্যস্ফীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সরকারি দলের লোকেদের লুটপাট আর সন্ত্রাস, বিরোধী দলের দায়িত্বহীন আচরণ, দুর্ভিক্ষ সামলাতে সরকারের ব্যর্থতা, একদলীয় ‘বাকশাল’ সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নিজের হাতে সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া, নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া, সামরিক-অসামরিক দ্বন্দ্বড় এগুলোই একটা ভয়ংকর পরিবর্তনের শর্ত তৈরি করে দিয়েছিল। চাটুকার পরিবেষ্টিত মুজিব মানুষের মন বুঝতেই পারেননি। পরিবর্তনটি এল পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট।

১৫ আগস্ট মুজিব সপরিবার নিহত হন। এর দুটি দিক আছে। এক. সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন। দুই. সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতাবিহীন লোকেদের ঠান্ডা মাথায় খুন করা।

বাকশাল ছাড়া সব দল এই অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানায়। মুজিবের সমর্থকেরা ওই সময় কেউ পথে বের হননি। তাঁরা কেউ হতবাক, কেউ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কেউ গ্রেপ্তার, কেউ পলাতক। চাটুকারেরা মুহূর্তেই হাওয়া। ক্ষমতায় যাওয়ার আগে যিনি ছিলেন স্মরণকালের জনপ্রিয়তম নেতা, তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন জনবিচ্ছিন্ন স্বৈরশাসক হিসেবে। ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের ‘দ্য প্যাট্রিয়ট’ কবিতাটির বিয়োগান্ত প্রতিচ্ছবি দেখলাম আমরা।

১৯৭৬ সালে সামরিক শাসনের অধীনে রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় আওয়ামী লীগের পুনর্জন্ম হয়। দলের ভাঙন ঠেকাতে ১৯৮১ সালে মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনাকে সভানেত্রী বানিয়ে নিয়ে আসা হয় নয়াদিল্লি থেকে। শুরু হয় রাজনৈতিক নেতৃত্বে পারিবারিক পরম্পরা। হাসিনার মিশন, শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা। দুই পর্বে চার মেয়াদে ক্ষমতার চূড়ায় থেকে তিনি এটি করেন। সরকারি অফিসের দেয়ালে সরকারপ্রধানের পাশাপাশি মুজিবের ছবি প্রদর্শিত হতে থাকে। অগুনতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সড়ক আর স্থাপনায় তাঁর নাম জুড়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে মুজিব পরিবারের কাছের ও দূরের সব সদস্যের নামে হয় নানান স্থাপনা।

হাসিনা দেশটাকে পারিবারিক তালুক বানিয়ে ফেলেন। সেই সঙ্গে চলে লুটপাট, দুঃশাসন, ভিন্নমত দমন, গণগ্রেপ্তার, হত্যা ও গুম। নির্বাচনী ব্যবস্থা তছনছ করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাঁকে সরানোর কোনো পথ তিনি রাখেননি। এভাবেই তাঁর পতনের সব শর্ত নিজেই তৈরি করেন, যেমনটি করেছিলেন তাঁর পিতা।

অবশেষে এল সেই ডি-ডে, চব্বিশের ৫ আগস্ট। এ ক্ষেত্রে পিতার সঙ্গে কন্যার *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

লেবাননে গৃহযুদ্ধ কি অত্যাসন্ন?

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে বৃটেন এবং ফ্রান্সের যৌথ সম্মতিতে ফ্রান্স ১৯২০ সালে লেবানন শাসনের ম্যান্ডেট লাভ করে । ফলশ্রুতিতে ১৯২০ থেকে ১৯৪৩ সময়ে মূলত কলোনী হিসেবে ফ্রান্স দেশটি শাসন করে । এ ব্যবস্থায় পূর্বেকার মাউন্ট লেবানন, এবং আউটার ভাগ যা ভূমধ্যসাগর উপকুলীয় এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয় তার সাথে বেক্কা এবং আক্কার ভ্যালি বা সমতল উর্বর কৃষিভূমি যুক্ত করা হয় । ভূমধ্যসাগরীয় ফলমূল, মৎস্য সম্পদ, বানিজ্য সুবিধা, তদুপরি সুজলা সুফল ভ্যালি দুটো লেবাননকে সুখী, সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বে সমাদৃত হয় । প্রাচীর ঘেরা মনোরম বৈরুত নগরী সৌন্দর্য , বৈভব, সুন্দর অবয়বের অনিন্দ সুন্দর নারীর জন্য বারবার বহিরাগত শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে । ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় ক্রুসেড সময়ে খ্রিষ্টান সেনাপতি ও যুবরাজগণ বারবার দেশটিতে হানা দিয়েছে, লুটতরাজ, নারীহরণ এসব কুকর্ম করেছে । বিধবা রাণী ইসাবেলাকে পাহারা দিতে মিশর থেকে সুলতান বাইবর বৈরুতে সৈন্য পাঠান। স্বামী হ্যামু মৃত্যু আসন্ন জেনে তাকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে সাইপ্রাসের লোভী রাজা হোগ ইসাবেলাকে অপহরণ না করতে পারে এবং বৈরুত দখল করতে না পারে । মামেলুক সুলতান তার অনুরোধ রেখেছিলেন । এ জাতীয় ঘটনা পরবর্তীতে লেবাননের রাজনীতিতে প্রভার ফেলে। মেরনাইট ক্রীষ্টানদের আজন্ম স্বপ্ন লেবাননে তাদের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে এ স্বপ্ন নস্যাৎ হয় । সাংস্কৃতিক আধিপত্যে বিশ্বাসী ফরাসি কলোনিয়ান শাসকগোষ্ঠি ফরাসি ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে । ফরাসি ভাষা অফিসিয়াল ভাষার স্হান দখল করে নেয় । ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেকার কলহ বিবাদ নিরসনে মেরন্যাইট খ্রিষ্টান, সুন্নী মুসলমান এবং শিয়া সম্প্রদায়কে একটি ফর্মুলার মাধ্যমে নির্বাচন এবং সরকার গঠনে অংশীদার করা হয় । অদ্যাবলী, গৃহযুদ্ধ, ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ, সিরিয় ফ্যাকশন, ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু সবাই ফরাসি কলোনিয়ান শাসকদের প্রবর্তিত রাজনৈতিক বিভাজিত সরকার ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে ।

আমেরিকার প্রভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান । ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সময়ে যে গৃহযুদ্ধ তার প্রেক্ষাপটে তা বৃদ্ধি পায় । লেবাননের দূর্বল সেনাবাহিনী আমেরিকা এবং ইসরায়েলের কুটনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য ছাড়া প্যালেষ্টাইনের উদ্বাস্তুদের জমিয়ে রাখতে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে । ইরানের প্রত্যক্ষ সমর্থনপুষ্ট হিজবুল্লাহ বাহিনীকে দক্ষিন লেবানন বলতে গেলে ছাড দিয়ে দিয়েছিল । সম্প্রতি সময়ে ইসরায়েল বৈরুত নগরী এবং দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহ বাহিনীর নেতাদের বাছাই করে মেরে ফেলেছে । আমেরিকা সিরিয়ার মদদপুষ্ট ইসলামী জঙ্গিদের কোণঠাসা করেছে । আমেরিকার বন্ধুত্ব এবং অভিভাবকগুলো আচরণ, এমনকি হস্তিতম্বি, মেরোনাইট খ্রিস্টান, সুন্নী মুসলমান এবং ড্রুজ ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো স্বাগত জানালেও শিয়া মুসলমান সম্প্রদায় কখনো তা মেনে নেয়নি। ইরানের মদদপুষ্ট শিয়া সম্প্রদায় লেবাননের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিভিন্ন অজুহাতে নাক গলিয়েছে। এখনো তাই হচ্ছে।

সত্তর দশকে জর্দানের বাদশাহ প্যালেষ্টাইনি উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে তার পাকিস্তানি প্যালেস গার্ড লেলিয়ে আক্রমণ করলে প্যালেষ্টাইনীদের একটি বিরাট সংখ্যা সেখান থেকে এসে দক্ষিণ লেবানন এবং বৈরুত নগরীতে আস্হানা গড়ে । দূর্বল প্রতিরক্ষা বাহিনী এ স্রোত ঠেকাতে ব্যর্থ হয় । সরকার ব্যবস্থা সম্প্রদায় সমন্বয়ে গঠিত বিধায় এদের *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

কারা হবেন আগামী সরকারের মন্ত্রী, কোন যোগ্যতায়

খাজা মাঈন উদ্দিন

আগামী ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন হবেড়প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের এ ঘোষণা শুনে কল্পনায় ভেসে ওঠে একটি ছবি, ধোপদুরস্ত পোশাকে মন্ত্রী হিসেবে একদল নেতা বা সংসদ সদস্য শপথ নিচ্ছেন। মনে প্রশ্ন জাগে, তাঁরা কারা হবেন? কোন বিশেষ যোগ্যতা তাঁদের? কেন তাঁরাই থাকবেন দলগুলোর পছন্দের তালিকায়? জনসমাজে কী কথা বলা হয় তাঁদের সম্পর্কে? ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পরিবর্তনকে মাথায় রেখে সম্ভাব্য মন্ত্রীদের রাষ্ট্র পরিচালনার দর্শন ও সংস্কৃতি কী হবে, তা ভাবতেই মনে পড়ে কৈশোরের এক অভিজ্ঞতা। একেকটি এলাকার বাসিন্দাদের ‘রিজিক’ (জীবিকা অর্থে) একেকজন বিশেষ ব্যক্তির অসিলায় নির্ধারিত হয় বলেই গভীর বিশ্বাস ছিল গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ জলিশ খাঁর। ফসল কাটার মৌসুমে ব্যস্ত দিনের শেষে ‘বাংলাঘরে’ এক নৈশভোজের জমজমাট আড্ডায় তিনি দাবি করে বসেন, গ্রামের সেই ‘বুজুর্গ’ ব্যক্তিটি কে, তা তাঁর জানা। ক্লান্ত, তবু কৌতূহলী কৃষিশ্রমিকেরা অনেক ‘গবেষণা’ করেও সেই রহস্যময় ব্যক্তির কূলকিনারা খুঁজে পেলেন না। একপর্যায়ে বিরক্ত হয়ে গৃহস্থ বাড়ির এক শিক্ষিত যুবক জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি মনে করো, তুমিই সেই ব্যক্তি?’ জবাবে আত্মবিশ্বাসী জলিশ খাঁ হুঁকায় লম্বা টান দিয়ে বললেন, ‘হ্যাআআ...।’

দিনমজুর জলিশ খাঁ কিন্তু নিজেকে ‘রিজিকদাতা’ দাবি করেননি। তবে পলাতক স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাভাবিক গলায় বলেছিলেন, ‘রেহানা (ছোট বোন) আমাকে বলল, “তুমি ১৬ কোটিকে খাওয়াতে পারলে, ১০ লাখ (রোহিঙ্গা)কেও খাওয়াতে পারবে।”’

দুই দফায় বিশ বছরের অধিক কাল বাংলাদেশ শাসন করা হাসিনা আমাদের কারও বাসায় ভাততরকারি পাঠিয়েছেন বলে শুনিনি। তবে সম্প্রতি কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের নেত্রী ও তাঁর দলবল-অনুসারীরা জাতীয় সম্পদের রক্ষক সেজে ভক্ষণ এবং যা খুশি তা-ই করার কাজটি ঠিকমতোই করেছেন।

হাসিনাকে কদমবুছি করা অযোগ্য ব্যক্তিরা এবং ভোটার-বিহীন নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নানা অপকর্মে শরিকদের মন্ত্রিসভা ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে যথেচ্ছাচারে নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁর ‘দেবত্ব’ জাহির করা সংস্কৃতির ইতি টানা ছিল জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ডাকসুর নির্বাচন থেকে কী চাই, কেন চাই

মাহমুদুর রহমান মান্না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বর হবে এই নির্বাচন। প্রায় ছয় বছর পর হতে যাচ্ছে এই নির্বাচন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই একটি বিষয় লক্ষণীয়। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়টি। ১৯২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ডাকসু প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনো ডাকসু নামকরণ হয়নি। পরে ১৯৫৩ সালে গঠনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে পূর্ব নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম গ্রহণ করা হয়। বলা যায়, ডাকসুর ইতিহাস সাত দশকের বেশি সময়। নিয়ম অনুযায়ী, এ সময় অন্তত ৭০ বার ডাকসু নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। যেমন এবারের নির্বাচনটি হতে যাচ্ছে প্রায় ছয় বছর পর। ছয় বছর আগে যে নির্বাচনটি হয়েছিল, সেটি আবার হয়েছিল প্রায় তিন দশক পর। বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন বিষয়টি কখনো নিয়ম মেনে হয়নি। যদিও ছাত্রদের প্রতিনিধি পরিষদ হিসেবে এবং তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা

ও আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ডাকসু সমগ্র দেশের ছাত্রদের আবেগ, অনুভূতি ও অভিব্যক্তির এক মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার এমন এক সময় ডাকসু নির্বাচন হতে যাচ্ছে, যখন মাত্রই শিক্ষার্থীরা আরেকটি রক্তের নদী সাঁতরে তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাত্র ৩৬ দিনে ফ্যাসিস্ট সরকার হত্যা করেছিল ১ হাজার ৪০০ মানুষকে। তারও আগে চলতে থাকা ১৫ বছরের আন্দোলনে কত মানুষ যে মারা গেছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান করা হয়নি।

কী রকম হবে এবারের ডাকসু নির্বাচন? কেমন হবে তার চালচিত্র ও চরিত্র? মনে রাখা দরকার, এক বছর পরও এই মহান অভ্যুত্থানের স্মৃতি মানুষের মনে দগদগে ও জীবন্ত। এই অভ্যুত্থানেই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ আগুন-ঝরানো অবিস্মরণীয় সাহসী আত্মদানের উদাহরণ তৈরি করেছেন, পৃথিবীতে যার তুলনা মেলা ভার। দেশপ্রেমিক বীরদের এই মহান আত্মদান দেশের মানুষের মধ্যে এক অসাধারণ আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছে। এক নতুন দেশ গড়ব আমরা, ফ্যাসিবাদকে আর কখনো এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে দেব না, লুটেরা খুনিদের বিচার করব এ দেশের মাটিতেই। একটি কল্যাণময় শান্তির দেশ গড়ে তুলব, এই রকম আকাঙ্ক্ষা।

ডাকসু নির্বাচনের পটভূমিতেই এ বক্তব্যগুলো কি প্রাসঙ্গিক? অবশ্যই। যখন আন্দোলন চলে, তখনই মানুষ প্রশ্ন করেছিল, অনেক তো হলো। সেই বায়ান্ন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ রক্ত তো কম দিল না, এই অবস্থার কি বদল হবে? তখন এসেছিল সংস্কারের কথা। সংস্কার প্রসঙ্গে এখানে বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই। ইতিমধ্যে দুই মাস ধরে সংস্কার কমিশন তথা জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এ পর্যন্ত এর ওপর কাজ করছে। কেবল আবেগ দিয়ে, বিক্ষোভ দিয়ে তো দেশ গড়া যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন ঠান্ডা মাথায় সুচিন্তিতভাবে দেশ গড়ার কর্মসূচি বা সনদ তৈরি করা, যে কাজ এখনো চলমান আছে।

এখানেও ছাত্রদের ভূমিকাকে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে করি। আমাদের মতো পশ্চাৎপদ, কম শিক্ষার হারের দেশে শিক্ষার্থীরাই হচ্ছেন জ্ঞানের তথা সংস্কার আন্দোলনের ভ্যানগার্ড। এটি একমাত্র সংরক্ষিত শক্তি, যা একাধারে লড়াই করে আবার জ্ঞানের আলোকে সংগঠিত করে।

আমাদের দেশে এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের এই ভূমিকা আমরা বেশ কয়েকবারই প্রত্যক্ষ করেছি। সবাই জানে ভাষা আন্দোলনের সময় সাহসের সঙ্গে সরকারের প্রতিরোধ মোকাবিলা করে ১৪৪ ধারা ভাঙতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বরং বিরোধিতাই করেছিল। কিন্তু ছাত্ররা সেই বাধা মানেননি। সে জন্যই ভাষা জিতেছিল। ১৯৬০-৬২ সালেও হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন করেছিলেন শিক্ষার্থীরা, যা আবারও জয়লাভ করেছিল। ছেষট্টিতে শেখ মুজিবুর রহমান যে ছয় দফা দিয়েছিলেন, তাকে জাতির সামনে যুক্তি দিয়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে 'ম্যাগনা কার্টা' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই ছাত্ররাই। সেদিন ট্রেড ইউনিয়ন দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আন্দোলন পরিচালিত হতো, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস অন্য রকম হতো।

আমি নিশ্চিত, এবারের ডাকসুও চব্বিশের চেতনার ধারক। এখন পর্যন্ত সারা দেশে সেই চেতনার ফল্গুধারা প্রবাহিত। কিন্তু এ-ও সত্যি, অতীতের ট্রমা থেকে আমরা এখনো মুক্ত নই। আরও একটা কথা বলা দরকার, এ রকম উদাহরণ অনেক আছে, যখন বৈপ্লবিক সংস্কারের চিন্তাধারা নির্বাচনের মিথ্যা অঙ্গীকারের তোড়ে উড়ে গেছে। এই আশঙ্কা অনেকেই করছে। এ জন্যই প্রস্তাব আসছে সংস্কার বিষয়ে যে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

গাজায় সাংবাদিক হত্যার ভয়ঙ্কর চিত্র

আহমদ মতিউর রহমান

গাজা থেকে প্রতিদিন মৃত্যু আর ধ্বংসের খবর আসছে। সর্বসাম্প্রতিক ঘটনায় গাজায় আলজাজিরা টেলিভিশনের পাঁচ সাংবাদিককে হত্যা করেছে ইসরাইল। এ ঘটনায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হয়েছে। বেলফাস্টে, তিউনিসিয়ায়, জার্মানিতে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ফিলিপাইন ও পাকিস্তানে বড় বিক্ষোভ হয়েছে। সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক সংস্থা কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলেছে, 'সাংবাদিকরা বেসামরিক লোক। তাদের কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু করা উচিত নয়। এমন কাজ করা যুদ্ধাপরাধ।' নিন্দা করেছে জাতিসঙ্ঘসহ বিভিন্ন সংস্থা। কিন্তু ইসরাইলি বাহিনীর এ ভয়ঙ্কর অপকর্ম থেমে নেই। এ পর্যন্ত গাজায় ২২ মাসে ২৭০ সাংবাদিক হত্যা করেছে ইসরাইল। যুদ্ধক্ষেত্রে সাংবাদিক হত্যার একটি চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে, যা থেকে বুঝা যাবে গাজা পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির কস্টস অব ওয়ার প্রকল্পের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজায় নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার যুদ্ধ এবং ৯/১১-পরবর্তী আফগানিস্তান যুদ্ধে মোট নিহত সাংবাদিকদের চেয়ে বেশি। মনিটরিং ওয়েবসাইট শিরিন, পিএসর হিসাবে, ২২ মাসের যুদ্ধে গাজায় ইসরাইলি হামলায় ২৭০ সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী নিহত হয়েছেন, অর্থাৎ মাসে গড়ে ১৩ জনের

(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।

- ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
- ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
- Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
- ১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

SYLHET MOTORS

Getting Approved is EASY
BAD CREDIT ?
NO CREDIT ?
No Problem...

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

QUALITY PRE-OWNED VEHICLES

YOU WORK
YOU DRIVE

এই বিজ্ঞাপন সাথে নিয়ে আসলে
৬ মাসের ফ্রি মেইনটেন্যান্স

Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

ASTRA VASCULAR

আধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করুন B

ASTRA VASCULAR

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষায়িত পরিষেবা

শিরার অপ্রতুলতার চিকিৎসা

শিরার অপ্রতুলতা তখন ঘটে যখন আপনার পায়ের শিরাগুলি সঠিকভাবে রক্ত হৃদয়ে ফিরে আসতে দেয় না, যার ফলে রক্তনালী বিকৃত হওয়া, ফোলা এবং অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। অ্যাস্ট্রা ভাসকুলারে, আমরা উন্নত চিকিৎসার পদ্ধতি যেমন এন্ডোভেনোজাল লেজার থেরাপি (EVLT) এবং স্কলারোথেরাপি অফার করি, যা উপসর্গ উপশম করতে এবং রক্তপ্রবাহ উন্নত করতে সাহায্য করে, জীবনের গুণমান পুনরুদ্ধার করতে।

পরিচিত হোন, ডক্টর জর্জ বলোটিন

স্বাগতম অ্যাস্ট্রা ভাসকুলার ক্লিনিকে, যা আধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতি ব্যবহারে বিশেষায়িত, যেখানে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি এবং ডক্টর জর্জ বলোটিনের নেতৃত্বে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ সহ, ডক্টর আপনার শিরার স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়ক হবে সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে।

ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি চিত্রায়ন প্রযুক্তি ব্যবহার করেdiagnosis এবং চিকিৎসার জন্য, যা দ্রুত পুনরুদ্ধারের সময় প্রদান করে।

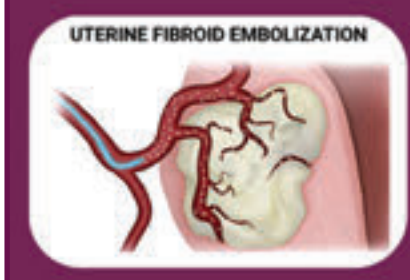

আপনি কি উপসর্গযুক্ত ফাইব্রয়েডে ভুগছেন?

গর্ভাশয় ফাইব্রয়েড এমবলাইজেশন (UFE)

গর্ভাশয় ফাইব্রয়েড এমবলাইজেশন (UFE) একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক, অস্ত্রোপচারবিহীন পদ্ধতি যা গর্ভাশয়ের ফাইব্রয়েডের রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে তাদের সংকুচিত ও ধ্বংস করে। এটি অস্ত্রোপচারের তুলনায় নিরাপদ, দ্রুত এবং আরও কার্যকর বিকল্প সরবরাহ করে, গর্ভাশয় সংরক্ষণ করে এবং উপসর্গগুলি উপশম করে। ডঃ জর্জ বলোটিন এবং ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসে অ্যাস্ট্রা ফাইব্রয়েড ট্রিটমেন্ট স্পেশালিস্টরা অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করেন।

গাঁটের ব্যথা?

জেনিকুলেটরি ধমনী এম্বোলাইজেশন

যদি আপনি অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য অবস্থার কারণে দীর্ঘস্থায়ী হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন, তবে জেনিকুলেটরি ধমনী এম্বোলাইজেশন একটি সমাধান হতে পারে। এটি একটি সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়া, যা সেই রক্তনালীগুলিকে লক্ষ্য করে যা হাঁটুর প্রদাহ এবং ব্যথা সৃষ্টি করে, এবং বড় অপারেশনের প্রয়োজন ছাড়াই উপশম প্রদান করে। কম ব্যথা এবং উন্নত গতিশীলতার সঙ্গে আরও সক্রিয় জীবন উপভোগ করুন।

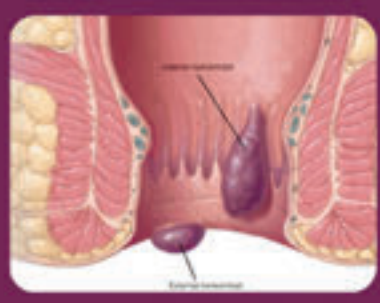

হেমোরয়েডসের সমস্যায় ভুগছেন?

হেমোরয়েড এম্বোলাইজেশন

হেমোরয়েড significant অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং আপনার দৈনন্দিন কার্যকলাপে প্রভাব ফেলতে পারে। হেমোরয়েড এম্বোলাইজেশন একটি নন-সার্জিক্যাল চিকিৎসা পদ্ধতি, যা হেমোরয়েডাল গিঁটগুলিতে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে তাদের কার্যকরভাবে ছোট করে এবং উপসর্গ উপশম করে। এই উদ্ভাবনী পদ্ধতি দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং সর্বনিম্ন অস্বস্তি প্রদান করে, আপনাকে দ্রুত আপনার সাধারণ জীবনে ফিরে যেতে সহায়তা করে।

কেন ASTRA VASCULAR নির্বাচন করা উচিত?

- ☑ **বিশেষজ্ঞ সহায়তা:** ডক্টর জর্জ বলোটিনের নেতৃত্বে, আমাদের দল ব্যক্তিগতকৃত এবং কার্যকর চিকিৎসার পদ্ধতি সরবরাহ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- ☑ **সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতি:** আমাদের প্রক্রিয়াগুলি ব্যথা এবং পুনরুদ্ধারের সময় কমানোর দিকে লক্ষ্য রাখে।
- ☑ **আধুনিক প্রযুক্তি:** আমরা সেরা ফলাফল নিশ্চিত করতে চিকিৎসা এবং চিত্রায়ন প্রযুক্তির সর্বশেষ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করি।

অধিক তথ্য বা পরামর্শের জন্য আমাদের সাইটে যান অথবা ফোনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আজই আপনার শিরার স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ নিন!

718-222-0225

Brooklyn Office : 4209 Avenue U, Brooklyn, NY 11234
Phone : 718-222-0225

Bronx Office: 869 E. Tremont Ave., Bronx, NY 10460
Phone : 929-447-4857

গ্রন্থালোচনা : ‘বাংলাদেশের স্বপ্ন ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান’ গ্রন্থটি অনুভব ও প্রেরণার গভীরতা-সমৃদ্ধ

শরমিলি শারমিন লাভলী

গত ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে বাংলা একাডেমি আয়োজিত ‘অমর একুশে বইমেলা’য় প্রকাশিত হয়েছে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খানের গ্রন্থ ‘বাংলাদেশের স্বপ্ন ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান’। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর মধ্য থেকে নির্বাচিত ৩৩টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে গ্রন্থে। সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এর নিয়মিত পাঠক হিসেবে আমি তার অনেক লেখা আগেই পাঠ করেছি। তার প্রতিটি নিবন্ধে পৃথক সৌন্দর্য ও দ্যোতনা রয়েছে। গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার কারণে এটি স্থায়ী দলিলের রূপ পেয়েছে, যেগুলো থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের লেখকরা তাদের লেখার রেফারেন্স ও উপজীব্য পাবেন বলে আশা করি। তার গ্রন্থিত নিবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময়ে ও পরবর্তী কয়েক মাসের পরিস্থিতি, বহুল আলোচিত সংস্কার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে, যা দেশ ও জাতির জন্য দিকনির্দেশনার মতো। তার লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে বিদেশে অবস্থান করেও দেশ নিয়ে তার চিন্তার কতটা গভীরে প্রোথিত এবং দেশকে কতটা ভালোবাসেন। এজন্য তার নিজস্ব একটি পাঠকশ্রেনি ও বলয় সৃষ্টি হয়েছে । লেখক আমার আপনজন, আমার মামাশ্বশুর, তার মেধা ও কর্মদক্ষতার ওপর আমার অপরিসীম আস্থা। গণঅভ্যুত্থান ও তার পরবর্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণের ফসল ‘বাংলাদেশের স্বপ্ন ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান’ তার প্রতি আমার আস্থা আরো গভীর হয়েছে এবং আমাকেও স্বদেশপ্রেমে আরো উদ্বুদ্ধ করেছে।

‘বাংলাদেশের স্বপ্ন ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান’ গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত নিবন্ধগুলো বিষয়বস্তু চমৎকারভাবে গোছানো, অর্থবহ এবং পাঠকের জন্য উপকারী। বেশ কয়েকটি নিবন্ধে গণতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদ, নামকরণের রাজনীতি, গণ-অভ্যুত্থান, সরকার থেকে দলকে পৃথক রাখার আবশ্যকতা, রাজনৈতিক সংস্কার, নির্বাচন নিয়ে তথ্যবহুল এবং সুচিন্তিত বিশ্লেষণমূলক মতামত তুলে ধরেছেন যা পাঠককে ভাবায়, মুগ্ধ করে। যে বিষয়টি পাঠকের বেশি ভালো লাগবে তা হচ্ছে, লেখকের প্রাণবন্ত উপস্থাপনা। রাজনীতির মতো জটিল বিষয়কে অত্যন্ত সহজবোধ্য শব্দ ও বাক্যের মেলবন্ধনে সাবলীল ও প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন। এ কারণে জটিল রাজনৈতিক ধারণাগুলো হয়ে উঠেছে সহজে বোধগম্য হয়ে উঠেছে। ফলে বইটি পড়ে শেষ করার পরও পাঠকের মনে এর অনুরণন থাকে।

রাষ্ট্রের প্রয়োজনের রাজনীতি অপরিহার্য। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি, শাসনব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ এবং সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক আগ্রহের পরিবর্তন এবং জনমতের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। লেখক তার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বিশেষত তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট উপস্থাপনা করেছেন। তিনি নিজেই সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী, তাই তার বিবরণ অনেক বাস্তব ও প্রাসঙ্গিক। কিছু তথ্যভিত্তিক রেফারেন্স ব্যবহার তার নিবন্ধগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে। তথ্য সঠিক হলেও মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতৃত্বের অবদানের অংশ স্বীকার করা হলেও কিছুটা স্বল্প গুরুত্ব দিয়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আরেকটু গুরুত্বের সাথে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলে লেখাগুলো আরো ভারসাম্যপূর্ণ হতো। ইতিহাস সংবেদনশীল বিষয়। তাই সঠিক তথ্য অত্যন্ত জরুরী।বইটি কেবল তথ্যভিত্তিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক নয়, এতে অনুভব ও প্রেরণার গভীরতা রয়েছে, যা নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস জানতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের স্বপ্ন ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান অসাধারণ একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রচ্ছদও আমাকে মুগ্ধ করেছে। দৃষ্টি কাড়ার মতো আকর্ষণীয় ও শিল্পকলার প্রতিফলন। যা প্রবন্ধের ভাব ও বিষয়কে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। প্রচ্ছদ অংকন করেছেন ডা. ওয়াজেদ খানের পুত্র শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য লেখককে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই। গ্রন্থের বহুল প্রচার আশা করি। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রকাশনা সংস্থা ‘আহমদ পাবলিশিং হাউস।

যোগাযোগ: মোবাইল: ০১৮১৯২৬২৭৮৯

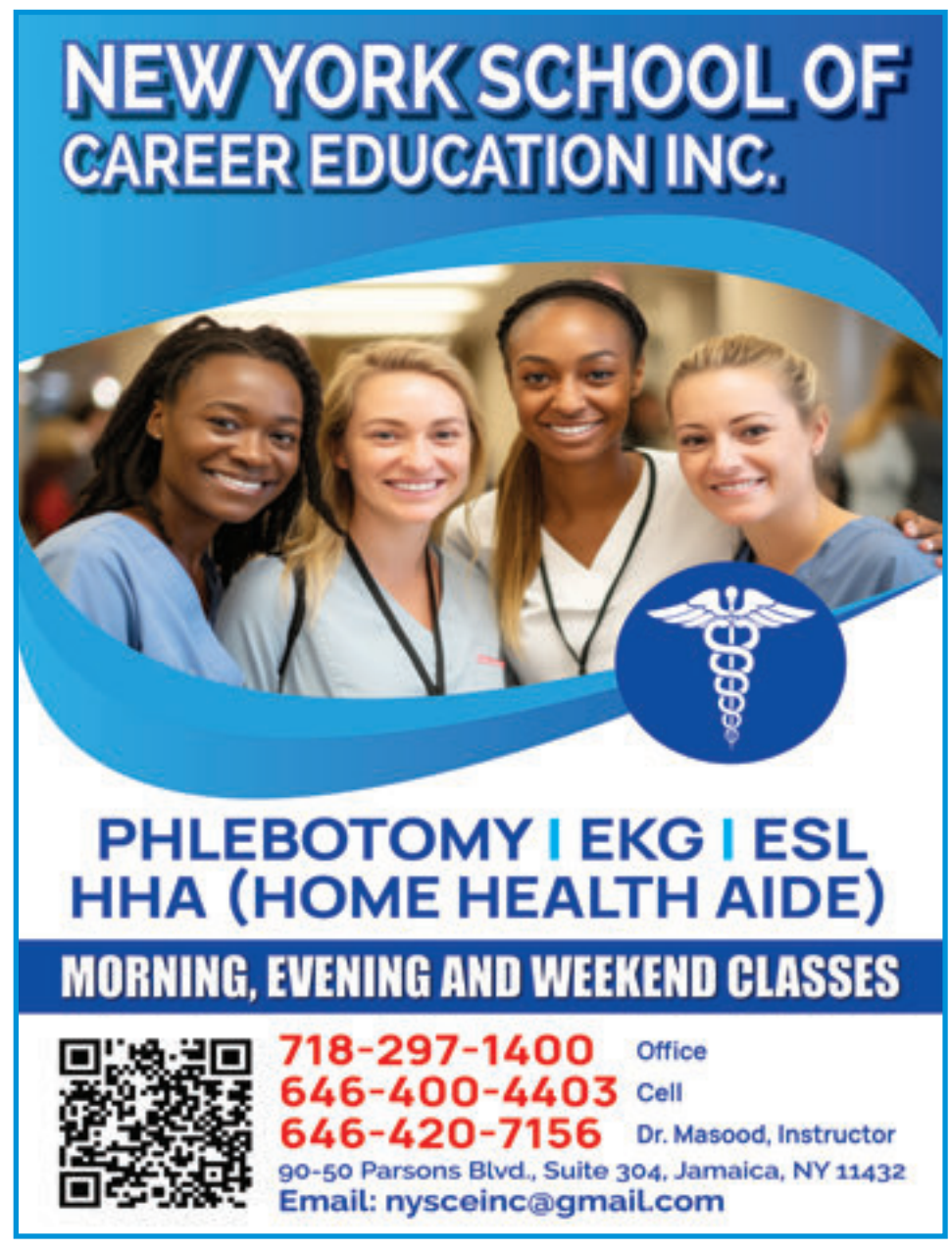

হোম কেয়ার সার্ভিস (CDPAP) নিতে চান?

Bestcare
Home care, your care.

আমরা বাংলায় কথা বলি

PPL & NYS
DEPARTMENT OF HEALTH
অনুমোদিত
CDPAP - FACILITATOR

১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি

আজই যোগাযোগ করুন – (516) 731-7808

3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 West 36th Street Suite 400 New York, NY 10018	1781 Flatbush Avenue 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

RED COW MILK IS BETTER

COW GUARAN
200%
GUARANTEE
UNTOUCHED BY HANDS
786® حلال

START FRESH PACKED FRESH STAY FRESH
NO OTHER MILK POWDER HAS THIS GUARANTEE
RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate
RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE
RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE
RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES SO YOU CAN BE SURE IT IS FRESH

RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER
PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED

RED COW MILK IS THE BEST.

Why is RED COW milk the BEST?
1) Throughout the year, our family farms provide the same exceptional nutrition for their dairy cow: fresh grass and grains. 2) This diet helps them to be well-nourished and healthy milk producers.3) Cows are allowed to graze in green, grassy pastures- results in healthier, happier cow which produce the highest quality, hormone free milk possible.

100% PURE & NATURAL MILK
SEALED IN A CAN SO YOU CAN REST ASSURED IT IS 100% PURE

100% PURE & NATURAL COW GHEE

RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE UNTOUCHED BY HANDS
Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882

PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.

100% PURE & NATURAL BUTTER

WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR AND YOU WILL KNOW WHY.

ORIGINAL Real Guyana 786 REAL & NATURAL
CANE SUGAR

100% PURE & NATURAL CANE SUGAR

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ উপার্জন

জাফর আহমাদ

আল্লাহতা'আলা বলেন,"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না। লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক রেজামন্দির ভিত্তিতে। আর নিজেকে হত্যা করো না। নিশ্চিত জানো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।"(সুরা নেসা:২৯) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের মাল অবৈধ পদ্ধতিতে খেয়ো না এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের সম্পদের কিছু অংশ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাও।"(সুরা বাকারা:১৮৮) আয়াতে অন্যায়ভাবে বলতে এমন সব সব পদ্ধতি ও উপায় অবলম্বনের কথা বুঝানো হয়েছে যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধীএবং নৈতিক দিক দিয়েও শরীয়াতের দৃষ্টিতে না জায়েজ। অন্যের সম্পদ আত্মসাত করা আসলে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। এর ফলে সমাজ ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়। এর অনিষ্টকর পরিণতি থেকে হারামখোর ব্যক্তি নিজেও রক্ষা পেতে পারেনা এবং আখিরাতে এর কারণে মানুষ কঠিণ শাস্তির অধিকারী হয়। আয়াতে উল্লেখিত"আর নিজেকে হত্যা করো না" মুফাস্সিগণ দু'টো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এক, পরস্পরকে হত্যা করো না, দুই, আত্মহত্যা করো না। মহান আল্লাহ এ ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে রেখেছেন এবং বাক্য এমনভাবে গঠণ করেছেন যার ফলেএই দুটি অর্থই এখান থেকে পাওয়া যেতে পারেএবং দুটো অর্থই সত্য।

উল্লেখিত আয়াতে' লেনদেন' মানে হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় করা। যেমন ব্যবসায়, শিল্প ও কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে একজন অন্যজনের প্রয়োজন সরবরাহ করার জন্য পরিশ্রম করে এবংতার বিনিময় দান করে। এখানে সকলে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং উভয়েই উপকৃত হয় বিধায় এটি শরীয়াত সম্মত হালাল পন্থা। পারস্পরিক সম্মতি অর্থ হচ্ছে, কোন অবৈধ চাপ বা ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে লেনদেন হবে না। ঘুষ ও সুদের মধ্যে আপাত: সম্মতি থাকে কিন্তু আসলে এই সম্মতির পেছনে থাকে মানসিক চাপ ও অক্ষমতা। প্রতিপক্ষ নিজের অপারগতা ও অক্ষমতার কারণে বাধ্য ও অন্যনোপায় হয়ে চাপের মুখে ঘুষ ও সুদ দিতে রাজী হয়। জুয়ার মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সম্মতি বা রেজামন্দী মনে হয়। কিন্তু আসলে জুয়াতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি একমাত্র সে-ই বিজয়ী হবে এই ভ্রান্ত আশায় এতে অংশগ্রহণে রাজি হয়। পরাজয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ এতে অংশ গ্রহণ করে না। প্রতারণা ও জালিয়াতির কারবারেও বাহ্যত সম্মতিই দেখা যায়। কিন্তু এখানেও সম্মতির পেছনে এই

ভুল ধারণা কাজ করে যে, এর মধ্যে প্রতারণা ও জালিয়াতী নেই। দ্বিতীয় পক্ষ যদি জানতে পারতো যে, প্রথম পক্ষ তার সাথে প্রতারণা ও জালিয়াতী করছে তাহলে সে কখনো রাজি হবেনা। এ জন্য পারস্পরিক সম্মতি বলতে সংশ্লিষ্ট লেনদেনে উভয়ের উপকার থাকতে হবে।

এ আয়াতের আলোকে অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ উপার্জন করা হারাম। আল্লাহতা'আলা বলেন,"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ইবাদতকারী হয়ে থাকো, তাহলে যে সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি সেগুলো নিশ্চিন্তে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"(সুরা বাকারা:১৭২) অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমান এনে কেবলমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী হয়ে থাকো, যেমন তোমরা দাবী করছো তাহলে অবাঞ্ছিত আচার-আচরণ ও বিধি-নিষেধ ছুড়ে মারো। আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে অবশ্যি দুরে থাকো। কিন্তু যেগুলো আল্লাহ হালাল করেছেন কোন প্রকার ঘৃণা-সংকোচ ছাড়াই সেগুলো পানাহার করো। মনে রাখতে হবে, সালাত পড়া ও কিবলার দিকে মুখ করা সত্বেও কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ না সে পানাহারের ব্যাপারে অতীতের জাহেলী যুগের বিধি-নিষেধ পরিহার না করে। কিন্তু দু:খজনক সত্য হলো, বর্তমান যুগের মানুষ আবার জাহেলী যুগে ফিরে গিয়ে অবৈধ ভাবে ধন-সম্পদ আহরণ করার কাজে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হয়েছে। নিয়মিত সালাত পড়ছে, রমযানের সাওম পালন করছে, কিন্তু উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পরোয়া করছে না।

আবুহুরাইরা রা: সূত্রে নবী সা: হতেবর্ণিত। তিনিবলেন, এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে উপার্জন করল, হালাল না হারাম হতে।(বুখারী:২০৫৯, কিতাবুল বুয়ু, বা বুমানলাম ইউ বালুমিনহাইছু কাসাবাল মালু, বুখারী: ২০৮৩, আ:প্র:১৯১৬, ইফা: ১৯৩১) বর্তমান যুগের মুসলমানদের ধন-সম্পদ উপার্জনের পন্থা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, উল্লেখিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ সা: এর ভবিষ্যত বাণীর সেই যুগটি হলো, বর্তমান সময়ের পৃথিবী। বর্তমান পৃথিবীর গুটিকয় মুসলিম বাদ দিলে অধিকাংশ মুসলিমদের ধন-সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে হালাল-হারামকে একাকার করতে দেখা যি। তারা ভালো করেই জানে তাদের এ পন্থা হারাম। তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।তবুওতারা এ ব্যাপারে নির্ভিক। আবু হুরাইরা রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন: "আল্লাহতা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রেরিত রাসুলদের যে হুকুম দিয়েছেন মু'মিনদেরকেও সে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,"হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র ও হালাল জিনিস আহার কর এবং ভাল কাজ কর। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত।" (সুরাআল মু'মিন: ৫১) তিনি আরো বলেছেন,"তোমরা যারা ঈমান এনেছো শোন। আমি তোমাদের যে সব পবিত্র জিনিস রিযক হিসেবে দিয়েছি তা খাও"-(সুরা বাকারা: ১৭২) অত:পর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধূলিধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অত:পর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে,"হে আমাররব! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্য ও হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দু'আ তিনি কি করে কবুল করতে পারেন?" (মুসলিম: ২২৩৬, আন্ত. নাম্বার: ১০১৫, কিতাবুয যাকাত, বাবুকবুলিস সাদাকাতে মিনাল কাসাবে....., ইফা:২২১৫, ই.সে: ২২১৬)

ভয়াবহ হাশরের মাঠ। সেদিন পাপী গোনাহগারেরা ঘামতে থাকবে। পাপের সাথে মিল রেখে প্রত্যেকের কষ্টের ও ঘামের পরিমাণ হবে। আবুহুরাইরা রা: হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন: কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম ঝরবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে; এমনকি কান পর্যন্ত। (বুখারী: ৬৫৩২, কিতাবুর রিকাক, বাবুক্বাউলিহি তা'আলা: আলাইয়া জুন্নু উলাইকা....., মুসলিম: ২৮৬৩, আহমাদ:৯৪২৬. আ.প্র:৬০৮২, ইফা:৬০৮৮) সে মাঠের সময়ের পরিক্রমা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সেই দিনের পরিমাণ তোমাদের গণনায় সহস্র বৎসর।"(সুরা সাজদা:৫) "ওই দিনের ব্যাপ্তি পঞ্চাশ হাজার বছর।"(সুরা মা'আরিজ:৪)

সেদিনের সেই ভয়াবহ হাশরের মাঠে আদমসন্তানের ৫টি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত দু'পা উঠাতে দেয়া হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: হতে বর্ণিত। নবী সা: বলেছেন: কিয়ামতের দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহর নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

আমরা আজও জাহেলিয়াতের অন্ধকারে

এম এ হোসাইন

বাংলাদেশের মানুষ মারা যাচ্ছে শুধু দারিদ্র্যে নয়–মরছে সমাজের নৃশংসতা, কুসংস্কার আর দ্বিচারিতার চাপে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া তিনটি ঘটনা যেন আমাদের জাতিগত নৈতিক দেউলিয়াত্বের নগ্নতা উন্মোচন করেছে। এগুলো কেবল বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং যুগযুগ ধরে চলে আসা এক অসুস্থ সামাজিক কাঠামো এবং ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি অবজ্ঞার প্রতিফলন। যেখানে দুর্বলদের জন্য আইন ও ন্যায়বিচার অনুপস্থিত, কিন্তু ক্ষমতাবানদের জন্য অপরাধও পুরস্কার হয়ে দাঁড়ায়। রাজশাহীর পবায় মিনারুল নামের এক ব্যক্তি স্ত্রী, স্কুলপড়ুয়া ছেলে ও মাত্র দেড় বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছে। কারণঋণের চাপ। একজন বাবা, যিনি তার সন্তানের জন্য প্রাণ দিতেও দ্বিধা করেন না, কীভাবে নিজের হাতে তার দুধের শিশু হত্যার মতো জঘন্য সিদ্ধান্ত নেয়? এর জবাব লুকিয়ে আছে এই সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তবতায়।

কিন্তু আসল বিষয় হলো–৯০ শতাংশ মুসলিম দেশের মানুষ কি করে ঋণে জর্জরিত এক মানুষকে এই পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে না? ইসলাম স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেঋণগ্রস্তকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। জাকাতের অন্যতম একটি উদ্দেশ্যই হলো দুঃস্থ ও ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধে সহায়তা করা। অথচ বাস্তবে আমরা দেখি, মসজিদে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয় আলোকসজ্জায়, কিন্তু পাশের বাড়ির এক দরিদ্র পরিবার আত্মহত্যা করলে সেটি শুধু আড্ডার বিষয় হয়ে যায়। এ সমাজে দারিদ্র্যের চেয়ে ভয়ংকর হলো মানুষের সামাজিক উদাসীনতা ও বর্বরতা। কারণ অর্থনৈতিক সংকট নয়, মানুষের ধর্মীয় অনুশাসনের মৃত্যুই এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের আসল কারণ।

ফরিদপুরে চোর সন্দেহে এক যুবককে উল্টো করে ঝুলিয়ে

পেটানো হয়েছে। ভিডিও ভাইরাল, লোকজন বাহবা দিচ্ছে–যেন ন্যায়বিচারের নতুন সংজ্ঞা তৈরি হলো। অথচ সেই "চোর" এখনো আদালতে প্রমাণিত অপরাধী নয়। তার অপরাধ প্রমাণিত হোক বা না হোক, এভাবে উল্টো ঝুলিয়ে নির্যাতন করা সম্পূর্ণ অমানবিক এবং আইনের পরিপন্থী।মজার বিষয় হলো–এ সমাজই এমন "বীরত্ব" দেখায় কেবল দুর্বল ও গরিবদের উপর। এই লোকেরা কখনো সাহস পায় না ক্ষমতাবান চোরদের দিকে আঙুল তুলতে। সালমান এফ রহমান, গিয়াসউদ্দিন আল মামুনদের কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি সবাই জানে, কিন্তু কেউ তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস রাখে না। উদাহরণ গুলো পড়ে হয়তোবা পাঠকের ভ্রো কুঞ্চিত হবে, নানা তারা তো সবাই আইনের আওতায় আনা হয়েছে। আমরা জানি, কোন কারনে তাদের জেলে যেতে হয়েছে কিন্তু তারাতো আমাদের চোখের সামনে সালমান, মামুন হয়ে উঠেছে। বিষয়টি এখানেই বুঝতে হবে। কবি নজরুল তাই লিখেছিলেনড়'অন্যায় রনে যারা যত বড়, তারা তত বড় জাতি, সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া, ফুলায় বেহায়া ছাতি।" এই সমাজের তথাকথিত ন্যায়বিচারও যেন মঞ্চস্থ নাটকড়যেখানে খলনায়ক সবসময় দুর্বল চরিত্র, আর আসল অপরাধী থাকে পর্দার আড়ালে।নাটোরের সহকারী অধ্যাপিকা খায়রুন নাহার তার অর্ধেক বয়সি ছাত্র মামুনকে বিয়ে করেছিলেনড়ধর্মীয় ও আইনি দিক থেকে যা সম্পূর্ণ বৈধ। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রথম বিয়ে করেছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)-কে, যিনি বয়সে বড় ছিলেন এবং দুইবারের বিধবা ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে কুরআনে সম্মানিতদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

তাহলে কেন সমাজ খায়রুন নাহারকে হত্যার পথে ঠেলে দিল? কেন এই বিয়েকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিষাক্ত মন্তব্য, অপমান, গুজব, কুৎসার ঝড় বইলো? উত্তর সহজড়আমাদের সমাজ এখনো জাহেলিয়াতের যুগে আটকে আছে। তখনও নারীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সমাজের আদালতে বিচার হতো, আজও হয়। তখনও কুসংস্কার ও সামাজিক অপবাদ দিয়ে জীবন ধ্বংস করা হতো, আজও হয়।

খায়রুন নাহারের মৃত্যুর জন্য দায়ী সেইসব নোংরা মানসিকতার মানুষ, যারা ধর্মের কথা মুখে আনে, কিন্তু জীবনযাপনে জাহেলিয়াতকে আঁকড়ে ধরে। আমরা মনে করি আমরা আধুনিক হয়েছিড়মোবাইল হাতে, ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে, বিদেশি ব্র্যান্ডের পোশাক পরে। কিন্তু চিন্তায় আমরা এখনো সেই যুগে আছি, যখন কুসংস্কার ও অন্ধ আচার দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলা হতো। তখন রক্ত ঝরত তলোয়ারে, আজ ঝরে কীবোর্ডে অপমানের বাণে বা সামাজিক বয়কটের চাপে।

জাহেলিয়াতের যুগে ছিল কন্যা সন্তান হত্যাড়আজও আমরা সেই হত্যাকারী মানসিকতার উত্তরাধিকার বহন করি। তখনও ধনী-ক্ষমতাবানদের অপরাধ ক্ষমা পেত, আজও তাই। পার্থক্য শুধু এতটুকুড়তখন অপরাধ ঢাকতে মরুভূমির ধুলো ব্যবহার হতো, আজ ব্যবহার হয় "আইনের ফাঁকফোকর", "সামাজিক ভণ্ডামি", আর "রাজনৈতিক ছাতা"।

আমাদের সমাজে ন্যায়বিচার যেন একপেশে অস্ত্রড়যা দুর্বলদের বুকে গেঁথে দেওয়া হয়, কিন্তু ক্ষমতাবানদের ক্ষেত্রে মুঠোয় লুকিয়ে রাখা হয়। একজন চোর সন্দেহে যুবককে আমরা *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান; কে বেশি লাভবান?

আবুল কালাম আজাদ

১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর দুই দেশের নাগরিকদের মাঝে একটি অমীমাংসিত প্রসঙ্গ বা প্রশ্ন বারবার উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করছে। ভারতীয়দের দাবি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারত বাংলাদেশকে সামরিক সহায়তা করেছে, এছাড়াও তারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের নাগরিকদের তাদের প্রতি সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। এ বিষয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে দুটি দলে বিভক্ত, প্রথমটি ভারতীয়দের দাবির সাথে ঐক্যমত্য পোষণকারী আওয়ামীলীগ ও বাম ঘরানার, দ্বিতীয়টি হলো বিএনপি-জামায়াত ও ইসলামী ঘরানার। দ্বিতীয় দলের দাবি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারত বাংলাদেশকে সহায়তা করেছে এটা সত্য তবে তারা শুধুমাত্র তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তখন বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

ভারত-বাংলাদেশ প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে চির দুই শত্রু ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাতের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। বাংলাদেশ পাকিস্তান যুদ্ধের আগে-পরে ভারত পাকিস্তান ৪টি বড় যুদ্ধ ও অসংখ্যবার সংঘাতে জড়ায়। এর মূলে রয়েছে কাশ্মীর ভূখণ্ড নিয়ে আঞ্চলিক বিরোধ, ধর্ম ও আদর্শিক পার্থক্য এবং ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। আঞ্চলিক বিরোধ একাধিকবার সশস্ত্র যুদ্ধে গড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপে সাময়িক সময়ের জন্য অস্ত্রবিরতি হলেও দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা আসেনি। সীমান্তে অস্ত্র সংবরনের চুক্তি হলেও তা বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে, ফলস্বরূপ অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত হয়েছে। বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধের পূর্বে ভারত-পাকিস্তান দুটি বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয় একটি ১৯৪৭ সালে অপরটি ১৯৬৫ সালে যার কোনটিতেই ভারত বিজয়ী হয়নি যদিও প্রথমটি জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি মাসে ফলাফল ছাড়াই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। দ্বিতীয়টিও জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে ১৯৬৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতি হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধে উভয় পক্ষই নিজেদের বিজয়ী দাবি করে।

এবার সংক্ষেপে মূল আলোচনায় ফেরা যাক।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছিল, যা তাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করে এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামেও পরিচিত, এই যুদ্ধ নয় মাসব্যাপী একটি সশস্ত্র সংঘাত ছিল। এই যুদ্ধটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হয়ে ১৬ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শেষ হয়। এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ, শোষণ ও নিপীড়ন। এর ফলস্বরূপ, বাঙালি জাতি তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী "অপারেশন সার্চলাইট" নামে একটি অভিযান শুরু করে, যার মাধ্যমে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর গণহত্যা চালানো হয়।

ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনী চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে এবং ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

এই যুদ্ধের ফলে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হন এবং অসংখ্য নারী নির্যাতনের শিকার হন। এই যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এবার আসি এই যুদ্ধে ভারতের সহায়তা প্রসঙ্গে, বিশিষ্টজনদের মতে এই যুদ্ধে সামরিক ও অন্যান্য সহায়তা করে ভারত বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়নি, বরং ভারত তার চিরশত্রু পাকিস্তানকে দুর্বল করার মোক্ষম সুযোগ পেয়েছিল এবং বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষদের সাথে নিয়ে পাকিস্তানকে পরাভূত করেছে।

বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নজীরবিহীন লুটপাটের ইতিহাস-

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তি বাহিনী যখন দেশের ৯৫ শতাংশ অঞ্চল মুক্ত করে ফেলেছিলো, ঠিক তখন ৩রা ডিসেম্বর ভারতীয় আরদালী বাহিনী লুটপাট করার জন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তারা ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশজুড়ে নজিরবিহীন লুটপাট চালিয়েছিলো। ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যদের ফেলে যাওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ- যার মূল্য ওই সময় ছিলো ২৭ হাজার কোটি টাকা, তার সবই ভারতীয় আরদালী বাহিনী ১৫টি বিশাল জাহাজে করে বাংলাদেশ থেকে লুট করে নিয়ে যায়। অথচ সেই অস্ত্রের মালিকানা ছিলো পুরোপুরি বাংলাদেশের। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের শত শত মিল কারখানার যন্ত্রপাতি, ব্যাংক, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ঘর-বাড়ির গৃহস্থালী জিনিসপত্র পর্যন্ত বাদ যায়নি লোভী ভারতীয় লুটেরাদের

হাত থেকে। এসব সম্পদ ও দ্রব্যাদির তখনকার মূল্য ছিলো আনুমানিক ৯০ হাজার কোটি টাকা। শৌচাগারের বদনাগুলোও বাদ দেয়নি ভারতীয় লুটেরার দল। এছাড়াও যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রদত্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যও লুট করে নিয়ে যায় আমাদের কথিত পরম মিত্র ভারত।

বাংলাদেশে ভারতীয় আরদালীদের লুণ্ঠনের ব্যাপারে আজিজুল করিম 'হোয়াই সাচ এন্টি-ইন্ডিয়ান ফিলিংস এমং বাংলাদেশী?' শিরোনামে এক নিবন্ধে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত ভারতীয় মাসিক 'অনিক'-এর রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে, "ভারতীয় সৈন্যদের লুণ্ঠিত মালামালের মূল্য ছিল প্রায় ১শ' কোটি মার্কিন ডলার।"

বাংলাদেশে ভারতীয় আরদালীদের লুণ্ঠনের ব্যাপারে 'বাংলাদেশ পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট' পুস্তকে সালাহউদ্দিন আহমদ লিখেছেন, "যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ভারতীয় সৈন্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিক সময় অবস্থান করতে থাকায় ভারত সমালোচিত হতে থাকে। অভিযোগ করা হয় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ট্রাক বহরে করে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সরিয়ে নিয়ে যায়। ফলে ভারত বাংলাদেশকে আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় এমন একটি আশঙ্কা থেকে বাংলাদেশের প্রতি ভারতীয় নীতির বিরুদ্ধে উত্তেজনা ও সংশয় সৃষ্টি হয়।"

মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক জয়নাল আবেদীনের 'র এন্ড বাংলাদেশ' শিরোনামে লেখা একটি বইয়েও বাংলাদেশে ভারতীয় আরদালীদের লুণ্ঠনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বইটিতে তিনি লিখেছেন, "পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় সৈন্যদের ব্যাপক লুটতরাজ দেখতে পেয়ে ভারতের প্রকৃত চেহারা আমার কাছে নগ্নভাবে ফুটে উঠে। ভারতীয় সৈন্যরা যা কিছু দেখতে পেতো তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো এবং সেগুলো ভারতে বহন করে নিয়ে যেতো। লুটতরাজ সহজতর করার জন্য তারা আমাদের শহর, শিল্প স্থাপনা, বন্দর, সেনানিবাস, বাণিজ্যিক কেন্দ্র এমনকি আবাসিক এলাকায় কারফিউ জারি করে। তারা সিলিং ফ্যান থেকে শুরু করে সামরিক সাজসরঞ্জাম, তৈজষপত্র ও পানির ট্যাপ পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে যায়। লুণ্ঠিত মালামাল ভারতে পরিবহনের জন্য হাজার হাজার সামরিক যান ব্যবহার করা হয়।"

বইটির আরেকটি অংশে তিনি লিখেছেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারত অর্থনৈতিক, সামরিক, কৌশলগত ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক লাভবান হয়েছে। এ কারণে দেশটি তার নিজের স্বার্থে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়, আমাদের স্বার্থে নয়।"

এবার আসি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ভারত বাংলাদেশকে কীভাবে শোষণ করছে এবং কী কী সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় -

ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণে অত্যন্ত জটিল। তবে, সমালোচকরা বিভিন্ন সময় ভারতকে বাংলাদেশকে শোষণ করার জন্য দায়ী করেছেন। বিশেষত, ভারতীয় রাষ্ট্রের বিশেষ কিছু নীতির কারণে বাংলাদেশের স্বার্থ কখনো কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বিশ্লেষণে আমরা দেখবো কীভাবে ভারত বাংলাদেশের ওপর বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলছে এবং কিভাবে তাদের থেকে বিশেষ সুবিধা লাভ করছে।

১. পানি সম্পদ এবং নদী ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সাথে ভারতের নদী সংক্রান্ত সমস্যাগুলি একটি দীর্ঘকালীন বিষয়। ভারতের নানা প্রকল্প, যেমন ফারাক্কা বাঁধ, বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের তিস্তা, মেঘনা, গঙ্গা ও অন্যান্য নদীর পানি প্রবাহ ভারত নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি ও পরিবেশগত পরিস্থিতি খারাপ করছে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পানির সংকট বৃদ্ধি পায়, এবং এতে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়।

২. বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক শোষণ

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের মধ্যে ভারতে বিপুল পরিমাণ চাহিদা রয়েছে, তবে বাংলাদেশ অনেক সময় ভারতের প্রতি একতরফা নির্ভরশীল। ভারতে বাংলাদেশি পণ্য প্রবাহের তুলনায় ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশে প্রবাহিত হয় অনেক বেশি, যার ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প উৎপাদন এবং উৎপাদন খাতে ভারতীয় পণ্য নিম্নমানের মূল্য নিয়ে প্রবাহিত হয়, যা স্থানীয় শিল্পকে দুর্বল করে দেয়।

৩. শ্রমিক সমস্যা এবং শ্রমিক শোষণ

ভারত বাংলাদেশের বহু শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করে, বিশেষত ভারতে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং কৃষি খাতে। যদিও এই শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছে, তবে তাদের জীবনমান অত্যন্ত নিম্নমানের। তারা নূনতম মজুরি, সুরক্ষিত পরিবেশ এবং মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশের শ্রমিকরা ভারতে কম মজুরিতে কাজ করার জন্য ভারতের চাহিদা পূরণ করছে, তবে তাদের কোন সামাজিক নিরাপত্তা নেই।

৪. সীমান্ত সমস্যা

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়ে থাকে। অবৈধ অনুপ্রবেশ, সীমান্তে চোরাচালান ও সংঘর্ষের কারণে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে বর্ডার গার্ডদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালায়, যার ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষ প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে।

৫. রাজনৈতিক প্রভাব

ভারত বাংলাদেশে তার রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করছে, বিশেষ করে ভারতের সরকার বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে থাকে। ভারতের বিভিন্ন কার্যক্রম বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, যেমন ভারতের সমর্থন বা পছন্দ অনুযায়ী বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর প্রভাব প্রয়োগ করা।

৬. ব্যবসা ও বাণিজ্য চুক্তি

ভারত বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি করে থাকে, তবে এসব চুক্তি বাংলাদেশি পক্ষের তুলনায় ভারতের পক্ষে অধিক লাভজনক হয়ে থাকে। ভারতের সাথে অনেক সময় অসম বাণিজ্য চুক্তি হয়, যা বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারতে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৭. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং কূটনৈতিক প্রভাব

ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে ভারতের কূটনৈতিক প্রভাব বাংলাদেশের ওপর বিরাট। ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ নানা সময় তার নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেয়। বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাশ্মীর সংকটের মতো বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণে ভারতের প্রভাব পড়ছে।

ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক এতটুকু সহজ নয়, যেখানে একদিকে দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে, অন্যদিকে ভারতের নানা কার্যক্রম বাংলাদেশকে শোষণ এবং দুর্বল করে তুলছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিবাদ এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে আরও শক্তিশালী কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী আমাদের শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান আমাদের কি কি ক্ষতি সাধন করেছে, আমাদের আভ্যন্তরীণ ভূ-রাজনীতিতে কতটা হস্তক্ষেপ করেছে, তার হিসাব কষতে হবে ভবিষ্যৎ নতুন প্রজন্মকে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কলামিষ্ট

সপ্তাহে চার দিন কাজ শরীর ও মনের জন্য ভালো, কিন্তু আমরা তা করছি না কেন?

বাংলাদেশ ডেস্ক : টানা পাঁচ দিন কাজ করো, তারপর দুই দিন ছুটি কাটাও, এরপর আবার পরের সপ্তাহের জন্য প্রস্তুতি নাও। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন না হতো, তাহলে কেমন হতো? ন্যাচার হিউম্যান বিহেভিয়ার জার্নালে প্রকাশিত বড় এক গবেষণায় দেখা গেছে, চার দিনের কর্মসপ্তাহ মানুষের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। বস্টন কলেজের গবেষকরা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আয়ারল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের ১৪১টি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছ থেকে চারটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। সেগুলো হলো ক্লান্তি, কাজের সন্তুষ্টি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য। ট্রায়ালের বিষয়ে প্রধান গবেষক ওয়েন ফ্যান বিবিসিকে বলেন, "আমরা দেখেছি, কর্মীদের সুস্থতা বেড়েছে। কোম্পানিগুলোও উৎপাদনশীলতা ও আয়ের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখেছে। তাই, ট্রায়াল শেষ হওয়ার পর ৯০ শতাংশ কোম্পানি চার দিনের কর্মসপ্তাহ চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" গবেষণায় আরও বলা হয়েছে যে কর্মসপ্তাহ ছোট থাকাটা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এটি কাজ-জীবনের ভারসাম্য উন্নত করে এবং জীবনের

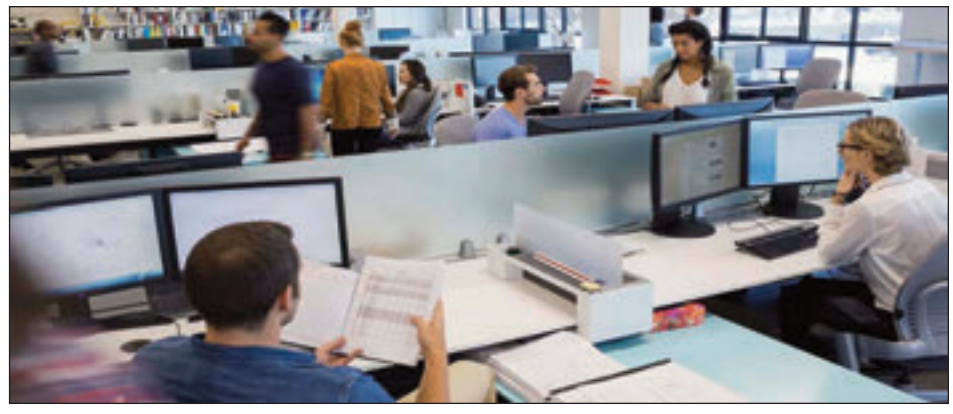

প্রতি সন্তুষ্টি বাড়ায়। এর আগে এক গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা মস্তিষ্কের গঠনেও প্রভাব ফেলতে পারে। ছোট কর্মসপ্তাহ শরীরের জন্য এত ভালো, তা জানার পরও এটি বাস্তবায়নে বাধা কোথায় তাহলে?

অতিরিক্ত কাজের সংস্কৃতি : চীন '৯৯৬' ওয়ার্ক কালচার বা কাজের সংস্কৃতির জন্য সুপরিচিত। এর মানে হলো সেখানকার মানুষ সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করেএবং সপ্তাহে ছয় দিনই এভাবে কাজ চলে। ভারতের প্রযুক্তি ও আর্থিক খাতের অনেক কর্মীকে বৈশ্বিক চাহিদা মেটাতে দীর্ঘ ও অস্বাভাবিক সময়ে কাজ করতে হয়। "চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশে দীর্ঘ সময় কাজ করাকে গৌরবের ব্যাপার হিসেবে দেখা হয়," বলেন প্রফেসর ফ্যান। জাপানের মানুষ তো কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই এতটাই বেশি কাজ করে যে অতিরিক্ত কাজের কারণে মৃত্যুর জন্য সে দেশে আলাদা একটি শব্দ আছে, কারোশি। জাপানের শ্রমবাজার ও কাজের সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ হিরোশি ওনো বলেন, "জাপানে কাজ শুধু কাজ নয়, এটা যেন সামাজিক রীতি। কোনো কাজ না থাকলেও মানুষ সময়ের আগেই *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ত্বকের যত্নে ম্যাজিকের মতো কাজ করে যে ৫ ফল

বাংলাদেশ ডেস্ক : ত্বকের যত্ন বললেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে দামি ক্রিম, ফেস প্যাক বা পার্লারের ট্রিটমেন্ট। কিন্তু জানেন কি, প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে উজ্জ্বল ত্বকের গোপন রহস্য? আমাদের আশপাশের অনেক সাধারণ ফল আছে যেগুলো প্রতিদিন খেলে ত্বক ভেতর থেকে সুস্থ, কোমল ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে সহজেই পাওয়া যায় এমন কিছু ফল রয়েছে যেগুলো ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে দারুণ উপকারী। আসুন জেনে নিই এমন ৫টি ফল সম্পর্কে যেগুলো নিয়মিত খেলে বা ত্বকে ব্যবহার করলে আপনি পেতে পারেন প্রাকৃতিকভাবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক।

১. কলা : প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার

কলা শুধু পেট ভরানোর জন্যই নয়, ত্বকের জন্যও খুব উপকারী। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, বি-৬, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও বায়োটিন। এই উপাদানগুলো ত্বকের নমনীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের বার্ধক্য রোধ করে।

ঘরোয়া টিপস : একটি পাকা কলা চটকে তার সঙ্গে মধু বা দই মিশিয়ে মুখে লাগালে ত্বক হয় নরম ও হাইড্রেটেড। তবে মনে রাখবেন ত্বকে মাখার চেয়ে খেলে উপকার বেশি।

২. কমলা : উজ্জ্বল ত্বকের জন্য সাইট্রাস ফল

কমলা ত্বকের জন্য একটি চমৎকার ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা ত্বকে কোলাজেন তৈরি করতে সাহায্য করে এবং বলিরেখা কমায়। কমলাতে আরও থাকে বিটা ক্যারোটিন, ফলিক অ্যাসিড, লৌহ, ফ্ল্যাভোনয়েড ও নানা প্রাকৃতিক পুষ্টি উপাদান।

কমলার খোসা শুকিয়ে গুঁড়া করে ব্যবহার করলে ত্বকের মৃত কোষ দূর হয়, দাগ-ছোপ হালকা হয় এবং ত্বক উজ্জ্বল দেখায়।

মজার তথ্য : প্রতিদিন একটি কমলা খেলেই আপনার দৈনিক ভিটামিন সি-এর প্রয়োজন মিটে যেতে পারে।

৩. টমেটো : বয়স রোধে সহায়ক ফল

টমেটোতে আছে ভিটামিন এ, সি ও কে। এটি ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমায়, রোদে পোড়া দাগ হালকা করে এবং রোমছিদ্র ছোট করতে সাহায্য করে। টমেটোতে থাকা 'লাইকোপেন' নামের উপাদান সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে।

টিপস : একটি টমেটো কেটে সরাসরি মুখে ঘষে নিনড়এটি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াবে ও ত্বককে ঠান্ডা রাখবে।

৪. পেঁপে : ত্বককে মসৃণ ও কোমল করে

পেঁপে একটি পুষ্টিকর ফল যা ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। এতে আছে ক্যারোটিন, ভিটামিন সি ও বি কমপ্লেক্স। এটি ত্বককে হাইড্রেট করে রাখে এবং মসৃণ করে তোলে। পেঁপেতে থাকা 'পাপেইন' নামের এনজাইম ত্বকের মৃত কোষ তুলে ফেলতে সাহায্য করে।

সৌন্দর্য টিপস : পাকা পেঁপে চটকে মুখে লাগিয়ে রাখলে দাগ কমে এবং ত্বক উজ্জ্বল ও তরুণ দেখায়।

৫. আপেল: সর্বাঙ্গীণ রূপচর্চার ফল

আপেলে রয়েছে ভিটামিন সি, যা কোলাজেন তৈরি করে ত্বক টানটান রাখে। এতে থাকা ভিটামিন এ ও কপার ত্বকের দাগ দূর করতে ও ত্বকের রং উন্নত করতে সহায়তা করে। আপেল দেহের ভেতরের বিষাক্ত উপাদান বের করে দেয়, ফলে ত্বক আরও পরিষ্কার ও মসৃণ হয়।

অতিরিক্ত উপকার : আপেল খেলে শুধু ত্বক নয়, চুলও ঘন ও সুন্দর হয়, এমনকি খুশকি কমাতেও সাহায্য করে।

ত্বকের যত্ন নিতে শুধু বাইরের যত্ন নয়, ভেতর থেকেও পুষ্টি দেওয়া দরকার। এই পাঁচটি দেশীয় ফল নিয়মিত খাওয়ার পাশাপাশি চাইলে ঘরোয়া ফেসপ্যাক হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন। এতে ত্বক হবে সুস্থ, কোমল ও উজ্জ্বলড়একদম প্রাকৃতিকভাবে, কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই। পরেরবার যখন বাজারে যাবেন-শুধু প্রসাধনী নয়, ফলের দিকেও একটু নজর দিন। প্রকৃতির এই উপহারগুলো আপনার ত্বকের জন্য হতে পারে সেরা উপকারী বন্ধু।

কীভাবে ডিম খেলে মিলবে সবচেয়ে বেশি আমিষ?

বাংলাদেশ ডেস্ক : সকালের নাশতায় একটা ডিম থাকার অর্থই হলো, ভরপুর পুষ্টি নিয়ে দিনটা শুরু করা। অন্যান্য প্রাণিজ আমিষের চেয়ে ডিমের দাম তুলনামূলক কম। আমিষ ছাড়াও ডিমে মেলে দেহের প্রয়োজনীয় বহু পুষ্টি উপাদান। প্রাণিজ উৎস হওয়ায় ডিমের আমিষে মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের সবই পাওয়া যায়। ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায় ডিমের যেকোনো পদ। চাইলে বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মিশিয়েও রান্না করা যায় ডিম। ডিমের এত রকম পদের মধ্যে পুষ্টিগুণে কোনটি সেরা, তা নিয়ে স্বাস্থ্যবিদরা নানা কথা বলে থাকেন। পুষ্টিবিদদের মতে, তাপ দিলে আমিষের গড়ন কিছুটা বদলাতে থাকে। আমিষের স্বাভাবিক নমনীয় ভাবটা থাকে না। কিন্তু শক্ত হয়ে যাওয়া আমিষ ভালোভাবে দেহে শোষিত হয় না। তিন-চার মিনিট বা সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে যায়, ডিমের এমন পদ সবচেয়ে ভালো। কারণ, তাতে পুষ্টিগুণ থাকে অটুট।

সেদ্ধ ডিম : সেদ্ধ ডিমে পুষ্টিগুণ বজায় থাকে ঠিকঠাক। সেদ্ধ ডিম থেকে আমাদের দেহে ডিমের সব পুষ্টিগুণ সহজেই শোষিত হয়। সহজপাচ্য এই পদ সব বয়সী মানুষের উপযোগী। এতে তেলের ব্যবহার নেই, তাই নেই বাড়তি ক্যালরি গ্রহণের ঝুঁকিও। তাই নিঃসন্দেহেই সেদ্ধ ডিম দারুণ এক পদ।

পানি পোচ : পানি পোচে ডিমের সাদা অংশটা বেশ নরম থাকে। এই পদ থেকেও ডিমের পুষ্টি উপাদানগুলো আপনি পাবেন ঠিকঠাক। এখানেও তেলের ব্যবহার নেই। তাই নেই বাড়তি ক্যালরির ভয়ও।

তেলে ভাজা পোচ : তেল দিয়ে ডিম পোচ করা হলে তা থেকেও আপনি ডিমের পুষ্টিগুণ পাবেন বেশ। তবে এতে ডিমের সাদা অংশ একটু শক্ত হয়ে যায়, তাই সামান্য কমে আসে আমিষের মান। খেয়াল রাখতে হবে, পদটি তৈরি করতে গিয়ে যদি বেশি মুচমুচে হয়ে যায় বা খুব শক্ত হয়ে যায় কিংবা বাদামি হয়ে যায়, তাহলে ডিমের আমিষের গঠন বেশ অনেকটাই বদলে যায়। এ ছাড়া এই পদে ডিমের সঙ্গে যুক্ত হয় খানিকটা তেল। তবে আপনি যদি সারা দিনে অন্যান্য খাবারের সঙ্গে খুব বেশি পরিমাণ তেল না খান, তাহলে এই সামান্য তেলের জন্য আপনার তেমন কোনো ক্ষতি হবে না।

অমলেট : ডিমের অমলেট থেকে যে আমিষ পাওয়া যায়, তা-ও একেবারে মন্দ না। তবে সেদ্ধ বা পোচ ডিমের চেয়ে আমিষের মান কিছুটা কমে যায়। কারণ, বেশ কিছুটা সময় চুলায় রেখে করতে হয় এই পদ। ডিমের যেকোনো পদ তৈরির ক্ষেত্রে খেয়াল রাখুন, যেন তা উচ্চ তাপে তৈরি করা না হয় এবং অধিক সময় চুলায় রাখা না হয়। যেকোনো পদেই তেল ব্যবহার করুন না কেন, চেষ্টা করুন একবার ব্যবহৃত তেল পুনরায় ব্যবহার না করতে। চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদ কোনো নির্দিষ্ট কারণে ডিমের কুসুম খাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ না দিয়ে থাকলে অবশ্যই কুসুমসহ ডিম খাবেন। নইলে ডিমের আমিষ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের পুরোটা পাবেন না।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

সে এখন কেমন আছে?

কাজী হারুণ

(জীবন গল্প)

হঠাৎ বাঁচাও বাঁচাও শব্দে ভয়ার্ত ঢেউয়ের গর্জনের ওপারে তাকালাম ! দু'জন দু'জনকে ধরে সজোরে চিৎকার করছে, বাঁচাও! বাঁচাও! এতো এতো ঢেউয়ের গর্জনের মাঝে ওরা অনেকটা মাঝখানে চলে গেছে ! একবার ডুবে যাচ্ছে, আবার কিছুটা দেখা যাচ্ছে ! বুঝতে বাকি রইল না ওদের সত্যিই সাহায্যের প্রয়োজন, যদিও প্রথমে ভেবেছিলাম অন্যদের মতো তারাও দুস্টুমি করছে! আমরা ৮ / ১০জন অদূরেই পানিতে ভলিবল খেলছিলাম। কেউ মাঝ সাগরে যাওয়ার মতো সাঁতার জানেনা বলে জানালো ! মুহূর্ত দেরি না করে হাতে থাকা ভলিবল নিয়েই আমি মাঝ সমুদ্রের দিকে রওনা দিলাম। সহকর্মীরা আমাকে বারবার বাধা দিচ্ছে ওরা এখন অনেক মাঝখানে চলে গেছে আপনি যাবেন না প্লিজ ! ওদেরকে আপনি উদ্ধার করতে পারবেন না !

আমি কোন কথাই শুনলাম না ! নিজের জীবন বাজি রেখে চলে গেলাম ওদের কাছাকাছি ততক্ষণে ওরা অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে ! একজন আরেকজনের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আমি এক হাতে বল অন্য হাতে একজনকে ধরে কিনারের দিকে রওনা করলাম। যত দ্রুত সম্ভব ওকে কিনারে সহকর্মীদের হাতে তুলে দিলাম। উপস্থিত সকলের নানামুখী চেষ্টা চলতে থাকে ! ছেলেটাকে পেটের পানি বের করে বাঁচানোর মরণপণ চেষ্টা! আমি নিজেই অনেক দুর্বল অনুভব করছি এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে গিয়ে। ইতিমধ্যে সেখানে প্রচুর মানুষের সমাগম হলো। চারপাশে চিৎকার চেঁচামেচি শোরগোল শুরু হলো। উপস্থিত লোকজন ও সহকর্মীদের বলেছিলাম থানায় ফোন করার জন্য। আমি আবারো সাগরের দিকে রওনা করলাম। কক্সবাজারের উত্তাল জলরাশি যদি কখনো একজনকে চেপে ধরে তাহলে আর রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সব কিছুই অতি দ্রুত করেছিলাম আমি ! কোন লাইফ বোর্ড নেই, লাইফ জ্যাকেট নেই, আমি ছিলাম অতি সাধারণ ড্রেসে গেঞ্জি হাফপেন্ট পরা। আমরা ক'জন মাঝ সাগরে খুঁজতে থাকলাম, আর কাউকেই পেলাম না! তার মানে আরেকজনকে সমুদ্রের নোনা জলের গর্জন খেয়ে ফেলেছে !?

খবর দ্রুত ছড়িয়ে গেলো দোকান এলাকায়। কক্সবাজারের দোকান মালিকরা অনেকেই আমাদেরকে চিনতেন। সকলেই ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রকমের টায়ার টিউব যার যা কিছু আছে তা নিয়ে হাজির হলেন। আমি আবারো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে পানিতে নামলাম। এবার একটু ভরসা পেলাম আমার সাথে একটি টিউব রয়েছে। এর আগে নিজের ভলিবল নিয়ে জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তারপরও কক্সবাজারের ভয়ার্ত ঢেউয়ের অগ্নি মূর্তির মধ্যে কাউকে উদ্ধার করার চিন্তা করা সত্যিই ভয়ানক অভিজ্ঞতা ছিল ! আমি অন্যদেরকে নিয়ে আরও প্রায় তিন ঘন্টা খোঁজাখুঁজি করলাম ! ইতিমধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা বৃষ্টির মাঝে খুঁজতে থাকলাম কিন্তু দুই বন্ধুর আরেকজনকে খুঁজে পেলাম না! ইতিমধ্যে পুলিশ সদস্যরা আসলেন সাথে সম্ভবত লাইফগার্ডের দু'জন সদস্য। যাঁকে উদ্ধার করলাম তাকে বাঁচানোর প্রানপন চেষ্টা চলছে । অন্যজনকে সকলে মিলে খুঁজতে খুঁজতে রাতের অন্ধকার ! আমরা অন্যজনকে পেলামনা !

সরকারি চাকরি করার সুবাদে বিকেল বেলা প্রতিদিনই কক্সবাজারের বীচে হাঁটাচলা সহ ভলিবল খেলা হতো নিয়মিত। আমরা ভলিবল খেলতাম কক্সবাজার বীচের পানির মধ্যে। সেই ভলিবল নিয়েই আমি উদ্ধার করেছিলাম একজনকে ! দ্রুত ডাক্তার ডেকে পানি বের করার চেষ্টা করা হলো! পুলিশ সদস্যরাই সম্ভবত ডাক্তার ডেকেছিলেন অথবা উপস্থিত কেউ। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর সে বেঁচে গেল, আলহামদুলিল্লাহ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটি জানানোর পর তারা আমার উপর খড়কহস্ত হলেন এজন্য যে, ওই ছেলেটিকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমার যদি কিছু হয়ে যেত তখন কি হতো ! আমি জবাব দিয়েছিলাম আমার তখন বিবেক এবং আবেগ দুটোই একসাথে কাজ করছিল! আবার কিছুই করার ছিল না ! মানুষ হিসেবে মৃত্যুপথ যাত্রীর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করা ছিল আমার দায়িত্ব। আমি সকল উপস্থিতি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সহ সকলকে অনুরোধ করেছিলাম যাতে করে আমার নামটি প্রচার না করা হয় কারণ, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চান না আমার নামটি প্রকাশ হোক এই কাজে। থানার হেফাজতে ছেলেটিকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি ও আমরা চলে গেলাম।

অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে পরের দিন দু'একটি পত্রিকায় খবর এলো কক্সবাজারে পানিতে ডুবে মারা গেলেন এক পর্যটক ! একজনকে উদ্ধার করেছিলেন আরেক পর্যটক ! আমি সেই পর্যটক যে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সেই জায়গার মেহমান ছিলাম। পরের দিন এবং তার পরের দিন পত্রিকায় সহ বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারি এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের বাসিন্দা দুই বন্ধু বেড়াতে এসেছিলেন কক্সবাজারে। এক বন্ধু লাশ হয়েছিল আর এক বন্ধুকে উদ্ধার করতে পেরেছিলাম আমি অধম কাজী হারুন।

ঠিক তিনদিন পর পত্রিকায় আবারও খবর এলো দুই বন্ধুর নিখোঁজ জনের লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে কুতুবদিয়া চ্যানেলে! গত ২৩ বছরে শত শত বার এই ঘটনা আমাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে ! পানি দেখলেই আমার সেটি মনে হয় ! সমুদ্র, নদী, পানির স্রোত দেখলেই আমার মনে হয় সেই ভয়াল স্মৃতি ! সেই দুঃসহ দিনে আরেকজনকে বাঁচাতে না পারার বেদনার কথা ! হায়রে জীবন, হায়রে মানুষ যাকে উদ্ধার করেছিলাম তার সাথে আমার আর কোনদিন দেখা হয়নি, পরিচয়টাও আমার হয়নি! এখনো এই ভেবে আমি শিহরিত হই যে, কক্সবাজারের সেই ভয়ানক সময়ে মৃত্যু পথযাত্রী একজনকে বাঁচিয়ে দিতে পেরেছিলাম ! জীবনে আর কিছু পারি আর না পারি একজন মানুষকে তো মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম আমি।

এরপর দুই যুগ কেটে গেছে ! আমার আর কক্সবাজার যাওয়া হয়নি! আরেকবার কক্সবাজার যেতে ইচ্ছে করছে ঠিক যেখানটাতে ছেলেটি পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল ! যাকে আমি উদ্ধার করতে পারিনি, তার জন্য এখনো আমি কাঁদি ! কক্সবাজারের জলে সেই ছেলেটির জন্য আমার চোখের নোনা জল অঝোরে মিশেছে পরবর্তী কয়েকদিন ! সেই ট্রমা আমি আজও ভুলতে পারিনি! আজন্ম ভুলতে পারবো না ! আচ্ছা যে ছেলেটিকে আমি উদ্ধার করতে পেরেছিলাম সে কি এখনো বেঁচে আছে? যার জীবনটি আমি বাঁচাতে পেরেছিলাম তার সাথে কি আমার কখনো দেখা হবে ? যার জীবনটা রক্ষা করতে পেরেছিলাম তার নামটা কি আমি জানতে পারবো? যার জীবনটা বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলেছিলাম তার সাথে কি আমার একবার দেখা হতে পারে ? আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ সেই ছেলেটিকে আমি একবার দেখতে চাই। তার সাথে একবার কথা বলতে চাই, শুধু এটা জানার জন্য যে, মৃত্যু পথযাত্রী হিসেবে বেঁচে গিয়ে তার কেমন লেগেছিল? তার বন্ধুকে হারিয়ে সে এখন কেমন আছে ? শুধু একবার যদি সম্ভব হয় তার সাথে দেখা করার ! বড় সাধ আমার তার সাথে দেখা করা। তাকে আরেকবার বুকে টেনে নেয়ার।

মর্মর পাথরের মতো

মুস্তফা হাবীব

কবি যেসব কথায় কবিতার শরীর নির্মাণ করে
তা একক নিজের কথা নয়
কবি সমগ্র মানুষের শাশ্বত প্রতিনিধি,
কবি যে চোখে পৃথিবীর সৌন্দর্য অবলোকন করে
সেই চোখে কবি মানুষের অন্তর্গত দুঃখজ্বালা দ্যাখে
আনন্দ ও সুখের উচ্ছ্বাস দ্যাখে আপন মহিমায়।
কবি নদীতে চোখ রেখে দ্যাখে মাছেদের খেলা
সবার অলখে সাঁতার কাটে জলে দিবস নিশিতে,
কবি একজন সাচ্চা ডুবুরির মতো
সমুদ্রের তলদেশ থেকে তুলে আনে মুক্তা মণিহার।
কবি তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো
আকাশ পানে চেয়ে খুঁজে ফেরে মেঘজল,
আবার পূর্ণিমার আলোয়ে স্নানরত প্রিয়ার রূপ দেখে
নিজেই হয়ে ওঠে কালের প্রেমিক, মহানায়ক।
কবি যখন ঝরাপাতার পাণ্ডুর অবয়ব দেখে প্রস্তুত
আকাশের ওপাড়ে আর একটি আকাশ দেখার জন্য
সবকথা রেখে যায় আজ এবং আগামী জন্য।
কবি ও কবিতার কথা কখনও হারায়না জনারণ্য থেকে
মর্মর পাথরের মতো অনন্য উজ্জ্বল হয়ে ভাসে
পৃথিবীর বাতাসে, স্বপ্নীল মানুষের চোখের তারায় তারায়।

বিয়ে খাওয়া

মোঃ মোশাররফ হোসেন

আমাদের সেই গল্প চাচা
গোলাপদী যার নাম,
গল্প শুনে গাঁয়ের লোকের
ছুটতো খুশির ঘাম।
গল্পে গরু উঠতো গাছে
উড়তো হাওয়ায় মাগুর মাছে।
থোকায় থোকায় লাউয়ের গাছে
ধরতো কালোজাম,
পিপড়েগুলোর জ্বরের সাথে
উঠতো গায়ে হাম।
গোলাপ চাচার এ গল্পটা
এক্কেবারেই খাঁটি,
বিয়ে খেতে গেলেন সেবার
সাকিন সাধুহাঁটি।
পাগড়ী বেঁধে টাকলা মাথায়,
সুরমা এঁকে চোখের পাতায়
গায় জড়ালেন কাশ্মিরী শাল
ভীষন পরিপাটি,
হাতে নিলেন ঘাড় বাঁকানো
কোকড়া বাঁশের লাঠি।
যাবার আগে পাঞ্জাবীতে
আতর নিলেন মেখে,
চশমা পরে লক্ষী ট্যারা
দু'চোখ দিলেন ঢেকে।
মুখে দিয়ে পান সুপারী
রওনা হলেন বিয়ের বাড়ি
মেঠো পথে মোদের চাচা
চললো এঁকেবেঁকে,
তিনি যে সেই গোলাপ চাচা
যায়না চেনা দেখে!
বিয়ে খেয়ে যখন তিনি
এলেন বাড়ী ফিরে,
নারী পুরুষ সবাই এসে
ধরলো তাকে ঘিরে।
চাচা নাকি বিয়েয় গেলেন,
কি দিলেন আর কি দান পেলেন?
লাগলো কেমন আর কি খেলেন
পোলাও নাকি চিড়ে?
বলুন দেখি বিয়ের খবর
একটু ধীরে ধীরে।
চাচার জবাব, সেই যে বিয়েয়
লাগলো মারামারি,
প্রাণটা হাতে ভোঁ দৌড় দিলাম
ভীষণ তাড়াতাড়ি।
পিছলে পথে আছাড় খেলাম
পাওয়ার মধ্যে ব্যাথাই পেলাম।
তার পরেতো একটু আগেই
ফিরে এলাম বাড়ি,
বিয়ে হলেই সব খানে আর
দেয় কি রসের হাঁড়ি?

ধ্রুব

মৌসুমী পুলেন

সওদাগর ওপারে রেখে আসে কড়ি
এপারে কিন্নরী,রাজ কন্যার
ঘোড়ার খুঁড়ের ধুলোয় ধূসরিত হয়
হাভাতে মানুষের আবাসন,
হাতের কঙ্কন এর ছাপ বিদ্ধ করে বণিকের বুক,
কফির কাপে নিমজ্জিত হয় সূর্য,
কোথাও যেন থেমে থাকে বিবসনা সায়াহ্নের মহাকাল।
অর্বাচীন যুবক নাগাল পায়না স্রোতস্বিনীর হিরন্ময় দিন
খসে পরে জুতোর শুকতলা থেকে ফিলিস্তিনি শিশুদের স্বপ্ন
নিষ্পেষিত হয় বিবর্তনের কিরিচে,
তার অশ্রুতে ছায়া পড়ে রুগ্ন শিশুকোলে
এক মা যেন অপেক্ষা করছে অন্তিমের
মানবতার যখন মৃত্যু হয় তখন
পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকে
কেবল যান্ত্রিক রোবটগুলো,
আর আমরা সেগুলোর পরিচর্যায় আত্মাকে কুলষিত করি।

তোমার মেসেজ

রিতা ফারিয়া রিচি

হোয়াটসঅ্যাপে তোমার মেসেজ
খুঁজতে গিয়ে অবাক চোখে
কান্না এলো ঝর ঝরিয়ে
ভাসতে থাকি কঠিন
শোকে।
বদলে গিয়ে বেশ করেছো
হয় না কথা হেডফোনে আর
আদর মাখা পরশ তোমার
তাও জানি না জুটছে কাহার!
ঘুমের ভেতর কার বাহুডোর
নিত্য তোমায় নিচ্ছে ডেকে
কোন স্বপনে বিভোর থেকে
মুখটা মনে যাচ্ছো এঁকে!
এক জীবনের সব হতাশা
হোয়াটসঅ্যাপ আর মেসেঞ্জারে
স্মৃতির বালিশ আঁকড়ে কাঁদি
দুঃখ ব্যথার করুন ভারে।
মাস ফুরিয়ে বছর গেলো
মুখটা তোমার হয় না দেখা
একটা খবর নাওনি আজো
কেমনে আমি আছি একা!
এই জীবনে তোমায় ডেকে
অভিমানই করছি গাঢ়ো,
রইল তবু দরজা খোলা
পড়লে মনে আসতে পারো।

আপনাকে দেখিনা

সাজ্জাদুর রহমান

আপনাকে আগের মতো দেখিনা
আপনাকে অনেকদিন হয় দেখিনা
বইয়ের পাতায় সরস্বতীর ফুল আঁকা অক্ষর
সাবান মেখে ধুয়ে ফেলি
জলের ওপর পিকাসোর আদিম রংতুলি
রেখা টানে কদম্ববনের ভেতর দিয়ে
দপ করে জ্বলে ওঠে দুখিনী মায়ের কান্না
রুগ্ন শরীরে তার বেদনার মহাপ্লাবন
সরীসৃপের মতো পাক খায়
আপনাকে দেখিনা !
চোখ খুললেই কড়া নাড়ে চড়া দামী ছদ্মনাম
বাঁশীর প্রতিটি ছিদ্র আলাদা আলাদা নামে ডাকে
সর্পিল সেইপথে ভার্জিনিয়া থেকে ভিক্টোরিয়া
আটলান্টিক থেকে সুমেরীয় সরোবর
অদৃশ্য হাত ধরে পার হই দামোদর
আপনাকে দেখিনা।
অনেকদিন হয় দেখিনা আপনাকে !

ঘর পালানো মন

মজনু মিয়া

আমার ভীষণ ইচ্ছে করে
ছুটি দূরের পথে,
উঠি গিয়ে দৌড়ে আগে
চলন্ত ওই রথে।
পাখির পিছে ঘুরতে ঘুরতে
আবার ফিরি ঘরে,
বকবে যে মা ভীষণ রকম
যাই না দূরে ডরে।
পালাই বেড়াই আপন মনে
ঘর ছেড়ে বন বাদার,
আলো থাকতেই ঘরে ফিরি
না যেন হয় আঁধার।
মনকে যত আঁটকে রাখি
মন ঘুরে দূর দূরে,
ঘর পালানো মনটা আমার
ইচ্ছের পিছে ঘুরে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ইতিহাসগড়া বাংলাদেশ ও অধিনায়ক আফিদার প্রশংসায় 'দ্য গার্ডিয়ান'

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রথমবারের মতো মেয়েদের এশিয়ান কাপ ফুটবল খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এমনকি বয়সভিত্তিক (অনূর্ধ্ব-২০) এশিয়ান কাপের মূল প্রতিযোগিতায়ও লাল-সবুজের মেয়েরা এবারই প্রথম উত্তীর্ণ হয়েছে। বাছাইয়ে শতভাগ জয়ের পর আফিদা খন্দকার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় দল ফিফার র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছে ২৪ ধাপ। বর্তমানে তাদের অবস্থান ১০৪। যা বাংলাদেশের ফুটবলে ইতিহাসগড়া উন্নতি। বাংলাদেশ ফুটবলের ঐতিহাসিক এই সাফল্য ও অর্জনের প্রশংসা করেছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম 'দ্য গার্ডিয়ান'। বাংলাদেশের অধিনায়ক আফিদা খন্দকার অবশ্য এই সাফল্যে দেশের সব মেয়েকে অংশীদার করতে চান। তিনি সংবাদমাধ্যমটিকে বলেন, 'এই সাফল্য শুধু আমাদের নয়। বাংলাদেশের প্রতিটি মেয়ের, যারা স্বপ্ন দেখতে সাহস করে। এটি প্রমাণ করে বিশ্বাস, কঠোর পরিশ্রম এবং ঐক্যের মাধ্যমে কী অর্জন করা যায়। তবে আমরা এখানেই থামব না। আগামী কয়েক মাসের প্রস্তুতি কঠিন হবে, আমরা সেই চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।' আফিদার বাবাও ছিলেন ফুটবলার, খেলেছেন সাতক্ষীরা জেলা পর্যায়ে। কিন্তু পরিবারের হাল ধরতে তাকে ফুটবল ছেড়ে জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি দিতে হয়েছিল। পরে দেশে ফিরে তিনি একটি ছোট ব্যবসা শুরু করেন, পাশাপাশি স্থানীয় শিশুদের জন্য গড়ে তোলেন একটি অপেশাদার ফুটবল একাডেমি। যেখানে প্রথম শিক্ষার্থী ছিলেন তার দুই মেয়ে আফিদা খন্দকার ও তার বড় বোন আফরা। যদিও আফরা বিকেএসপি হয়ে পেশাদার বক্সিংয়ে ক্যারিয়ার গড়েছেন।

বাবার কাছ থেকে ফুটবলের হাতেখড়ি পাওয়া আফিদা স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'আমার ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে মেয়েরাও ছেলেদের মতো ভালো ফুটবল খেলতে পারে, বরং আরও ভালো। যে কারণে আমাদের তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়েছেন। বাড়িতে তিনি আমাদের বাবা, আর খেলার মাঠে তিনি কড়া কোচ এবং কখনোই ছুটি দিতেন না।' সেই পরিশ্রমের সুফল পেয়েছেন আফিদা ও আফরা। মাত্র ১১ বছর বয়সেই আফিদা বাফুফের ট্রেনিং ক্যাম্পে ডাক পান। পরিবারের এমন সমর্থন যেকোনো নারীর জন্য প্রেরণার বলে মনে করেন আফিদা, 'আমরা আসলেই অনেক সৌভাগ্যবান যে বাবা-মায়ের সমর্থন পেয়েছি এবং আমাদের সাফল্য দ্বিধাহীনভাবে অন্য মেয়েদের উৎসাহিত করবে। আমরা অনেক পরিশ্রম করেছি সত্যি, তবে পরিপূর্ণ সমর্থন না পেলে এতটুকু আসা সম্ভব হতো না।' এভাবে ফুটবলবিশ্বকে বাংলাদেশ তাদের সত্যিকারের সামর্থ্য দেখাতে পারবে বলেও বিশ্বাস ১৮ বছর বয়সী এই অধিনায়কের, 'আমি চাই সাম্প্রতিক সময়ে মেয়েদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সঠিক স্বীকৃতি পাক। তবে এটা কেবল শুরু। বাংলাদেশ আরও কী করতে পারে, তা আমরা বিশ্বকে দেখাতে চাই।' আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় হতে যাওয়া এশিয়া কাপে অংশ নেবে বাংলাদেশের মেয়েরা। সেই টুর্নামেন্ট তো বটেই, আরও বড় স্বপ্নের বসবাস ১৮ বছর বয়সী আফিদার চোখে, 'পরিবারের সঙ্গে টিভিতে ২০২২ বিশ্বকাপ দেখার সময় ইচ্ছা জেগেছিল "যদি আমি সেখানে থাকতে পারতাম।" তখন অসম্ভব মনে হয়েছিল। কিন্তু বিশাল সেই স্টেডিয়ামে (চলতি বছরের শুরুতে রাষ্ট্রীয় সফরে) আমার নীরবে দাঁড়ানোর সুযোগ হয়েছে। অবাক হয়ে ভাবছিলাম- আমার আরও কোনো স্বপ্ন হয়তো এভাবে নাগালের দ্বারপ্রান্তে আছে!'

অস্ট্রেলিয়ায় ২২ রানে জিতল বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়া সফরে ২২ রানে জিতল বাংলাদেশ এ দল। টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে জয়ে ফেরে বাংলাদেশ। সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচের দুটিতে হেরে আসর থেকে বিদায়ের শঙ্কায় পড়ে যাওয়া বাংলাদেশ নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার নর্দান টেরিটোরি স্ট্রাইকের বিপক্ষে ২২ রানে জয় লাভ করে। মঙ্গলবার ডারউইনে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ এ দল। ৪০ বলে ৪১ রান করেছেন আফিফ হোসেন। এ ছাড়া নুরুল হাসান সোহানের ব্যাট থেকে এসেছে ২৩ বলে ৩৫ রান। জবাবে খেলতে নেমে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রানের বেশি করতে পারেনি নর্দান টেরিটোরি।

১৭৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রানের বেশি করতে পারেনি নর্দান টেরিটোরি। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই দলকে ব্রেকথ্রু এনে দেন হাসান মাহমুদ। এই ডানহাতি পেসার ৪ রান করা জেক ওয়েদারল্যান্ডকে ফিরিয়ে উদ্বোধনী জুটি বড় হতে দেননি। সুবিধা করতে পারেননি আরেক ওপেনার ডি আর্চি শট। অভিজ্ঞ এই ব্যাটারকে সোহানের ক্যাচ বানিয়ে ফিরিয়েছেন রিপন মন্ডল। এরপর স্যাম এল্ডারকেও দ্রুত আউট করে বোলিংয়ে দারুণ শুরু করে বাংলাদেশ। ২৪ রানে ৩ উইকেট হারানো নর্দান টেরিটোরিকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন কনর কেরল ও জর্ডান সিল্ক। দুজনেই মাঝের ওভারগুলোতে দারুণ ব্যাটিং করেছেন। তবে দুজনইন কাছাকাছি গিয়েও ফিফটি না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে সাজ ঘরে ফিরেছেন। সিল্ক-কনরের বিদায়ের পর আর কেউই তেমন একটা প্রতিরোধ গড়তে পারেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে আটলান্টা ফায়ার দলে যোগ দিচ্ছেন বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। ২০২৫ মৌসুমে আন্তর্জাতিক ওয়াইল্ডকার্ড খেলোয়াড় হিসেবে খেলবেন তিনি। আটলান্টা ফায়ার তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে সাকিবকে স্বাগত জানিয়েছে, যেখানে তাকে 'গেম চেঞ্জার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দলটির মতে, সাকিবের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও তারকাখ্যাতি তাদের লাইনআপকে আরও শক্তিশালী করবে। ব্যাট ও বল উভয় ক্ষেত্রেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা করছে দলটি। আগামী ২৮ আগস্ট থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে মাইনর লিগ ক্রিকেট। এটি মূলত মেজর লিগ ক্রিকেটের একটি প্রস্তুতিমূলক প্রতিযোগিতা, যেখানে আন্তর্জাতিক মানের অনেক ক্রিকেটার অংশ নিয়ে থাকেন। বর্তমানে সাকিব ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্সের হয়ে খেলছেন। গত বছরের আগস্টে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকে সাকিব জাতীয় দলের

এবার ক্লাব ফুটবলেও মেসির সঙ্গী হবেন মার্তিনেজ?

স্পোর্টস ডেস্ক : গেল মৌসুম শেষের আগেই পরিষ্কার হয়ে যায়, অ্যাস্টন ভিলা ছাড়তে চলেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। কিন্তু তার পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি। মাঝে কয়েকবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে নাম জড়ালেও তা বেশিদূর এগোয়নি। এবার শোনা যাচ্ছে, লিওনেল মেসির ইন্টার মিয়ামিতে পাড়ি জমাতে পারেন এই তারকা গোলকিপার। কানাডার ফুটবলভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 'ওয়েকিং দ্য রেড' এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, এরই মধ্যে এমি মার্তিনেজের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে মিয়ামি। জানা গেছে, সম্প্রতি মেসির দল ছেড়ে শার্লট এফসিতে যোগ দিয়েছেন মূল গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডার। এই দলবদল থেকে একটি বড় অংকের অর্থ পেয়েছে ক্লাবটি। সেই অর্থ দিয়েই মার্তিনেজকে দলে ভেড়ানোর কথা ভাবছে দক্ষিণ ফ্লোরিডার এই দল। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে আর্সেনাল থেকে অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দেওয়ার পর থেকেই মার্তিনেজ ক্লাবটির প্রথম পছন্দের গোলকিপার। তিনি নিজের পক্ষ থেকে ক্লাবকে একপ্রকার বিদায় বলে দিলেও ভিলা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, প্রত্যাশিত অর্থ না পেলে তারা মার্তিনেজকে কোনোভাবেই ছাড়বে না। মিয়ামি তাকে চড়া দামে দলে ভেড়ায় কিনা, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পরের বিপিএলেও ফিক্সিংয়ের ছায়া নজরদারিতে একাধিক ক্রিকোঁর

স্পোর্টস ডেস্ক : পরবর্তী বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) কবে শুরু হবে, সেটি এখনও অনিশ্চিত। ডিসেম্বরে আয়োজনের কথা থাকলেও তা পিছিয়ে আগামী বছরের মে মাসে হওয়ার আলোচনা চলছে। তবে আসর এগিয়ে আসুক বা পিছিয়ে যাক, জুয়ার জাল কিন্তু থেমে নেই। এরই মধ্যে বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়া তরুণ এক ফাস্ট বোলারকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে আসন্ন বিপিএলে "নির্দেশনা অনুযায়ী" খেলার জন্য। প্রস্তাব দেন ঢাকার ক্লাব ক্রিকেটে তাঁরই সাবেক এক সতীর্থ। প্রস্তাব পাওয়ার মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় বিষয়টি বিসিবিকে জানান ওই তরুণ ক্রিকেটার। পরে বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী বিভাগ (আকু) তদন্ত শুরু করে। অভিযুক্ত ক্রিকেটারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তিনি অভিযোগ সাফ অস্বীকার করেছেন বলে বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে। নতুন অভিযুক্তের সঙ্গে পুরনো এক ক্রিকেটারকেও নজরদারিতে রাখা হয়েছে। যিনি বিপিএলের সর্বশেষ আসরে একাধিকবার জেরার মুখে পড়েছিলেন এবং স্পট ফিক্সিংয়ে তাঁর সম্পৃক্ততার অল্পবিস্তর প্রমাণও মিলে ছিল। তবে অদৃশ্য চাপের কারণে আকু সেই তদন্ত চালিয়ে যেতে পারেনি। স্বাধীন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে শ্রীলঙ্কা সফরে জাতীয় দলে খেলা ওই ক্রিকেটারের নামও উল্লেখ রয়েছে।

তদন্তে জানা গেছে, বিপিএলের নতুন মালিকানা কারা নিচ্ছেড়ুসে ব্যাপারে খোঁজখবরও নিচ্ছেন তিনি। গত জুন থেকে তাঁর নানা তৎপরতা নজরদারিতে রেখেছে আকু। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ২০ জুলাই তিনি ওই তরুণ ক্রিকেটারকে বিপিএলে একটি দল পাইয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বাইরের নির্দেশনায় খেলে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের লোভনীয় প্রস্তাব দেন। তরুণ ক্রিকেটার ২৫ জুলাই বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবিকে জানান। এদিকে, অভিযুক্ত বাঁহাতি স্পিনার, যিনি গত বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালস দলে ছিলেন, তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। প্রায় ৩০ মিনিট তাঁকে জেরা করে আকু। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এসব ঘটনায় তদন্তের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) দুর্নীতিবিরোধী বিভাগে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এমন সময়ে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার দুর্নীতিবিরোধী বিভাগের সাবেক প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল। যদিও বিসিবি জানিয়েছে, তিনি সরাসরি তদন্তে যুক্ত হবেন না। বরং বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের গতি বাড়ানো, জনবল কাঠামো এবং কর্মকর্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তবে বিসিবির ভেতরেই সংশয় রয়েছে শুধু প্রশিক্ষণ দিয়ে কি অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করানো সম্ভব? এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সর্বশেষ বিপিএলের সময় দুজন হাই প্রোফাইল ক্রিকেটারের জড়িত থাকার আলামত পাওয়া গিয়েছিল। এমনকি একজন জাতীয় দলের ডানহাতি পেসার ও শ্রীলঙ্কা সফরে খেলা আরেকজন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধেও প্রমাণ জোগাড় করেছিল আকু। কিন্তু বোর্ডের শীর্ষ পর্যায় থেকে তদন্ত থামিয়ে দেওয়ার পরামর্শ আসায় পুরো প্রক্রিয়াই থেমে যায়।

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন জেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট ইতিহাসে যুক্ত হচ্ছে নতুন মাইলফলক। আসন্ন নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন সাথিরা জাকির জেসি। একটি গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশের এই নারী আম্পায়ার। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশি নারী আম্পায়ার আইসিসির মূল ইভেন্টে দায়িত্ব পালন করবেন। আগেই বয়সভিত্তিক বিশ্বকাপ, নারী এশিয়া কাপ ও আইসিসির বিভিন্ন আসরে আম্পায়ারিংয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন জেসি। গত দুই বছর নিয়মিত আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এর মধ্যে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত নারী এশিয়া কাপ, মালয়েশিয়ায় অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ও অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং করেছেন তিনি।

এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ বসবে হাইব্রিড মডেলে। ভারত ও শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে আয়োজন করবে আসরটি। রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তান নারী দল ভারতে না গিয়ে তাদের ম্যাচ খেলবে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে বিশ্বকাপ। আট দলের এই আসরে খেলবে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

এশিয়া কাপ হকিতে চাইনিজ তাইপের গ্রুপে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : এশিয়া কাপ হকিতে এএইচএফ কাপের রানার্সআপ চাইনিজ তাইপের গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। বি-পুলের অন্য দুই দল দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়া। এ-পুলে রয়েছে চীন, জাপান, কাজাখস্তান ও স্বাগতিক ভারত। এএইচএফ কাপের রানার্সআপ চাইনিজ তাইপে এশিয়া কাপে খেললেও চ্যাম্পিয়ন ওমান খেলছে না। ফলে ওই টুর্নামেন্টে চতুর্থ হওয়া কাজাখস্তান খেলছে ওমানের পরিবর্তে। আর তৃতীয় হওয়া বাংলাদেশ খেলবে পাকিস্তানের অনুপস্থিতির কারণে। ২৯ আগস্ট ভারতের বিহারের রাজগিরে শুরু হবে এশিয়া কাপ হকির টুর্নামেন্ট। উদ্বোধনী দিনের প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। পরদিন চাইনিজ তাইপে এবং ১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine
Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

এম সি ও সরকারি কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য স্থায়ী বৃত্তি কর্মসূচি

নিউইয়র্ক : সিলেট এম সি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক একটি স্থায়ী বৃত্তি কর্মসূচির ঘোষণা করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৬ সাল থেকে সিলেটের দুই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-- মুরারিচাঁদ কলেজ ও সরকারি কলেজের মোট চল্লিশজন শিক্ষার্থী এই বৃত্তি পাবেন।১৮ আগস্ট সোমবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্তোরাঁয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি সফিক আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সংগঠনের নির্বাহী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই জানানো হয়, প্রাথমিকভাবে প্রতি শিক্ষার্থীকে বছরে সাত হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে। এর মধ্যে এম.সি. কলেজের ২৫ জন (বিভাগভিত্তিক ১৫ জন, ইন্টারমিডিয়েট ৪ জন ও পাস কোর্স ৬ জন) এবং সরকারি কলেজের ১৫ জন (বিভাগভিত্তিক ৫ জন ও ইন্টারমিডিয়েট ও পাস কোর্সে ১০ জন) শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। বৃত্তির জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন করা হবে এবং ১৫ নভেম্বর কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনের পর ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বৃত্তি বিতরণ করা হবে। আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। কিউআর কোড স্ক্যান করে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপলোড করলেই আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

সংবাদ সম্মেলনে স্কলারশিপ উপকমিটির চেয়ারম্যান বেলাল উদ্দিন কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করেন। তিনি জানান, শুরুতেই প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য সাত হাজার টাকা নির্ধারণ করা হলেও, আগামী বছরগুলোতে বৃত্তির অঙ্ক ও পরিধি বাড়ানো হতে পারে। তাঁর ভাষায়, এই উদ্যোগ মেধাবী অথচ আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে, তাদের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে এবং শিক্ষাজীবনে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা যোগাবে। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন, সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ ও শুভানুধ্যায়ীরা আর্থিক ও নৈতিক সহায়তা অব্যাহত রাখবেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন শুধু প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধিই নয়, সামাজিক কর্মকাণ্ডেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি জাতীয় দিবস উদযাপন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন, ইফতার মাহফিলের পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারির সময় বিপন্ন মানুষকে সহায়তা, বন্যাদুর্গতদের সাহায্য, কলেজ ক্যাম্পাসে সবুজায়ন প্রকল্প এবং ম্যাগাজিন প্রকাশের মতো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে।এ সময় অধ্যাপক ম. আমিনুল হক চুন্নু এম.সি. ও সরকারি কলেজের ঐতিহ্য এবং বিশ্বব্যাপী সুনামের কথা উল্লেখ করেন। দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী বলেন, এম সি কলেজের মেধাবীরা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি ও কল্যাণমূলক কাজে যুক্ত করার জন্য সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তুচ্ছ কারণেও অভিবাসীদের ডিপোর্ট করছে 'আইস'

(প্রথম পাতার পর)

করে গাঁজা পাওয়ার মতো অপরাধের ছোটখাট অপরাধেও অভিবাসীদের আটক করে ডিপোর্ট করছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আইস এ তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে বলে বিভিন্ন মিডিয়ায় খবর আসছে। জর্জিয়ার এক সিটিতে কন্ট্রাক্টর হেক্টর মাদ্রিদ স্থানীয় হোম ডিপো থেকে তার প্রয়োজনীয় মালপত্র কিনে গাড়ি চালাতে শুরু করার পর পাশের গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। স্টেট পুলিশ পেট্রলের অফিসার তাদের দুজনকেই থামায় এবং লাইসেন্স দাবি করে। মাদ্রিদ তার কৈশোরে তার নিজ দেশ হন্ডুরাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং এসাইলামের জন্য ইমিগ্রেশন আদালতের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন। তার কাছে ড্রাইভার্স লাইসেন্স ছিল না। তার স্ত্রী জ্যাকুলিন মারাভিলা বলেন, তারা যেখানে বাস করেন সেখান থেকে সবকিছুর দূরত্ব ৪৫ মিনিটে। সেখানে কোনো উবার বা লিফট নেই। লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোতে ঝুঁকি আছে জেনেও জীবিকার জন্য তাদের বিকল্প ছিল না।

ইমিগ্রেশন আইনে মাদ্রিদ বা তার স্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে গন্য নন। কিন্তু ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির আওতায় ইমিগ্রেশন বিভাগ ও ক্রিমিনাল জাস্টিস পাশাপাশি কাজ করছে। ছোটখাট অপরাধে অথবা কারো অপরাধের কোনো রেকর্ড না থাকলেও হাজার হাজার অভিবাসী পরিবার ট্রাম্প প্রশাসনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিস্কৃত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছেন। তুচ্ছ কারণে যাদের ডিপোর্ট করা হয়েছে, তাদের বেশির ভাগের অপরাধ ছিল বড়জোর ট্রাফিক আইন লংঘন, যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানো। এ সংখ্যা প্রতি মাসে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবল ট্রাফিক আইন ভাঙার কারণে গত সাত মাসে বৈধ-অবৈধ মিলে ১,৮০০ জনের বেশি অভিবাসী আটক করে আইনগত কোনো প্রক্রিয়া ছাড়াই তাদের ডিপোর্ট করেছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, গত ২১ জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে ডিপোর্ট করা ১ লাখ ২০ হাজার অভিবাসীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ সংঘটনের রেকর্ড নেই। আরো ৮ শতাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ। ডিপোর্টকৃতদের ১২ শতাংশের বিরুদ্ধে সহিংস অপরাধের বা অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার রেকর্ড ছিল। সামান্য অপরাধে বৈধ অভিবাসীদের ডিপোর্ট করার কারণ জানতে চাইলে 'আইস' অফিসাররা সাধারণত কোনো মন্তব্য করেন না। গত মে মাস পর্যন্ত ডিপোর্ট করা ৬শ'র বেশি অভিবাসীর সর্বোচ্চ অপরাধ ছিল গাঁজা রাখা সংক্রান্ত। অনেকে ডিপোর্টেড হয়েছেন বহু বছর আগের অপরাধ সংঘটনের কারণে। প্রতি চারজনের ক্ষেত্রে তিনজনের অপরাধ পাঁচ বছর আগের। ওয়াশিংটন ভিত্তিক নর্থওয়েস্ট ইমিগ্রান্ট রাইটস প্রজেক্টের ডাইরেক্টিং অ্যাটর্নি টিম ওয়ার্ডেন-হার্টজ বলেছেন, ডিপোর্ট করার কারণ হিসেবে অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত হওয়া এখন আর কোনো বড় কারণ নয়। 'আইস' এর কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। তারা যত বেশি লোককে ডিপোর্ট করতে পারে, কেবল সেই চেষ্টা করছে। পুরোনো তথ্যউপাত্তেও দেখা যায় যে আগের প্রশাসনগুলোও ডিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সাজাপ্রাপ্ত কিনা তা দেখেনি, অপরাধ করা ছাড়া অথবা তুচ্ছ কারণে ডিপোর্টেড হয়েছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের সময় তুচ্ছ কারণে ডিপোর্টেশন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ডিপোর্টেড অভিবাসীদের অর্ধেকের বেশির কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল না। ওই সময় প্রতিমাসে গড়ে ৮০ জনকে ট্রাফিক আইন ভাঙার কারণে ডিপোর্ট করা হয়েছে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের ফেলে আসা কয়েক মাসে ট্রাফিক আইন ভাঙার কারণে মাসে ৩৫০ জনের অধিককে ট্রাফিক আইন লংঘনের অভিযোগে ডিপোর্ট করার ঘটনা ঘটেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের টার্গেট হলো প্রতিদিন গড়ে ৩,০০০ অভিবাসীকে গ্রেফতার করা।

এক ট্রেনেই ভ্রমণ করা যাবে ইউরোপের ৫টি দেশ!

বাংলাদেশ ডেস্ক : এক ট্রেনে ভ্রমণ করা যাবে ইউরোপের পাঁচটি দেশ– স্পেন, প্যারিস, মিলন, বার্লিন ও লিসবন। ইউরোপের প্রধান জনপ্রিয় শহরগুলোকে একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করার জন্যই এই ট্রেন সার্ভিস চালু করার কথা জানিয়েছেন স্পেনের রাষ্ট্রায়ত্ত রেলওয়ে কোম্পানি রেনি।

রেনি ঘণ্টায় ৩৩০ কিলোমিটার উচ্চ গতির ট্রেন তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। এটি অন্তঃসীমান্ত ভ্রমণের জন্য প্রস্তাবিত ডিজাইনের উপর তৈরি করা হয়েছে, চলাচলের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে রাতকে।

সাধারণত উচ্চ গতিসম্পন্ন ট্রেনগুলো দিনে চলাচল করে না। যেহেতু এই ট্রেনটির মাধ্যমে পাঁচটি দেশ একসাথে ভ্রমণ করা যাবে, আর এটি উচ্চ গতিসম্পন্ন ট্রেন, এজন্য এটিকে রাতের ট্রেন হিসেবে ধরা হয়েছে।

এই ট্রেনের ক্ষমতা হলো– এক দেশের সীমান্ত অতিক্রম করার সাথে সাথে, অন্য দেশের রাস্তার প্রস্থ এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হয়ে চলাচলের সক্ষমতা অর্জন।

আন্তঃসীমান্ত ট্রেন পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা জরুরি হয়ে উঠেছে বলে মনে করছে অধিকাংশ পর্যটক। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, দিনদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ইউরোপের এই পাঁচটি দেশ। বিমানবন্দরে দীর্ঘ লাইন, দীর্ঘ সময় চেক ইন, সময় মতো ফ্লাইট না পাওয়া ইত্যাদি কারণে এই ট্রেন পরিষেবা চালু করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে সুদ সবচেয়ে বেশি, কিনবেন

ঢাকা : বিদেশে কাজ করা বাংলাদেশিদের জন্য দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত। প্রবাসীদের জন্য বিশেষায়িত বিনিয়োগের মাধ্যম হলো প্রবাসী কল্যাণ বন্ড। প্রবাসীদের জন্য মোট তিনটি বন্ড আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুদ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে। এই বন্ড অনেকটা ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটের মতো, এই বন্ডে প্রবাসীরা সরকারের কাছে এককালীন টাকা বিনিয়োগ করেন আর নির্দিষ্ট সময় পর মুনাফাসহ সেই অর্থ ফেরত পান। কিন্তু পার্থক্য হলো, এখানে মুনাফার হার তুলনামূলক বেশি, আয় সম্পূর্ণ করমুক্ত, সেই সঙ্গে আছে মৃত্যুঝুঁকির বিমা। মেয়াদান্তে ১২ শতাংশ মুনাফা পাওয়া যায় ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে। এটি পাঁচ বছর মেয়াদি। তবে ছয় মাস অন্তর মুনাফা তোলার সুযোগ রয়েছে। ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড তিন বছর মেয়াদি, মেয়াদান্তে যার মুনাফার হার ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ। ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড তিন বছর মেয়াদি। মেয়াদান্তে এটির মুনাফার হার ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ। মেয়াদের আগে ভাঙালে মুনাফা আরও কম। তিন বন্ডেই বিনিয়োগের বিপরীতে পাওয়া মুনাফা করমুক্ত। ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড বিভিন্ন দামে কেনা কেনা যায়। ২৫ হাজার, ৫০ হাজার, ১ লাখ, ২ লাখ, ৫ লাখ, ১০ লাখ ও ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত এই বন্ড কেনা যায়। ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের মুনাফার হার।

যাঁরা কিনতে পারবেন : ক) বৈধ ওয়েজ আর্নার নিজে বা আবেদনপত্রে উল্লিখিত ব্যক্তি বা বাংলাদেশে তাঁর সুবিধাভোগীর নামে বাংলাদেশি টাকা/ বৈদেশিক মুদ্রায় কেনা যায়; (খ) বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এই বন্ড কিনতে পারেন; (গ) বিদেশে লিয়েনে কর্মরত সরকারি, সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত অথবা আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা নির্ধারিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে এই বন্ড কিনতে পারেন। ওয়েজ আর্নার বন্ডের অন্যান্য সুবিধা (ক) ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকির সুবিধা রয়েছে। (খ) ছয় মাস পরপর মুনাফা দেওয়া হয়। (গ) বন্ডের বিপরীতে ঋণ নেওয়ার সুবিধা আছে। (ঘ) নমিনি নিয়োগ/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়। (ঙ) হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড দেওয়া হয়। (চ) বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব থাকার বাধ্যবাধকতা নেই। (ছ) এই বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত। (জ) এ বন্ডের মূল অর্থ মার্কিন ডলারে গ্রহণ করার সুযোগ আছে

কোথায় ও কীভাবে পাবেন : প্রবাসী বন্ড কিনতে হলে লাগবে জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বৈধ ভিসার কপি, চাকরির প্রমাণপত্র আর বাংলাদেশে একটি সঞ্চয়ী হিসাব। ব্যবসায়ী হলে লাগবে ট্রেড লাইসেন্স, পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে পেশার সনদপত্র। বাংলাদেশ ব্যাংক, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানি ও তফসিলি ব্যাংকের বিদেশি ও অনুমোদিত ডিলার (এডি) শাখায় এসব বন্ড কেনা যায়। এ বন্ডের মুনাফা আয়করমুক্ত। আবার বন্ডের বিপরীতে ঋণ নেওয়ার সুযোগও আছে। এ ছাড়া বন্ড কিনতে ফরেন কারেন্সি বা বৈদেশিক মুদ্রায় (এফসি) হিসাব থাকারও বাধ্যবাধকতা নেই।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

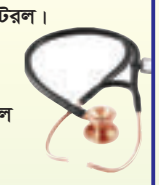

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Root Canal Therapy
- Bonding
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ
- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেষ্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

সৌদিতে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের উদ্যোগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : মরুকরণ ও খরার সমস্যা মোকাবিলায় সৌদি আরব কৃত্রিম বৃষ্টিপাত বা ক্লাউড সিডিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দ্য সৌদি রিজিওনাল ক্লাউড সিডিং প্রোগ্রামের আওতায় প্রাথমিকভাবে রিয়াদ, কাসিম, হাইল, মক্কা, আল-বাহা ও আসির- এ ছয় অঞ্চলে কার্যক্রম শুরু হবে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য পানির উৎস বৃদ্ধি এবং বনাঞ্চল সম্প্রসারণ। ক্লাউড সিডিং এমন একটি প্রযুক্তি, যা নির্দিষ্ট ধরনের মেঘে রাসায়নিক প্রয়োগ করে বৃষ্টিপাত কৃত্রিমভাবে ত্বরান্বিত করে। সৌদি সরকার জানিয়েছে, বিশেষায়িত উড়োজাহাজ ব্যবহার করা হচ্ছে যা পরিবেশবান্ধব এবং ব্যবহৃত রাসায়নিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়। সৌদি যুবরাজ এবং প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান 'মিডল ইস্ট গ্রিন সামিট'-এর অংশ হিসেবে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। এটি দেশের 'ভিশন ২০৩০' লক্ষ্যের একটি অংশ। প্রথম ধাপে রিয়াদ, হাইল ও কাসিম অঞ্চলে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত বছর সৌদি আরব প্রকল্পের জন্য লোকবল প্রস্তুত করেছে এবং নিজস্ব প্রযুক্তি ও উড়োজাহাজ তৈরি করেছে। আল-অ্যারাবিয়া.নেট

ক্লাউড সিডিং কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আইমান আল-বার জানিয়েছেন, দেশে প্রথম ক্লাউড সিডিং পরীক্ষা ১৯৮৬ সালে হয়। এরপর ২০০৪ সালে আসির অঞ্চলে এবং ২০০৬ সালে মধ্য অঞ্চলে গবেষণা চালানো হয়। প্রকৃত কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ২০২২ সালে। সাম্প্রতিক সময়ে ৭৫২টি ফ্লাইটে মোট ১ হাজার ৮৭৯ ঘণ্টা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণার জন্য আরও ৫১টি ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছে, যার সময়কাল ১৬৯ ঘণ্টা। আগস্টে রামাহ গভর্নরেটে এক ঘণ্টা ২০ মিনিটের ফ্লাইটে প্রাথমিকভাবে মেঘের পানির পরিমাণ বৃদ্ধি দেখা গেছে। সৌদি আরবে গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া স্বাভাবিকের তুলনায় ভিন্ন। উষ্ণ ও শুষ্ক মেঘের কারণে ক্লাউড সিডিং কিছুটা জটিল। এখানে ক্লাউড বেস সিডিং বা ক্লাউড টপ সিডিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

মিয়ানমারে ২৮ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচন

বাংলাদেশ ডেস্ক : মিয়ানমারে আগামী ২৮ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত ১৮ আগস্ট এ ঘোষণা দিয়েছে মিয়ানমারের নির্বাচন কমিশন। এমন সময় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলো, যখন দেশজুড়ে চলছে গৃহযুদ্ধ। দেশের এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই জান্তার। জান্তা সরকারের অধীনে এই নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদেরও নানা শঙ্কা রয়েছে। গত ১৮ আগস্ট নির্বাচন কমিশনের এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'পার্লামেন্টে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনের প্রথম ধাপ ২০২৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর রোববার শুরু হবে।

পরবর্তী ধাপগুলোর তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে।' ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে জান্তা। দেশটিতে এর পর থেকে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে গণতন্ত্রপন্থী গেরিলাযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্ন সশস্ত্র সংগঠনের সংঘাত চলছে। দেশটির বড় একটি অংশ সরকারবিরোধীদের দখলে রয়েছে। তারা জানিয়ে দিয়েছে, নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকাগুলোয় নির্বাচন হতে দেবে না তারা।

খালেদা জিয়ার জন্ম দিবসে ব্রঙ্কসে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

নিউইয়র্ক : মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজনের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো বিএনপি চেয়ারপার্সন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মবার্ষিকী।এ উপলক্ষে নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

এই মাহফিলে নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন। আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনার পাশাপাশি, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ জাতির সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা কাজী এহিয়া। মিলাদ মাহফিলে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ, ব্রঙ্কস ব্যুরো পূর্ব আহবায়ক লিয়াকত আলী, ব্রঙ্কস ব্যুরো পশ্চিম আহ্বায়ক আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, এজিএম জাহাঙ্গীর হাসাইন, আব্দুর রহিম, সোহেব আহমদ, মোহাম্মদ আলী রাজা, মোমতাজ উদ্দিন, ফারুক কবির,শামীম মিয়া, আসাদুজ্জামান, মোহাম্মদ আরিফ, হাবিব আহমদ, ইউছুফ হায়দার, বেগ ইসলাম মিটু, অলি আহমদ প্রমুখ। বক্তারা বলেন, "দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুধু বিএনপির নয়, তিনি সমগ্র জাতির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তাঁর অবদান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" মাহফিলে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

চট্টগ্রাম সমিতির বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার বনভোজন গত ১৭ আগস্ট রোববার কুইন্সের ফ্ল্যাশিং মেডো করোনা পার্কের ছায়াঘেরা এক মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উচ্ছ্বাস ও আনন্দের সঙ্গে অংশ নেন প্রবাসী বাঙালিরা। বিশেষ করে নিউইয়র্কে থাকা চট্টগ্রাম প্রবাসীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। বনভোজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও র‍্যাফেল ড্র ছিল। দুই হাজার মানুষের আয়োজন ছিল বনভোজনেআয়োজকরা জানান, এই বনভোজন চট্টগ্রামবাসীর একটি মিলনমেলা। আমরা চাই ঐক্যবদ্ধভাবে এই সংগঠনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে। বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। তিনি বলেন, আমেরিকা আসার পর থেকেই চট্টগ্রামবাসীর সাথে আমার একটা সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, প্রবাসে সবাইকে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে। আজকের এই আয়োজন প্রমাণ করে যে চট্টগ্রামবাসী ঐক্যবদ্ধ হতে চলেছে।

ইঞ্জিনিয়ার আফতাব আহমেদকে মানিকগঞ্জ সমিতির সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক: বিশিষ্ট শিল্পপতি মানিকগঞ্জের কৃতি সন্তান ইঞ্জিনিয়ার আফতাব আহমেদ খান বাচ্চু ও তার সহধর্মিণী সায়িদা হাবিব হিতুর যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষে মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইনক তাদের সম্মানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গত রোববার সন্ধ্যায় লং আইল্যান্ডের হিকসভিলে সংগঠনের উপদেষ্টা আহসান হাবিবের বাড়িতে এ আয়োজনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা তৈয়বুর রহমান হারুন, উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ড: ফয়সাল খান, ডা: ইউসুফ আল মামুন, আসাদুজ্জামান খান আসাদ, এবিএম মাহবুব আলম, আহসান হাবিব, সাঈদ তারেক, জাহাঙ্গীর আলম,ওমর ফারুক খসরু, নাসিম খান, সভাপতি জিকরুল আমিন জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক মো: রাশেদ মিয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি নাজমা নাজনীন, প্রধান সম্বনয়কারী লুৎফর রহমান, এডভোকেট সামিউল করিম আলমগীর, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সহিদুর রহমান ছানা, সাইদুর রহমান রঞ্জু, শাম্মি আকতার, সয়িদা হাবিব হিতু, ইমরান জিহাদি, সজিব আহমেদ, সজল রায়, রিতা আক্তার, এমিসহ সমিতির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অতিথি ও তার সহধর্মিনী মানিকগঞ্জ সমিতির সকলকে সম্মামনা জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা দেশে ও প্রবাসে সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমের ভুয়সী প্রশংসা করেন। ভবিষ্যতে সমিতির কল্যাণমুলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রধান অতিথি ও তার সহধর্মিনীকে সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া ও ক্রেস্ট দিয়ে সম্বমনা প্রদান করা হয়। সভাপতি জিকরুল আমিন জুয়েলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো: রাশেদ মিয়া ও প্রধান সমন্বয়কারী লুৎফর রহমান। নৈশভোজে নানা ধরনের পিঠা ও উপাদেয় খাবার পরিবেশন করা হয়। কমের পিঠা ও মুখরোচক সুস্বাদু খাবার দিয়ে আপ্যায়িত করবার জন্য আহসান হাবিব ও তার সহধর্মিনী সায়িদা হাবিব হিতুকে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল বাবা হলেন

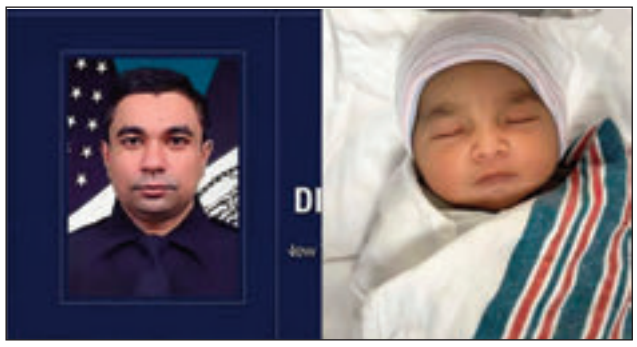

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম বাবা হয়েছেন। গত ১৭ আগস্ট রোববার মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে তাঁর স্ত্রী জামিলা আখতার পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। তার নাম রাখা হয়েছে আরহাম। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) কমিশনার জেসিকা টিশ গণমাধ্যমকে বলেন, শহীদ দিদারুল ইসলামের স্ত্রী জামিলা আখতার ও তাঁদের সন্তান আহিয়ান, আজহান ও আরহাম আজীবন এনওয়াইপিডি পরিবারের অংশ হয়ে থাকবে। একই সঙ্গে তারা তাদের বাবার সেবা ও বীরত্বের উত্তরাধিকার বহন করবে।

১৮ আগস্ট সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এরিক অ্যাডামস সাংবাদিকদের বলেন, 'গতকাল (রোববার) হাসপাতালের লবিতে দিদারুলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন তাঁর স্ত্রী প্রসব বেদনায় ছিলেন। তিনি সুন্দর একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মেয়র হিসেবে আমি নিশ্চিত করতে চাই যে ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলাম ও তাঁর পরিবারের পাশে আমরা সব সময় থাকব।'

বাংলাদেশি–আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এরশাদ সিদ্দিকী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, রোববার রাত ১১টা ৩২ মিনিটে দিদারুলের তৃতীয় সন্তান পৃথিবীতে এসেছে। তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সুস্থ আছে।গত ২৮ জুলাই নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের পার্ক অ্যাভিনিউয়ে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন ৩৬ বছর বয়সী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম। ওই দিন পার্ক অ্যাভিনিউয়ের একটি বহুতল ভবনে ঢুকে রাইফেল থেকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকেন এক তরুণ। ওই সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হামলাকারীকে থামাতে গিয়ে গুলিতে দিদারুল নিহত হয়েছিলেন। দিদারুল এনওয়াইপিডির ৪৭তম প্রেসিংকটে কাজ করতেন। পরবর্তীতে ৩১ জুলাই তাকে মরণোত্তর পদোন্নতি দিয়ে ডিটেকটিভ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে নিউজার্সিতে দাফন করা হয়।

প্রথমবারের মতো মিস ইউনিভার্সে অংশ নিচ্ছেন মিস ফিলিস্তিন

বাংলাদেশ ডেস্ক : মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রথম নারী হতে যাচ্ছেন বিউটি কুইন নাদিন আইয়ুব। সিএনএনকে পাঠানো এক বিবৃতিতে মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন (এমইউও) জানিয়েছে যে- নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য মিস ইউনিভার্স ২০২৫ প্রতিযোগিতায় আইয়ুব অংশগ্রহণ করবেন বলে নিশ্চিত করতে পেরে তারা আনন্দিত। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন বিশ্বব্যাপী প্রতিনিধিদের গর্বের সঙ্গে স্বাগত জানায় এবং বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও নারীর ক্ষমতায়ন উদযাপন করে। এতে আরও বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনের আইনজীবী ও মডেল মিস আয়ুব আমাদের প্ল্যাটফর্মের প্রতীকী শক্তি ও দৃঢ় সংকল্পের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আইয়ুব ১৩০ টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলের প্রতিযোগীদের সঙ্গে ৭৪তম মিস ইউনিভার্স ফাইনালে যোগ দেবেন, যা ২১ নভেম্বর থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হবে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ:
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

নির্বাচনে সহযোগিতায় প্রস্তুত সেনাবাহিনী

ঢাকা : অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য সেনাবাহিনী সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান। তিনি বলেছেন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। দেশ এখন নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য সেনাবাহিনী সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। গত ১৯ আগস্ট ঢাকা সেনানিবাসে নিয়মিত মতবিনিময় সভা 'অফিসার্স অ্যাড্রেস' অনুষ্ঠানে সেনাসদস্যদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এতে পদস্থ সেনা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আর দেশের অন্য সকল সেনানিবাস ও জাতিসংঘ মিশনে মোতায়েন সেনা অফিসাররা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। সেনাপ্রধান অফিসারদের উদ্দেশে প্রায় ৩৮ মিনিট বক্তব্য রাখেন এবং প্রায় এক ঘণ্টা অফিসারদের প্রশ্নের উত্তর দেন। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ জামান বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা মাঠে দায়িত্ব পালন করছেন। আগে এত দীর্ঘ সময় দেশের সেনাবাহিনীকে মাঠে থাকতে হয়নি। তাই সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, দূরত্ব থাকলে তা দূর করতে হবে। সেনাবাহিনী একটি পেশাদার সংগঠন। মাঠে দায়িত্ব পালনের সময় সকল সদস্যকে পেশাদারিত্ব দেখাতে হবে। প্রতিশোধমূলক কোনো কাজে জড়ানো যাবে না। কারো নাম উল্লেখ না করে ওয়াকার উজ জামান বলেন, একজন সেনাসদস্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ তদন্তাধীন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য রাজনৈতিক কর্মকা- জড়াতে পারবেন না। আরেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ নিয়েও তদন্ত চলছে। নৈতিক স্খলনের বিষয়ে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। তবে মিডিয়া ট্রায়ালের ভিত্তিতে কাউকে সাজা দেওয়া হবে না। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান বলেন, একজন সেনা কর্মকর্তাকে ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তুলতে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। তাই সেনাবাহিনীর কেউ যাতে অপরাধে জড়াতে না পারেন, সে বিষয়ে আগেভাগেই খেয়াল রাখতে হবে। অপরাধে জড়িয়ে পড়ার পর তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে সেটি রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়ে অনেক ধরনের কটূক্তির বিষয়ে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান বলেন, সেনাবাহিনীকে নিয়ে এসব কটূক্তি-মন্তব্যে অখুশি হওয়ার কিছু নেই। এ বাহিনীকে নিয়ে যারা এসব করছে-বলছে তাদের বয়স কম, আমাদের সন্তানের বয়সী। তারা বড় হলে নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, তখন নিজেরাই লজ্জিত হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া তথ্য ছড়ানো প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বলেন, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তিকর বার্তা ছড়ানো হচ্ছে। এসব দেখে সেনা সদস্যদের বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। সতর্ক থাকতে হবে যাতে কেউ ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে সেনাবাহিনীর ভাবমর্যাদা নষ্ট করতে না পারে। তিনি বলেন, দেশের মানুষ এখন সেনাসদস্যদের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং বাহিনীর চেইন অব কমান্ড অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। ঢাকা সেনানিবাসে সেনাবাহিনীর নিয়মিত এই মতবিনিময় সভা 'অফিসার্স অ্যাড্রেস' সেনাপ্রধান অফিসারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং পর্যালোচনা করেন। সেনাপ্রধান অফিসারদের উদ্দেশে বলেন, ইতোমধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ঘোষিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারির মধ্যে সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। নির্বাচনে সকল সেনা সদস্যকে আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি মহল বিভিন্ন হীন স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভুয়া তথ্য ছড়াচ্ছে। তবে আমাদের ঐক্য ও পেশাদারী আচরণের কারণে তাদের হীন উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারেনি। আলোচনায় কারো কারো বিরুদ্ধে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে উল্লেখ করে সেনা প্রধান সেনাবাহিনীর সদস্যদের সতর্ক করে বলেন, এ হেন অপরাধের মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন আমাদের জীবনসঙ্গীদের সাথে প্রতারণা করি; অন্যদিকে আমাদের সন্তানদের জীবনকেও অযাচিতভাবে হুমকির মুখে ফেলি। তাই তিনি সকলকে সতর্কতার সাথে এরূপ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে এবং অধীনস্থদেরকেও বিরত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা দেন। তিনি সেনাসদস্যদের পরিবারের প্রতি অধিক যত্নশীল হওয়া এবং সন্তানদের যথাযথভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সহকারে গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। বিশেষ করে সন্তানদের মধ্যে আচরণমূলক সমস্যা ও মাদকে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে অভিভাবকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। তিনি জানান, সেনা সদস্যের সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে অযাচিত প্রচারণা চলমান রয়েছে। প্রচলিত সেনা আইন ও প্রথা অনুযায়ী অভিযুক্ত সেনা সদস্যের সংঘটিত সকল অন্যায়েরই বিচার হয়ে থাকে। তবে সকলকে মনে রাখতে হবে যে, অপ্রতুল প্রমাণ এর ভিত্তিতে অপ্রয়োজনীয় দ্রুততার সাথে বিচার করলে তা ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ করে চলমান সকল অভিযোগের বিষয়েই যথাযথ বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও এর সদস্যদের বিরুদ্ধে চলমান অপপ্রচারের বিষয়ে সেনাপ্রধান সকলকে ধৈর্য্য ধারণ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের বিভিন্ন স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে এমন কাজ করছে। এসবের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পেশাদারী আচরণ করাই শ্রেয়। তবে এই সকল অপরাধ যথাযথভাবেই লিপিবদ্ধ থাকছে এবং উপযুক্ত সময়ে এই সকল দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেনাবাহিনী ও সেনা সদস্যদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর করা কটূক্তির বিষয়ে একজন কর্মকর্তা উল্লেখ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। এই প্রেক্ষিতে সেনা প্রধান পুনরায় সকলকে ধৈর্য্য ধারণ এবং উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন।

সেনাবাহিনীর 'অফিসার্স অ্যাড্রেস' এ ওয়াকার উজ জামান সেনা প্রথা ও আইন অনুযায়ী সেনা সদস্যদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকা, মাদক হতে দূরে থাকা, ইন এইট টু সিভিল পাওয়ার কর্তব্য পালনের অংশ হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করবার সময়ে কোন জীবনহানি বা আহত হবার ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা, যানবাহন দুর্ঘটনা প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, সেনা সদস্যদের মাঝে আত্মহত্যা করবার প্রবণতা বৃদ্ধি এবং এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে নিরলস ভাবে কাজ করার জন্য সেনাবাহিনীর সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানান ওয়াকার উজ জামান। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের মানুষ সেনাবাহিনী এবং বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের প্রতি সবসময়ই কৃতজ্ঞ থাকবে। এর আগে গত ২১ মে অফিসার্স অ্যাড্রেস এ বক্তৃতা করেছিলেন জেনারেল ওয়াকার উজ জামান। সে সময় 'ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে' মন্তব্য করেছিলেন।

ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন দিয়ে আমরা চলে যাব : আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল

ঢাকা : প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সরকারের, কোনো দলের নয়। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করে আমরা ফেব্রুয়ারিতেই চলে যাব। আর নির্বাচনের সময় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্যও রাজনৈতিক। গত ১৯ আগস্ট সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। আইন উপদেষ্টা বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো তো বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলে। বাংলাদেশে সব সময় এ ধরনের রাজনৈতিক কথাবার্তা হয়। এখনো হচ্ছে। তাদের কথায় খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। ফলে নির্বাচনের সময় নিয়ে কে কী বলবেন, এটা সরকারের বিষয় নয়। ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রধান উপদেষ্টা একজন সর্বজন স্বীকৃত বিশ্বনন্দিত মানুষ। তিনি নিজে ঘোষণা করেছেন, তাঁর এ ঘোষণা থেকে আমাদের পিছিয়ে আসার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই।' এদিকে জুলাই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া এক পুলিশ সদস্যের জামিন নিয়ে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, 'জুলাই হত্যাকাণ্ডের শহীদ পরিবারের করা একটি মামলায় হাইকোর্ট পুলিশ বাহিনীর এক সদস্যকে জামিন দিয়েছেন। এটি নিয়ে শহীদ পরিবারের সদস্যরা স্বাভাবিক কারণেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তবে এই জামিনের সঙ্গে আইন মন্ত্রণালয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।' তিনি বলেন, 'হাইকোর্ট দেশের উচ্চ আদালত। হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালত আইন মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারের অধীন নয়। জামিন বা হাইকোর্টের অন্য কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাই আইন মন্ত্রণালয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। হাইকোর্ট উচ্চ আদালত হলেও তার সিদ্ধান্ত প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়।

ঝুঁকিতে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে বিমান চলাচল

ঢাকা : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বার্ড হিটের ঘটনা বাড়ছে। বিমান ওঠা-নামার সময় বারবার পাখির সঙ্গে ধাক্কা লাগছে। দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরটিতে পাখি তাড়াতে নেই কোনো আধুনিক প্রযুক্তি। বিমানবন্দরে বার্ড শুটারের পাঁচটি পদ আছে। কিন্তু কর্মরত আছেন মাত্র একজন। তার ব্যবহারের জন্যও নেই কোনো বন্দুক। ২০ বছর ধরে আইনি জটিলতায় অস্ত্রও কেনা যাচ্ছে না। ফলে বিশাল এলাকায় পাখি তাড়ানোর কাজ হচ্ছে না। এতে বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণে ঝুঁকি বাড়ছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) জানায়, গত ২০ বছরেও প্রতিষ্ঠানটির নামে কোনো অস্ত্রের লাইসেন্স নেওয়া যায়নি। এ অবস্থায় বিমান চলাচলের ঝুঁকি কমাতে তারা বিমান বাহিনীর সহযোগিতা চাইছে। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থার (আইসিএও) নিয়ম অনুযায়ী, বিমান ইঞ্জিন বা ডানায় পাখির ধাক্কা বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। এ ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলোর বিমানবন্দরে বার্ড শুটার, শব্দবোমা, লেজার ডিভাইসসহ নানা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে 'হাডসন রিভার মিরাকল' ঘটনায় যাত্রীবাহী একটি বিমান উড্ডয়নের পর পরই দুটি ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায় পাখির ধাক্কায়। পাইলট জরুরি অবতরণ করে দুর্ঘটনা এড়ান। বিমান বন্দর সূত্রে জানা গেছে, শাহজালালে প্রায় প্রতিদিনই পাখির আঘাতের ঝুঁকি নিয়ে ফ্লাইট চলছে। পাইলটদের দক্ষতায় শতাধিক ফ্লাইট জরুরি অবতরণ করেছে। প্রাণহানি বা বড় দুর্ঘটনা হয়নি। তবে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। শীতকালে বিমানবন্দর রানওয়ের আশপাশে পাখির উপদ্রব আরও বাড়তে পারে।

বিমান চলাচল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, রানওয়ে থেকে উড্ডয়নের পর উড়োজাহাজের ইঞ্জিনে পাখি ঢুকলে বড় ক্ষতি হতে পারে। ইঞ্জিনের ফ্যান, ব্লেড ও স্পিনার ভেঙে ইঞ্জিন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে পাইলটরাও মানসিক চাপে থাকেন। এয়ারলাইন্সগুলো বলছে, বিমানবন্দরে পাখি তাড়ানোর মনিটরিং খুব দুর্বল। বেবিচককে পাঠানো বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের চিঠিতে বলা হয়েছে- বিমানবন্দরে উড্ডয়ন ও অবতরণের সংখ্যা বেড়েছে। সঙ্গে পাখির উপদ্রবও বাড়ছে। পাঁচটি অনুমোদিত পদের বিপরীতে একজন বার্ড শুটার আছেন। তার জন্য কোনো বন্দুক নেই। নতুন শুটার নিয়োগ ও বন্দুক সংগ্রহ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। তাই আপাতত বিমান বাহিনী ঘাঁটি একে খন্দকার থেকে মৌখিক অনুরোধে বার্ড শুটারের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। চিঠি থেকে আরও জানা গেছে, এই সহায়তাও সীমিত। সকাল ৮টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। শুক্রবার, শনিবার ও সরকারি ছুটির দিনে বিমানবাহিনী না থাকায় শুটারও থাকে না। অথচ সূর্যোদয়ের পর থেকে রাত পর্যন্ত পাখির উপদ্রব অব্যাহত থাকে। গত ২১ জুলাই ওয়াইল্ডলাইফ হ্যাজার্ড মনিটরিং কমিটির সভায় প্রতিদিন (ছুটির দিনসহ) সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শুটারের সহায়তা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বিমানবাহিনী সদর দপ্তর জানায়, নিয়ম অনুযায়ী এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিসার না থাকলে শুটার গুলি চালাতে পারবেন না। এ কারণে প্রতিদিন পুরো সময় বার্ড শুটারের সহায়তা নিশ্চিত করতে নতুন সমঝোতার চেষ্টা চলছে। জানতে চাইলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস. এম. রাগীব সামাদ আমাদের সময়কে বলেন, চরম বার্ড শুটার সংকট চলছে। বিমানবাহিনীর সহযোগিতা নিচ্ছি। তবে শুক্র ও শনিবার তারা সহায়তা দেয় না। ২০ বছর ধরে অস্ত্র কেনা যাচ্ছে না আইনি জটিলতায়। তিনি আরও বলেন, বিমানবন্দরের আশপাশে বড় বড় ডাস্টবিন আছে। খাবারের উচ্ছিষ্ট খেতে পাখি আসে। এতে ঝুঁকি তৈরি হয়। ডাস্টবিন সরাতে সিটি করপোরেশনকে বলেছি। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়নি তারা।

বিমানের ১০০ কোটি টাকা লোপাট, অনুসন্ধানে দুদক

ঢাকা : ১০০ কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ইতিমধ্যেই সংস্থাটি একটি অনুসন্ধান দল গঠন করেছে। দুদক সূত্র মানবজমিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানায়, ভুয়া টিকিট বুকিং এবং বুকিং বাতিলের মাধ্যমে চারটি গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম-জিডিএস কোম্পানি-অ্যামাডিউস, অ্যাবাকাস, গ্যালিলিও ও সাবরি-বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স থেকে এক বছরে শতকোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এমন একটি অভিযোগ বেশ কিছুদিন আগেই জমা পড়ে দুদকে। সেই অভিযোগ আমলে নিয়ে সংস্থাটি অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় গত জুলাই মাসে। দুদক সূত্র জানায়, সংস্থাটির উপ-পরিচালক সৈয়দ আতাউল কবিরের নেতৃত্বে একটি দল অনুসন্ধানের জন্য গঠন করেছে কমিশন। দলটি ইতিমধ্যেই বিমানে রেকর্ডপত্র চেয়ে চিঠি দিয়েছে। সূত্র বলছে, বিমানের একটি উচ্চপর্যায়ের সিন্ডিকেটের সঙ্গে যোগসাজশ এবং অসম চুক্তির ফায়দা নিয়ে এক বছরে ৯৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় অ্যামাডিউস, অ্যাবাকাস, গ্যালিলিও ও সাবরি নামের ৪টি জিডিএস কোম্পানি। ভয়াবহ এ লুটপাটের অন্যতম সহযোগী বিমানেরই তালিকাভুক্ত তিন শতাধিক ট্রাভেল এজেন্ট। বিনিময়ে তারাও মোটা অঙ্কের ভাগ পেয়েছে। ২০১৯ সালের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এক তদন্ত প্রতিবেদনেও এ লুটপাটের চিত্র উঠে আসে। জিডিএস কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে বিমানের কোটি কোটি টাকা অপচয়ের কারণ উদ্ঘাটন, এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি-এজেন্সি চিহ্নিতকরণ এবং আর্থিক ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে সে সময় ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০১৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত শুধু ১০ মাসে টিকিট বুকিং বাতিলের জন্য ৪টি জিডিএসকে ৯৩ কোটি ৯৩ লাখ ৯ হাজার ৮৮৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যার বেশির ভাগ বুকিং ছিল ভুয়া ও উদ্দেশ্যমূলক। এই সময়ে ৫টি দেশের ২২ জন এজেন্ট ৮০ শতাংশ বুকিং বাতিল করেছে এবং ৭টি দেশের ৩১ জন এজেন্ট ৭৫ শতাংশ টিকিট বুকিং বাতিল করেছে। অথচ চুক্তিতে যদি বুকিং বাতিলের জন্য বিল দেয়ার কথা উল্লেখ না থাকতো, তাহলে এরকম ভুয়া বুকিং হতো না আর বিলও দেয়া লাগতো না। বিমানের প্ল্যানিং ও মার্কেটিং বিভাগ কৌশলে ৪ জিডিএস কোম্পানির সঙ্গে এ চুক্তি করেছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিমানের রেভিনিউ ইন্টিগ্রিটি শাখার মাধ্যমে টিকিট বুকিং, ব্লক, ডুপ্লিকেট বুকিং মনিটরিং করার কথা। কিন্তু বাস্তবে কখনোই এ কার্যক্রম সমন্বিতভাবে করা হয়নি। দুদকের অভিযোগ সূত্রে আরও জানা যায়, টিকিট বুকিং দেয়ার জন্য জিডিএস কোম্পানির সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে, তা বিমানের স্বার্থবিরোধী। ৩০০ আসনের একটি ফ্লাইটের ২ থেকে ৩ হাজার টিকিট বুকিং রহস্যজনক। বেশির ভাগ বুকিং ভুয়া। যে কারণে এসব বুকিং বাতিলও হয়ে যায়। প্রতিটি বুকিং ও বাতিলের জন্য জিডিএস কোম্পানিকে বিল গুনতে হয় বিমানকে। অভিযোগ আছে, শুধু জিডিএসের বিল বাড়াতে কিছু ট্রাভেল এজেন্সি প্রচুর টিকিট বুকিং দেয় আবার তা বাতিলও করে। যার বিনিময়ে ওইসব এজেন্সি জিডিএস কোম্পানির কাছ থেকে কমিশন পায়। দুদকের অভিযোগের বরাতে আরও জানা যায়, ২০০৯ সাল থেকে বিভিন্ন সংস্থার একাধিক তদন্ত রিপোর্টে জিডিএস কোম্পানির ভয়াবহ লুটপাটের চিত্র উঠে এলেও এ নিয়ে কারও মাথাব্যথা ছিল না। বিমানের তৎকালীন অপসারিত সাবেক এমডি মোসাদ্দিক আহম্মেদের আমলে সবচেয়ে বেশি লুটপাট হয়েছে এ খাতে।

ভারত ও চীন থেকে তৈরি পোশাকের অর্ডার যাচ্ছে বাংলাদেশে

ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক কাঠামোর কারণে বাংলাদেশে বাড়ছে তৈরি পোশাকের অর্ডার। ভারতে শুল্কহার ৫০ ভাগ। বাংলাদেশে শতকরা ২০ ভাগ। ফলে ভারত ও চীন থেকে ক্রেতারা অর্ডার স্থানান্তর করছেন। এ খবর দিয়েছে অনলাইন নিক্কি এশিয়া। 'বাংলাদেশ গার্মেন্ট মেকার্স গেইন অর্ডার্স অন নিউ ইউএস ট্যারিফ' শীর্ষক প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক সাপ্লাই চেইন পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে অর্ডার বেড়েছে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত। বাংলাদেশের জন্য মার্কিন শুল্কহার এখন ২০ শতাংশ, যা ভিয়েতনামের সমান এবং কম্বোডিয়ার থেকে মাত্র এক শতাংশ বেশি। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনকেন্দ্র চীনের ক্ষেত্রে শুল্কহার ৩০ শতাংশ (যা বেড়ে ৫০ শতাংশেরও বেশি হতে পারে) এবং ভারতের ক্ষেত্রে ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হচ্ছে ৫০ শতাংশ। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় গার্মেন্ট প্রস্তুতকারক হা-মীম গ্রুপ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত ৩৭ শতাংশ শুল্ক কমিয়ে ২০ শতাংশ করার পর তাদের কাজের অর্ডার প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। বার্ষিক ৯৩০ মিলিয়ন ডলারের টার্নওভার বিশিষ্ট কোম্পানিটি যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি থেকে আয় করে ৯২ শতাংশ। হা-মীমের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেলোয়ার হোসেন বলেন, ট্রাম্পের শুল্ক কমানো না হলে আমাদের বড় বিনিয়োগ বিপদের মুখে পড়তে পারত। তিনি জানান, অর্ডার মূলত চীন ও ভারত থেকে বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে। কিছু মার্কিন ক্রেতা বা তাদের প্রতিনিধিরা এখন ঢাকায় এসে আলোচনা করছেন আমরা কি অতিরিক্ত ১০ থেকে ২০ লাখ পিসের অর্ডার নিতে পারব কিনা।

প্রতিমাসে ১ কোটি পোশাক উৎপাদন করে হা-মীম, যা গ্যাপ ও আমেরিকান ঈগল আউটফিটার্সের মতো শীর্ষ মার্কিন রিটেইলারদের সঙ্গে কাজ করছে। স্প্যারো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম জানান, ভারতের পাশাপাশি ভিয়েতনাম থেকেও অর্ডার বাংলাদেশে স্থানান্তরের আলোচনা চলছে। তার কোম্পানি বসন্ত মৌসুমের জন্য প্রায় ৫ শতাংশ অতিরিক্ত অর্ডার পেয়েছে। তিনি আশা করছেন আগামী গ্রীষ্মে অর্ডার ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। তিনি আরও বলেন, উচ্চমূল্যের পণ্যের অতিরিক্ত অর্ডার এসেছে, যেগুলো মূলত চীন থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। তবে ভিয়েতনাম সীমান্ত ভাগাভাগি এবং বৃহৎ উৎপাদনক্ষমতার কারণে এসব অর্ডারের বড় অংশ পাচ্ছে। জায়ান্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক হাসান বলেন, চীনের বাজার শুল্ক বাড়ার কারণে তাদের শেয়ার কমছে। তার মতে, যদি ভারত বা ভিয়েতনাম বাংলাদেশের তুলনায় কম শুল্ক সুবিধা পেত, অথবা কম্বোডিয়ার মতো বিশেষ সুবিধা থাকত, তাহলে অর্ডার বাংলাদেশ থেকে সরে যেতে পারত। বরং গত কয়েক মাস স্থগিত থাকা অর্ডারগুলো এখন বাংলাদেশে আসছে। তিনি আরও জানান, ৮০০ ডলার পর্যন্ত পণ্যের চালান যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কমুক্তভাবে প্রবেশের সুযোগ দেয়া 'ডি মিনিমিস' নিয়ম বিলুপ্ত হওয়ায় বাংলাদেশও উপকৃত হবে। আগে চীন এ সুবিধা পেত, যা বাংলাদেশ নিতে পারেনি অভ্যন্তরীণ কাগজপত্র জটিলতার কারণে। এশিয়ান অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. এ. সালাম বলেন, মার্কিন শুল্ক পুনর্গঠন ক্রেতাদের মধ্যে ইতিবাচক আবহ তৈরি করেছে। তিনি আশা করেন আগামী গ্রীষ্ম ও শরৎ মৌসুমে এর সুফল স্পষ্ট হবে। ঢাকা-ভিত্তিক থিঙ্কট্যাঙ্ক সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, বাংলাদেশ শুল্ক সুবিধার কারণে স্বল্পমেয়াদে অতিরিক্ত অর্ডারের সুবিধা ভোগ করবে। তার মতে, কৌশলগত কারণে যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও চীনের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বহাল রাখবে, যা বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক। তিনি বলেন, বাংলাদেশে কাজের অর্ডার আরও বাড়তে পারে, এর কিছু ভারতের দিক থেকেও আসবে।

এমন পরিস্থিতিতে চীনা বিনিয়োগকারীরাও বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন। চীনা কাইসি গ্রুপ ইতিমধ্যে ১১ আগস্ট বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে ৪০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি করেছে, যেখানে অন্তর্বাস ও আনুষঙ্গিক পণ্য উৎপাদন কারখানা গড়ে তোলা হবে। এই অনুকূল অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ সরকার ১২ আগস্ট ঘোষণা করেছে, ২০২৬ অর্থবছরের মধ্যে পণ্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫ শতাংশ। এছাড়া বাণিজ্য সচিব শেখ বশির উদ্দিন জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কহার আরও কমিয়ে ২০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামানোর উদ্যোগ চলছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গেছে ৮.৬৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য, যা ১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। তবে অনিশ্চয়তাও রয়েছে। ফারুক হাসান জানান, কিছু ক্রেতা এখন আগের ১৫ শতাংশ শুল্কের তুলনায় ২০ শতাংশ হারের বাড়তি বোঝা সামলাতে কম দাম চাইছেন বা সরবরাহকারীদের ওপর খরচ ভাগ করে নেওয়ার চাপ দিচ্ছেন। মোয়াজ্জেম মনে করেন, অতিরিক্ত অর্ডার দীর্ঘস্থায়ী হবে না। স্বল্পমেয়াদে বিক্রেতারা হয়তো মুনাফা কমিয়ে বাড়তি খরচ সামলাবেন। কিন্তু শুল্ক দীর্ঘদিন বহাল থাকলে মার্কিন বিক্রেতারা কিছুটা বোঝা ভোক্তা ও সরবরাহকারীদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন।

সাংবাদিক আশরাফুল ইসলামের ইন্তেকাল

(শেষ পাতার পর)

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি গত ১৮ আগস্ট সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় বাংলাদেশে তার গ্রামের বাড়িনীলফামারীতে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। আশির দশকে ছাত্র হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন আশরাফুল ইসলাম। তিনি বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। নিউইয়র্কে একসময়ের জনপ্রিয় বাংলা বেতার 'পদ্মার ঢেউ' এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। এক দশক আগে তিনি স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে চলে যান। এরপর থেকে গ্রামের বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন তিনি। আশরাফুল ইসলাম একসময় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় (বাসস) কর্মরত ছিলেন। তিনি জনকণ্ঠেও সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিউট অব পারফরমিং আর্টসের (বাপা) অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন। বিপার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সেলিমা আশরাফ তার প্রাক্তন সহধর্মিনী। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সিরাজুল ইসলাম ঠিকানাকে জানান, আশরাফুল ইসলাম একজন সজ্জন ও সংস্কৃতিসেবী ছিলেন। সাংবাদিকতা পেশায়ও তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। ১৮ আগস্ট সোমবার দিবাগত রাতে বাধ্যর্ক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার জানাযা শেষে তাকে গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
পরামর্শের জন্য কোন ফি লাগে না
অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্ণী
কেবল মাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি।
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• মেডিক্যাল ম্যালপ্রাকটিস
Contact : MOHAMMED ALI
718-482-7766, 917-562-1368
The Law Offices of
SURDEZ & PEREZ, P.C
32-72 Steinway Street, Suite # 401
Astoria, NY 11103

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!
SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$
Resdential, Commercial, Foreclosure
HUD Sale, Short Sale Specialist.
20 Years Experience
BUY - SELL - RENT

আপনার বাড়ীর
Free Market Analysis
and Consultation এর জন্য
যোগাযোগ করুনঃ
মোহাম্মদ সেলিম রেজা
Lic. Real Estate Sales Person
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফোনঃ 929-393-7331

Mohammad Salim Reza (MBA)
NYC Licensed Realtor,
Professional/ Couteous!
Tel. 929-393-7331
Email: mrezarealtor@gmail.com
EXIT
EXIT REALTY PRIME
189-10 Hillside Ave, Suite E, Queens, NY 11423
Office: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254

জমে উঠেছে ডাকসু নির্বাচন : মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ৬৫৮ জন

ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় শেষ হয়েছে। গত ১৯ আগস্ট শেষ দিনে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ৯৩ জন। এ নিয়ে টানা আট দিনে ডাকসুর ২৮টি পদে মোট ৬৫৮ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান। অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ডাকসুতে ভিপি, জিএসসহ ২৮টি পদে মোট ৬৫৮ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১০৬ জন। আর হল সংসদের হিসাব এখনো পাওয়া যায়নি। গত ১৯ আগস্ট পর্যন্ত হলগুলোতে ১ হাজার ২২৬ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছিল। এই সংখ্যা কিছু বাড়তে পারে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবির, গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ ও বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার জন্যও অনেকে মনোনয়নপত্র কিনেছেন। এদিকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় বাড়ানোয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদসহ কয়েকটি ছাত্রসংগঠন। তারা বলছে, একটি ছাত্রসংগঠনকে বিশেষ সুবিধা দিতেই প্রশাসন সময় বাড়িয়েছে।

এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, 'কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা এক দিন সময় বৃদ্ধি করিনি। আপনারা দেখেছেন, গত ১৯ আগস্ট শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কেমন ছিল। ডাকসু তাদের অধিকার। সেই অধিকারটুকু যেন শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে নিতে পারে, সে জন্যই আমরা এক দিন সময় বাড়িয়েছি। ডাকসুর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, এখানে কোনো শিক্ষার্থীর দলীয় পরিচয় নেই। এখানে কোনো প্রতীক নেই। সবাই শিক্ষার্থী পরিচয়ে মনোনয়নপত্র নিয়েছে। আমরা কোনো শিক্ষার্থীর প্রতি পক্ষপাত আচরণ করিনি।' মনোনয়নপত্র তুলতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় তদন্তে কী পাওয়া গেল, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, 'তদন্ত কমিটি কাজ করছে। আমরা আশা করছিলাম রিপোর্ট পাব। কিন্তু এখনো পাইনি। পেলে জানিয়ে দেওয়া হবে।' আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, 'এখন পর্যন্ত আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ আমরা পাইনি। গত ১৯ আগস্ট কিছু শিক্ষার্থী স্লোগান দিয়েছিল। তাদের সতর্ক করার পর তারা থেমে গেছে।' মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় শেষ হয়েছে। ২০ আগস্ট বিকেল পাঁচটার মধ্যে এসব মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে। ২১ আগস্ট বেলা একটায় প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবার ডাকসুতে ভিপি, জিএসসহ পদ ২৮টি। গত নির্বাচনে (২০১৯ সালে) পদ ছিল ২৫টি। এবার তিনটি পদ বাড়ানো হয়েছে। আর প্রতিটি হল সংসদে নির্বাচন হবে ১৩টি পদে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন হল আছে ১৮টি। হলের বাইরে আট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে। ইতিমধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৮৭৩ জন ও ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন।

ডাকসুতে ছাত্রদলের প্যানেল : ভিপি আবিদুল, জিএস হামিম-এজিএস মায়েদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ২৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনে ভিপি বা সহ-সভাপতি পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশনের শিক্ষার্থী আবিদুল ইসলাম খান এবং জিএস পদে কবি জসীম উদ্দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক ও উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শেখ তানভীর বারী হামিমকে মনোনয়ন দিয়েছে। এছাড়া এজিএস পদে বিজয় একাত্তর হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছে। বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অপারেজয় বাংলা ভাস্কর্যের পাদদেশে এই প্যানেল ঘোষণা করেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। এছাড়া সম্পাদক পদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে এহ-সানুল ইসলাম, কমনরুম, পাঠকক্ষ ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক পদে চেমন ফারিয়া ইসলাম মেঘলা, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পদে আবু হায়াত জুলফিকার জিসান প্রার্থী হয়েছেন।

তবে গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক পদে ছাত্রদল থেকে কাউকে ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি। তারা এই পদটি ১৫ জুলাইয়ে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বীর সম্মানে খালি রেখেছে। এছাড়া ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক পদে চিম চিম্যা চাকমা, ছাত্র পরিবহন বিষয়ক সম্পাদক পদে সাইফ উল্লাহ্ (সাইফ), সমাজসেবা সম্পাদক পদে সৈয়দ ইমাম হাসান অনিক, ক্যারিয়ার উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক পদে আরকানুল ইসলাম রূপক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসাইন এবং মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান মুন্নার প্রার্থীতা ঘোষণা করেছে সংগঠনটি। সম্পাদক পদ ছাড়াও ১৩টি সদস্য পদে রয়েছে ছাত্রদলের প্রার্থী। তারা হলেন-জারিফ রহমান, মাহমুদুল হাসান, নাহিদ হাসান, মো. হাসিবুর রহমান সাকিব, শামীম রানা, ইয়াসিন আরাফাত আলিফ, মুনইম হাসান অরূপ, রঞ্জন রায়,সোয়াইব ইসলাম ওমি, মেহেরুন্নেসা কেয়া, ইবনু আহমেদ, সামসুল হক আনান এবং নিত্যানন্দ পাল। তফসিল অনুযায়ী ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর।

'ইনক্লুসিভ' প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির

গত ১৮ আগস্ট বড় চমক দেখিয়ে 'ইনক্লুসিভ' বা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল ঘোষণা করে ইসলামী ছাত্রশিবির। প্যানেলে শিবিরের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড শিক্ষার্থী, জুলাইয়ে আহত শিক্ষার্থী, আপ বাংলাদেশ, ইনকিলাব মঞ্চ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের রেখেছে সংগঠনটি। শিবিরের প্যানেলে মনোনয়ন পেয়েছেন একজন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীও। এ ছাড়া রয়েছেন বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী নারী শিক্ষার্থীও। শীর্ষ তিন পদে রাখা হয়েছে আলোচিত প্রার্থীদের। ভিপি পদে নির্বাচন করবেন ঢাবি শিবিরের সাবেক সভাপতি ও জুলাইয়ের অন্যতম সংগঠক সাদিক কায়েম, ঢাবি শাখার সভাপতি

(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

সৌদি আরবে ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

INDIAN VISA

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
- মোয়াল্লেম

আমরাই দিচ্ছি

সবচেয়ে কম দামে

Emirates KUWAIT AIRWAYS السعودية SAUDIA QATAR AIRWAYS TURKISH AIRLINES

718-721-2012

নজরুল ইসলাম
সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Cell: 917-459-7181

IATA Approved

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি।

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বিএমএএনএ'র বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত

(শেষ পাতার পর)

ডা. আয়েশা সিকদার সভাপতি ও ডা. আহমদ মোরশেদ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট অতিথির মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. সাফিউল হাসানসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্য স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান, প্রধান অতিথি ও বক্তা যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটির সভাপতি ডা. রফিকুল হাসান (জিন্নাহ) বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

কনভেনশনে একাডেমিক ও পেশাগত কার্যক্রম, সিএমই সেশনে বৈজ্ঞানিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। রেসিডেন্সি প্রোগ্রামে আবেদনকারীদের জন্য বিশেষ সেশন ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। দেশব্যাপী বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের নারী চিকিৎসক নেতৃবৃন্দের অভিজ্ঞতা বিনিময়, চিকিৎসক লেখকদের বই আলোচনা ও সাহিত্যিক মিলনমেলা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণামূলক ও আনন্দঘন কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় দিনে রিভার ক্রুজ, নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং তৃতীয় দিনে গালা ডিনার, শিল্পী তপন চৌধুরী ও দিনাত জাহান মুনির সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। এছাড়া নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৫-২০২৭ মেয়াদের জন্য নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিতে অন্যান্য যারা রয়েছেন, তারা হচ্ছেন: সহ-সভাপতি– ডা. মো. ইউ-সুফাল মামুন, কোষাধ্যক্ষ: ডা. আদিবা আনজুম গীতি, বৈজ্ঞানিক সম্পাদক: ডা. সাকিফ হাসান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক: ডা. তানভীর হোসেন (কেনেডি), ইয়াং ফিজিশিয়ান সেক্রেটারি: ডা. সিনা ইবনে আলম, সদস্যবৃন্দ: ডা. ফেরদৌসি শিপ্পি, ডা. মাহমুদা আলম কোলি, ডা. খাজা চৌধুরী (রাসেল)।

কনভেনশনে যাদের পুরস্কার ও সম্মাননা দেওয়া হয় তারা হচ্ছেন: লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট: ডা. রিয়াজ চৌধুরী, এমডি, হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাওয়ার্ড: ডা. ওয়াসিম হাফিজ, এমডি; ডা. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, এমডি, স্বীকৃতি পুরস্কার: ডা. ফরুক আহমেদ (বাংলাদেশ); ডা. রফিক মাহমুদ (হেলালী) এমডি, বিশেষ সম্মাননা: ডা. বাশের আতিকুজ্জামান, এমডি; ডা. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম (বীর প্রতীক)। কনভেনশনে ২০২৬ সালে ইউতাহ'র সল্টলেক সিটিতে সংগঠনের ৪৫তম বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বেঙ্গল ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়ন

(শেষ পাতার পর)

শুরুর প্রাক-অনুমতি পাবার তথ্য জানাতে গত ১৩ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে 'বেঙ্গল ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়ন' (বিএফসিইউ)। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বিএফসিইউ'র উদ্যোক্তা এবং সিইও মোহাম্মদ কাদের সিআইপি বলেন, 'ন্যাশনাল ক্রেডিট ইউনিয়ন এডমিনিস্ট্রেশন' থেকে গত ৪ আগস্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি পাওয়ার পরই বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটেছে। প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে গঠিত হতে যাচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ফেডারেল স্বীকৃত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে এমন একটি প্রত্যাশা ছিল পাঁচ দশকেরও অধিক সময় যাবত।

বিএফসিইউ'র সিইও মোহাম্মদ কাদের আরো জানান, আমেরিকায় অনেক ছোট কম্যুনিটি হওয়া সত্বেও নেপালীরাও ব্যাংক স্থাপন করেছেন কয়েক বছর আগে। অনুমোদনের শর্ত হিসেবে ৬ মাসের মধ্যে তিন শতাধিক দাতা-সদস্য সংগ্রহ করতে হবে। তারা এক হাজার ডলার করে প্রদানের অঙ্গিকারপত্র দেবেন। এই অর্থ ব্যাংকটির মূলধনে পরিণত হবে। তিনি আরো বলেন, আমরা যদি ৫ মিলিয়ন ডলারের তহবিল সংগ্রহ করতে পারি তাহলে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ফেডারেল সরকার থেকে ৫০ মিলিয়ন ডলার পাবো। এই ব্যাংকে সুদের হার হচ্ছে দশমিক ৫ মাত্র। অর্থাৎ বিএফসিইউ'র মূলধনের জন্য এককভাবে কারো কাছ থেকে ধার-দেনার প্রয়োজন নেই। এর মালিকানায় থাকবেন দাতা-সদস্যরা। সদস্যরাই ব্যাংকে একাউন্ট খুলবেন এবং ব্যক্তিগত/ব্যবসায়ী সকল কার্যাদি সম্পন্নে সক্ষম হবেন অর্থাৎ প্রচলিত ব্যাংকের সকল সুবিধা পাবেন। কাদের মিয়া বলেন, বিএফসিইউ থেকে বাড়ি-গাড়ি-ব্যবসা ক্রয়ের ঋণের সুদ হবে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেয়ে অনেক কম। তিনি আরো জানান, দাতা-সদস্যগণের অঙ্গিকার পত্র সাবমিটের পরই কুইন্সে বিএফসিইউ'র সদর দফতর স্থাপিত হবে এবং সামনের এক বছরের মধ্যে কুইন্স, ব্রুকলীন, ব্রঙ্কসে ৫টি শাখা খোলা হবে। এর মধ্য দিয়ে বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর কর্মসংস্থানের পথও সুগম হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুমতি স্টেট প্রশাসন থেকে পাওয়া গেছে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মাওলানা আবু জাফর বেগ পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপস্থাপিকা সোনিয়া। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম প্রবাসীদের প্রতি আহবান জানান তারা যাতে নিয়ম অনুসরণ করে দাতা-সদস্য তথা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে এই ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত হন। সোনালী ব্যাংকের সহযোগী 'সোনালী এক্সচেঞ্জ'র সিইও মো. কবির বলেন, বছরে আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫০ মিলিয়নেরও অধিক ডলার বাংলাদেশে পাঠাচ্ছি অন্য ব্যাংকের মাধ্যমে। বিএফসিইউ কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে শুরু করলে এর মাধ্যমে পাঠানো সম্ভব হবে অর্থাৎ প্রবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষায় আমরাও অবদান রাখতে সক্ষম হবো।

বিএফসিইউ'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণকেও পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তারা হলেন শাহ শহীদুল হক, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল, সিফা আমিন, মিনারা মাহমুদিন, মাহাফুজ আনিসুর রহমান, সালাউদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও প্রস্তাবিত কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন: জে মোল্লা সানি, এনায়েত মুনশি, আব্দুল মান্নান, রিমি ভুইয়া, বদরুল হক আজাদ, মো. সোলাইমান, জাহাঙ্গীর আলম জয় প্রমুখ। তারা সকলেই ছিলেন।

'বেঙ্গল ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়ন'র সিইও মোহাম্মদ কাদের সিআইপি বলেন, আজকের এই মুহূর্তটি কেবল আমার জন্য নয়, প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্যও এক গর্বের দিন। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকায় বাস করলেও আমাদের নিজস্ব কোনো পূর্ণাঙ্গ ফেডারেল আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। অনেক কমিউনিটি বহু আগেই নিজেদের জন্য ব্যাংক বা ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। অবশেষে আজ আমরা সেই দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আমরা ইতোমধ্যেই ন্যাশনাল ক্রেডিট ইউনিয়ন এডমিনিস্ট্রেশন তথা এনসিইউএ থেকে নাম ক্লিয়ারেন্স এবং প্রি-অ্যাপ্রুভাল পেয়েছি। এটি কোনো সাধারণ অনুমোদন নয়, এটি একটি আইনানুগ, স্বীকৃত এবং ভবিষ্যতের জন্য সুসংহত আর্থিক ভিত্তি। এখন আমাদের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে ৩০০ জন ফাউন্ডিং মেম্বার সংগ্রহ করা এবং সেইসাথে মূলধন সংগ্রহ সম্পন্ন করে পরবর্তী ধাপে যাওয়া। আমি সবাইকে এই ঐতিহাসিক যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।" কাদের সিআইপি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, "আমি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমেরিকায় বাস করছি এবং দেখেছি কীভাবে আমাদের অনেকেই, বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম, ছোট ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রী ও পরিবার প্রধানরা ন্যায্যভাবে হালাল লোন, অটো লোন, ক্রেডিট কার্ড এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই বাস্তবতা থেকেই আমার মধ্যে এই উদ্যোগের জন্ম। আমি চেয়েছি এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে, যা হবে আমাদের মানুষের দ্বারা, আমাদের মানুষের জন্য এবং আমাদের মানুষের মালিকানায়।

তরুণ চিকিৎসক আরমান সোবহানের ইন্তেকাল

(শেষ পাতার পর)

সন্তান আরমানকে। মরহুম মুস্তাফা জামান আব্বাসীর দৌহিত্র আরমানের মা সামিরা আব্বাসী বর্তমানে ফ্লোরিডার মায়ামিতে বসবাস করছেন। শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সামিরা আব্বাসী ও ইঞ্জিনিয়ার খালেদ সোবহানের দুই সন্তানের একজন ছিলেন আরমান। আরমান সোবহান ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন বিশ্বখ্যাত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি মেডিকেল স্কুলে কৃতিত্বের সাথে পড়াশোনা শেষ করেন এবং প্রকাশ করেন একাধিক গবেষণাপত্র। সম্প্রতি নিউইয়র্কের সেন্ট জোন্স রিভারসাইড হাসপাতালে ইন্টারনাল মেডিসিনে রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান হিসেবে যোগ দেন। চিকিৎসা পেশায় তিনি বিশেষভাবে কার্ডিওলজিতে দক্ষতা অর্জনের স্বপ্ন দেখতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইরে আরমান ছিলেন একজন সংগীতশিল্পী। পিয়ানো, বাঁশি, স্যাক্সোফোন এবং বেহালা বাজাতে পারতেন অনবদ্য দক্ষতায়। বহুমাত্রিক প্রতিভার জন্য পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন সবার প্রিয়।

নিয়মিত ফোন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলে উদ্বিগ্ন পরিবার খোঁজ করতে থাকে। অবশেষে ১৭ আগস্ট মঙ্গলবার তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্ক থেকে আরমানের মরদেহ ফ্লোরিডায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাঁকে সমাহিত করা হবে সেখানেই।

উল্লেখ্য, আরমানের মা সামিরা আব্বাসী কিছুদিন আগে হারিয়েছেন তাঁর বাবা, বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা জামান আব্বাসীকে। তারও আগে প্রয়াত হন তাঁর মা, খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক আসমা আব্বাসী। এভাবে একের পর এক শোকের আঘাতে বিধ্বস্ত এই পরিবারে তরুণ আরমানের অকালপ্রয়াণ নিঃসন্দেহে অপূরণীয় ক্ষতি। বাংলাদেশ ও প্রবাসে পরিচিত ও সমাদৃত আব্বাসী পরিবারের এই তরুণ সদস্যের মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজন-অনুরাগীরা স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

- Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
- Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

- Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
- আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
- We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
- We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care –
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI TOWER · BARI HOME CARE (YOUR HEALTH OUR CARE) · BARI SUPERMARKET (WE CARE FOR YOUR NEEDS) · BARI RESTAURANT (WE CARE FOR YOUR TASTE) · BARI PARTY HALL (MAKE YOUR PARTY MEMORABLE) · BARI MEDIA (INDEPENDENT, FEARLESS & FREE) · BARI CHARITY FOUNDATION (HELP OTHERS & BE HAPPY) · BARI &BARI (ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS) · BARI ESTATE (THE HOME - SWEET HOME) · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE (WE CARE FOR YOUR NEEDS)

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside,
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower
74-09 37th Ave,
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

জুলাই সনদ নিয়ে বিএনপির আপত্তি

(প্রথম পাতার পর)

আনুষ্ঠানিক আপত্তি জানানোর কারণে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে যাচ্ছে। জুলাই সনদ প্রশ্নে বিএনপির আপত্তিকে জুলাই আন্দোলনের সমন্বয়কদের উদ্যোগে গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতৃবৃন্দ সুদৃষ্টিতে দেখছে না। তারা বিএনপির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে। বিএনপি যে জুলাই সনদস্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে না তা মোটামুটি ধারণা করা গিয়েছিল। এবার তা সুস্পষ্ট হওয়ায় সনদের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তি সাংঘর্ষিক পর্যায়ে চলে গিয়ে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সনদের সমন্বিত খসড়ার কয়েকটি বিষয়ে আপত্তির কথা এবার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে জানিয়েছে বিএনপি। দলটি বলেছে, রাজনৈতিক সমঝোতার দলিলকে সংবিধানের ওপর স্থান দেওয়া, সনদ নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না, এমন বিধান রাখার প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য। গত বুধবার সন্ধ্যায় খসড়া নিয়ে নিজেদের লিখিত মতামত কমিশনে জমা দিয়েছে বিএনপি। একই দিন অন্য আরও চারটি দল খসড়া নিয়ে নিজেদের মতামত ঐকমত্য কমিশনে জমা দেয়। এরপর কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মতামত জমা দেওয়ার সময় আগামীকাল শুক্রবার বেলা তিনটা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। মোটাদাগে জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়ার অঙ্গীকার অংশের তিনটি ধারা এবং সূচনা বক্তব্য নিয়ে আগের দিন মঙ্গলবার প্রশ্ন তুলেছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। বিএনপি সূত্র জানায়, মূলত সে বিষয়গুলোই কমিশনকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। জুলাই সনদকে সংবিধানের ওপর স্থান দেওয়া, সনদ নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না এবং সনদের ব্যাখ্যার ভার থাকবে সুপ্রিম কোর্টের হাতেড়এই বিষয়গুলোর সঙ্গে বিএনপি একমত হয়নি। এর পাশাপাশি আরও কিছু খুঁটিনাটি ও শব্দচয়নগত বিষয়েও মতামত দেওয়া হয়েছে। বিএনপি আশা প্রকাশ করেছে, জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত, স্বাক্ষরিত এবং বাস্তবায়ন হবে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সনদ বাস্তবায়নের জন্য কোনো বৈধ, আইনি ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া খুঁজে বের করা যাবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, জুলাই সনদের অঙ্গীকারনামা অংশে যেসব প্রস্তাব রাখা হয়েছে, বিশেষ করে একটি রাজনৈতিক সমঝোতার দলিলকে সংবিধানের ওপর স্থান দেওয়া, কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করার যাবে নাড়ইত্যাদি বিষয় অগ্রহণযোগ্য এবং যৌক্তিক নয়। তা ছাড়া রাষ্ট্র সৃজনের সময়, অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪-এর তুলনা করা সঠিক নয়। ঐকমত্য কমিশন সূত্র জানায়, গতকাল এনডিএম, এবি পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও আমজনতার দল খসড়া নিয়ে লিখিত মতামত জমা দিয়েছে। এবি পার্টি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, সমন্বিত খসড়ায় তাদের মতামতের বেশ কিছু প্রতিফলন ঘটেছে। সংবিধান-সংক্রান্ত সংস্কারের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য গণভোটের আয়োজন করা যায় কি না, সে বিষয়ে সরকার বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরামর্শ চাইতে পারে। গত ২৯ জুলাই রাজনৈতিক দলগুলোকে জুলাই সনদের একটি খসড়া দিয়েছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। সেটি নিয়ে দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় 'সমন্বিত খসড়া', যা গত শনিবার সন্ধ্যায় দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়। সনদ বা সংস্কার প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী হবে, তা এখনো ঠিক হয়নি। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী হলে থাকা যাবে না দলীয় প্রধানের পদে

জুলাই সনদের খসড়ায় আরও যা আছে

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে কোনো ব্যক্তি দলীয় প্রধানের পদে থাকতে পারবেন না, কেউ ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকতে পারবেন না, সংসদ হবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট এসব সুপারিশ উঠে এসেছে 'জুলাই সনদের' খসড়ায়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের তৈরি করা 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর চূড়ান্ত খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে যেসব সংস্কারে ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে এতে। জুলাই সনদের খসড়ায় বলা হয়েছে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহ পারস্পরিক ও সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে এসব বিষয়ে একমত হওয়া গেছে। তবে সব দল সব বিষয়ে একমত হয়নি, কোনো কোনো দল কোনো কোনো সুপারিশের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে। সনদের পটভূমিতে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। "রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের" মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকরী ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। গত দেড় দশকে আওয়ামী লীগ সরকার "জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা কায়েম করে" বলেও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের "জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়" এবং এর পর "জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের এক প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে"- সনদে বলা হয়েছে।

যেসব বিষয়ে ঐকমত্য: রাষ্ট্রভাষা, নাগরিকত্ব ও সংবিধান : রাষ্ট্রভাষা, নাগরিকত্ব ও সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে 'বাংলা' এবং বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত অন্যান্য সব ভাষাকে দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। বাংলাদেশের নাগরিকরা 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবে। সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে; এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে। সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা হবে। বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বা মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধী দলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিকের দুটি অধিকার (ক) জীবনের অধিকার ও (খ) বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিদ্যমান সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাবে না।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার : সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখ থাকবে। সব সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদার প্রশ্নে সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, "বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হইবে।" মৌলিক অধিকারের তালিকা সংশোধন ও সেগুলো বাড়ানো হবে। মূলনীতির ক্ষেত্রে পাঁচটি দল নোট অব ডিসেন্ট বা আপত্তি জানিয়েছে বলে ঐকমত্য কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতির জায়গায় বলা হয়েছে, সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইনসভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায়

ভারসাম্য আনতে এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াতে সংবিধানে সংশোধনীর প্রস্তাব করা হবে। কারো পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ দিতে পারবেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে"রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাইবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস করিবার পর তা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে।" রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতার জায়গায় বলা হয়েছে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বনস্থা ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যে-কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। সংশ্লিষ্ট আইনে এরূপ বিধান রাখা হবে যে, এরূপ কোনো আবেদন বিবেচনার পূর্বে মামলার বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ : একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যত বারই হোক সর্বোচ্চ ১০ বছর থাকতে পারবেন, এ জন্যে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ব্যক্তি একইসঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না, এরূপ বিধান সংবিধানে যুক্ত করা হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা : বিদ্যমান সংবিধানের ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে যেসব বিধান সংযুক্ত করার কথা বলঅ হয়েছে- (১) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। (২) সংবিধানের ৫৮ (খ) সংশোধনপূর্বক সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ১৫ দিন পূর্বে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী পনের (১৫) দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। (৩) মেয়াদ অবসানের ক্ষেত্রে সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে জাতীয় সংসদের স্পিকারের তত্ত্বাবধানে এবং সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় ড় ১. প্রধানমন্ত্রী, ২. বিরোধী দলীয় নেতা, ৩. স্পিকার, ৪. ডেপুটি স্পিকার (বিরোধীদলের) এবং ৫. সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধিড় (যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্য থেকে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হবে) মোট পাঁচ (৫) সদস্য সমন্বয়ে একটি 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে। কমিটির যেকোনো বৈঠক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করবেন স্পিকার। (৪) কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্যদের কাছ থেকে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবের আহ্বান করবেন এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি দল এক জন এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য একজন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারবে। (৫) রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যগণ পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ে তাদের প্রস্তাবিত নাম দাখিল করবেন। (৬) পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে প্রস্তাবিত নামসমূহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করত বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ এর অধীনে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য তাদের মধ্য হতে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। (৭) বাছাই কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার মধ্যে এ পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্ত করা সম্ভব না হলে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংসদের সরকারি দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট পাঁচ জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। এছাড়া সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল দুই জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্যে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হবে। উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নামসমূহ স্পিকার জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন। (৮) উপর্যুক্ত চ-এ বর্ণিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরকারি দল/জোটের প্রস্তাবিত পাঁচ জন ব্যক্তির তালিকা থেকে প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো একজনকে বেছে নেবে; অনুরূপভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রস্তাবিত পাঁচ ব্যক্তির নামের তালিকা থেকে সরকারি দল যেকোনো এক জনকে বেছে নেবে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রস্তাবিত মোট দুই জনের নামের তালিকা থেকে সরকারি দল/জোট যেকোনো একজনকে বেছে নেবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো এক জনকে বেছে নেবে। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নামসমূহের মধ্য হতে যেকোনো একজনের ব্যাপারে যদি প্রস্তাবকারী দলগুলোর মধ্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে মনোনীত হবেন। অথবা কোনো একজনের ব্যাপারে কমিটির পাঁচ জন সদস্যের মধ্যে যদি চার জন সদস্য একমত হন তাহলে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবেন। (৯) যদি এই পদ্ধতিতে কোনো একজনের বিষয়ে প্রস্তাবকারী পক্ষসমূহ একমত হতে না পারে তাহলে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচার বিভাগের দুইজন প্রতিনিধি বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে যুক্ত হবেন এবং তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না। এই দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে একজন আপীল বিভাগের বিচারপতি হবেন এবং একজন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হবেন। বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিকে মনোনীত করার জন্যড়১. সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, ২. কর্মরত প্রধান বিচারপতি এবং ৩. আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে। (১০) এই পর্যায়ে সাত সদস্য বিশিষ্ট বাছাই কমিটির সদস্যরা পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্পিকারের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে 'র ্যাংকড চয়েজ' বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে যেকোনো একজনকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নেবেন। (১১) উপর্যুক্ত যেকোনো পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি পরবর্তী ৯০ দিনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় তিনি শপথ গ্রহণ করবেন না। (১২) উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমেও যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বেছে নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসরণ করতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া যাবে না। (১৩) কোনো কারণে প্রধান উপদেষ্টার পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি কোনো সময় ব্যতিরেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্ববর্তী র ্যাংকড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানালে অথবা দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে র ্যাংকড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে পরবর্তী স্থানে থাকা ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হবেন। এই পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন হলেও পূর্বতন উপদেষ্টা পরিষদ বহাল থাকবে। তবে উপদেষ্টা পরিষদের কোনো পদ শূন্য হলে নবনিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা সেই শূন্যপদ পূরণের অধিকার রাখবেন। (১৪) নিয়োগলাভের পর প্রধান উপদেষ্টা উপর্যুক্ত বাছাই কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে অনধিক ১৫ (পনেরো) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য বেছে নেবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ প্রদান করবেন। (১৫) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে, ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিলুপ্ত সংসদের একই ধরনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটি পরবর্তী ১৪ দিন তথা ৩৩৬ ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ অভিন্ন পদ্ধতিতে এক জন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবে এবং তিনি অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন। (১৬) সংবিধানের ৫৮(৭)(ঘ) সংশোধন করে "বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" এর পরিবর্তে "পঁচাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। (১৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং উপদেষ্টারা মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। (১৮) সংবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও এখতিয়ার ও অবসানের সময়সীমা নির্ধারিত হবে। (১৯) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক ৯০ দিন। *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

জুলাই সনদ নিয়ে বিএনপির আপত্তি

(৩০ পাতার পর)

তবে দৈব-দুর্বিপাকজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরও সর্বোচ্চ ৩০ দিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে। (২০) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তার পদের কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে। *ত্রয়োদশ সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৫৮(গ) (২) ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

আইনসভা : আইনসভা গঠনের জন্য সংবিধানে যেসব বিধান যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে (ক) বাংলাদেশে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে, যার নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) ১০০ সদস্য নিয়ে নিয়ে গঠিত হইবে।" (খ) নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। (গ) উচ্চকক্ষের মেয়াদ হবে শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর। তবে কোনো কারণে নিম্নকক্ষ ভাঙ্গিয়া গেলে উচ্চকক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে। (ঘ) রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একই সঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০ শতাংশ নারী প্রার্থী থাকতে হবে। উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকার জায়গায় বলা হয়েছেতারা নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের পর্যালোচনা করবে, তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না; সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে হবে। উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতার মতোই হবে। জাতীয় সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ আসনে উন্নিত করা হবে। বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে; জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান ৩০০ সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম পাঁচ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দলগুলোকে আহ্বান জানানো হবে; প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে নূন্যতম পাঁচ শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখবে। সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রেখে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনী (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়) এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়, হিসাব অনুযায়ী তা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে; তবে সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোয়নের ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থীতার লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হয়ে যাবে।

বিচার বিভাগ : প্রধান বিচারপতি নিয়োগে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করবেন। এখানে শর্ত দেওয়া হয়েছে, কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তবে তারা সংবিধানে আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারপতিদের মধ্য হতে যেকোনো একজনকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দান করবেন মর্মে বিধান সংযোজন করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬ এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাবে না। সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক, সময়ে সময়ে, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা যাইবে।" সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, "সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (Judicial Appointments Commission-JAC) গঠন করা হইবে। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : সংবিধানে এমন বিধান যুক্ত করা যাবে, "বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে।" সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণেল বিষয়ে বলা হয়েছে রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি, সময়ে সময়ে, যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তার পরিবর্তে রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে এবং প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিচারকদের পদের মেয়াদ ও তাদের অপসারণ সংক্রান্ত সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা ও তার এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হবে। সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ ও প্রয়োগ করা হবে।

সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় : সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে 'বিচারপতি' পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা হবে। অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা হবে। সংবিধানের অধীনে সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হইবে। একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা হবে। বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা হবে। প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুসঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান করা হবে।

আইনজীবীদের আচরণবিধি : আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ করা, জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইবুনাল স্থাপন এবং এর প্রধান হিসেবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে। আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের কোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা : প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনারগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। আইনের দ্বারা নিম্নরূপে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) প্রধানমন্ত্রী, (৪) বিরোধী দলের নেতা, এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি। এই বাছাই কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা (যেখানে নির্বাচন কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী অনুসন্ধানের পদ্ধতি, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকবে) নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আহ্বান করাসহ কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করত সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মধ্য হতে এক জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত প্রতিটি পদের বিপরীতে একজন করে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা হিসেবেড়ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন (যদি ইতোমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে) এবং সেই কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

মুজিব ও হাসিনার পতন এবং ১৫ আগস্ট

(প্রথম পাতার পর)

এমনকি মহামানব ছিলেন না। একজন মানুষ ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি মানবিক ভুলত্রুটি' সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন না। তিনি অজাতশত্রুও ছিলেন না। তার অপঘাত মৃত্যুই বড় প্রমাণ যে তিনি নিজেকে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস এবং জনগণের ভাগ্যবিধাতা বিবেচনা করে প্রচুর শত্রু সৃষ্টি করেছিলেন। বাড়াবাড়ি, দুঃশাসন, রাষ্ট্র পরিচালনায় অদক্ষতা সত্ত্বেও দাম্ভিকতার কারণে কাছের লোকজনেরও বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। তারাই তার হাত থেকে দেশ ও জনগণকে বাঁচাতে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যারা ঢাকায় ছিলেন ওই দিনটির সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা দলে দলে রাস্তায় নেমে আসেন। হত্যার প্রতিবাদ জানাতে নয়, আনন্দ প্রকাশ করতে। এত বিশাল একজন রাজনৈতিক নেতা, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ওই সময়ের রেসকোর্স ময়দানে তার ভাষণ শুনে যারা পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উজ্জীবিত হয়েছিল, তার অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল এবং পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে যেভাবে বীরোচিত সংবর্ধনা দিয়ে বরণ করেছিল, তার প্রতি সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে কতটা ঘৃণায় পর্যবসিত হলে তার হত্যাকাণ্ডকে আনন্দ উচ্ছ্বাসে উদযাপন করতে পারে সে দৃশ্য যারা দেখেননি তাদের কাছে তা হয়তো বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তার অপশাসন, বিরুদ্ধবাদীদের নিপীড়ন গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতা হরণকারী 'বাকশালী' স্বৈরশাসন চাপিয়ে দেওয়ায় তার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটেছিল। জনগণ তাদের একসময়ের পূজনীয় নেতার মৃত্যুতে শোকের অশ্রুপাত না করে নাজাত দিবস পালন করেছিল।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট নিজের জীবন বাঁচাতে শেখ হাসিনা ও তার প্রিয়ভাজনদের পলায়ন আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রথম ও একমাত্র পলায়ন কাহিনি নয়। নিজেদের বিপদ আসন্ন দেখলেই তারা পালায় এবং যারা পালায় তারাই বাঁচে। শেখ মুজিবের মৃত্যু দিবসেও আওয়ামী লীগ এবং দলটির সব অঙ্গ-সংগঠনের নেতা-কর্মীরা পঁচাত্তরে ১৫ আগস্ট দলে দলে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবকে তার যেসব রাজনৈতিক সঙ্গী সহ্য করতে পারেননি এবং তার জীবৎকালে মুখ পর্যন্ত খুলতে পারেননি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়া শেখ মুজিবের রক্ত জমাট বাঁধার আগেই মুজিবমুক্ত বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন।

তা সত্ত্বে ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিব যত ভুলই করে থাকুন সেজন্য তাকে হত্যা করা, হত্যার ঘটনায় আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার মতো ঘটনাগুলোকে আমি স্বাভাবিক বিবেচনা করতে বা মানতে পারি না। যদিও একটি হাদিসে আছে যে- কোনো মৃত মুসলিমের প্রতি যদি নিন্দাসূচক মন্তব্য করে তার মৃত্যুতে স্বস্তির প্রকাশ হিসেবে 'আলহামদুলিল্লাহ' উচ্চারণ করা হয়, তাহলে মৃতের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যার প্রতি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হয়, সে মৃতের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (বুখারি ১৩৬৭)। যেহেতু শেখ মুজিবের নিন্দা ও প্রশংসা করার লোকজন এখনো রয়েছে সেজন্য তিনি জাহান্নামে বা জান্নাতে যাবেন সে সিদ্ধান্ত একান্তই মহান সৃষ্টিকর্তার। যদিও শেখ মুজিবের দুঃশাসন ও রক্ষীবাহিনীর নজিরবিহীন অত্যাচার দেখার ও ভালোভাবে বোঝার মতো বয়স আমার হয়েছিল এবং পিঠ বাঁচিয়ে তার সমালোচনাও করেছি, তবুও তার মৃত্যুতে উচ্ছ্বসিত না হয়ে আমি স্বভাবসুলভভাবে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' উচ্চারণ করেছি।

১৯৯৬ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় গিয়ে স্বয়ং শেখ হাসিনা এবং তার দল আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবকে যেভাবে মহামানবে পরিণত শুরু করেছিলেন, তার ষোলকলা পূর্ণ হয় ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় গিয়ে টানা সাড়ে পনেরো বছর ক্ষমতায় থেকে তার পিতাকে পূর্ণ দেবতার রূপ দিতে। শেখ মুজিবকে তিনি দেশবাসীর সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে আরাধ্যের পাত্রে পরিণত করেন। মুহূর্তের জন্যও তিনি বিবেচনা করেননি যে, তার ফ্যাসিবাদী শাসনে জনগণকে অতিষ্ঠ করে তোলা ছাড়াও সব কাজে, সব কথায় কারণে-অকারণে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তার মরহুম পিতাকে টেনে এনে অর্থহীনভাবে মৃত পিতাকে গ্লোরিফাই বা মহিমান্বিত করার চেষ্টা চালিয়ে তিনি নিজের ও কবরবাসী পিতার সর্বনাশ করেছেন।

শেখ হাসিনা প্রতিনিয়ত দাবি করতেন যে, তিনি প্রতিদিন ফজরের নামাজ আদায়ের পর কোর-আন তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু দৃশ্যত নামাজ ও তেলাওয়াত তাকে হেদায়েতের পথে আনতে পারেনি। হেদায়েত দান করা একান্ত আল্লাহর ইচ্ছা। কোরআনে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন।' (সুরা মুদ্দাসসির : ৩১)। আল্লাহ যেহেতু তাকে হেদায়েতের পথে আনতে পারেননি, আল্লাহর ইচ্ছায় জনগণ তাকে দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ ও ক্ষতিকর বিবেচনা করে নিজেদের মৃত্যু ও রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার মসনদ থেকে তাকে পলায়নে বাধ্য করে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট তার পিতার মৃত্যু-পরবর্তী আনন্দ-উচ্ছ্বাসের চেয়ে বহুগুণ বেশি উচ্ছ্বাসে ৫ আগস্ট উদযাপন করেছে।

শেখ হাসিনার জন্য আমার দুঃখ হয়। তিনি যদি পঁচাত্তরের আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন করে দোষীদের শাস্তি বিধান করার মধ্যেই তার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করা সীমিত রাখতেন তাহলে তার ভাগ্যে এতটা দুর্দশা না-ও আসতে পারত। কিন্তু শাসক হিসেবে শেখ হাসিনা আগ্রাসি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তার পিতৃহত্যার দায় চাপিয়েছেন সমগ্র জাতির ওপর এবং পিতার ঘাতকদের মতো জাতিকেও দুর্ভোগের শিকারে পরিণত করেছেন। পুরো বাংলাদেশকে তিনি প্রাচীরবিহীন এক কারাগারে রূপান্তরিত করেছিলেন। নামাজ ও কোরআন তাকে কোনো শিক্ষা দিতে না পারলেও তার পিতার মৃত্যু নিয়ে বিদগ্ধজনেরা কী লিখেছেন, সেগুলো পাঠ করলেও তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন যে তার করণীয় কী হওয়া উচিত ছিল। আমি তাদের লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করতে চাই।

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর খ্যাতিমান সাংবাদিক এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রদূত ও মন্ত্রী এনায়েতুল্লাহ খানের একটি দীর্ঘ নিবন্ধ সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল, যেটি পরে একাধিক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। "শেখ মুজিব : পুতুলনাচের ইতিকথা" শীর্ষক এক নিবন্ধে তিনি বলেন: "শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তার অধিষ্ঠান এবং পরিশেষে 'স্বর্গ হতে বিদায়'-এ অবশ্যম্ভাবিতারই বিয়োগান্ত আলেখ্য। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একদিকে নাটকীয়তায় চমকপ্রদ, অন্যদিকে দ্বৈততায় খণ্ডিত। অগণিত আত্মদান এবং এক ঝুড়ি রূপকথা মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল তার স্বর্গের সিঁড়ি। ব্যক্তিত্বের অপরিমিত শৌর্য ও অনুকূল ইতিহাসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তার রাজকাহিনি। তিনি ছিলেন রূপকের রাজা। সত্যিকারের মুকুটের ভার তাই তিনি বইতে পারেননি বরং মুকুটের ভারে তিনি ন্যুব্জ হয়েছেন। যারা প্রাণ দিল, অস্ত্র তুলে নিল, যারা দেশপ্রেমের সুমহান অঙ্গীকারের রক্ত দিয়ে মাতৃভূমির ঋণ শোধ করল, তাদেরই রক্ত-মাংস-হাড়ের বিনিময়ে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন এক অলৌকিক ক্ষমতার দেউল। সেখানে দেবতা একক, কিন্তু পূজারি নেই। মানুষকে বাদ দিয়ে শুরু হলো বিগ্রহের রাজ-নীতির পুতুলের খেলা। পরদেশী পটুয়ার হাতে সৃষ্টি হলো পুতুলের রাজা শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু ইতিহাস আরও বেশি নির্মম এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৫ আগস্ট। এক-ঝাঁক আগ্নেয় সিসা লক্ষ কোটি মানুষের সীমাহীন রোষের আকস্মিক বিস্ফোরণের মতো নিপাত করল পুতুলের রাজত্ব।"

এনায়েতুল্লাহ খান আরও লিখেছেন : "ত্রিশ লক্ষ প্রাণ ও আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় মুক্তির পরিবর্তে দেশবাসী পেল এক পুতুল সরকার এবং সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে পুতুলনাচের ইতিকথা। শেখ মুজিবুর রহমান এই ইতিকথার নেপথ্য নায়ক।... তিনি ছিলেন দক্ষ নট। অভিনয়ের চাতুর্যে প্রতিটি নাটকীয় মুহূর্তে দর্শকবৃন্দের তুমুল করতালি কুড়িয়েছেন, বাগ্মিতার সম্মোহন ও বিভ্রমের মায়াজাল রচনা করেছেন। জাতীয় স্বাধীনতার মহানায়কের শিরোপা পরিধান করেছেন। কিন্তু বারবার মুক্তিকামী মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সেখানেই তার ট্র্যাজেডি। গণচেতনাকে পায়ে মাড়িয়ে, সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে শুরু হয়েছিল পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়। এরই ফলশ্রুতি একদল, একনেতা, একদেশ। শেখ মুজিবুর রহমান এ নাটকের নিরুপায় ক্রীড়নক। তিনি ছিলেন কিংবদন্তির নায়ক। তার রাজনীতির প্রক্রিয়া দ্বিচারণে অতুল্য। শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থান এবং পতন এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিহিত ছিল। শেখ মু-জিবুর রহমান জুডাসের সিংহ নন অথবা দেব বংশোদ্ভব কূলনায়ক নন। তিনি বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাস ও পরিমণ্ডলে লালিত একজন নশ্বর মানুষ। গণতন্ত্র হরণ, নির্মম নিপীড়ন, কণ্ঠরোধ এবং হত্যা এ প্রক্রিয়ারই অন্যতম পর্যায়। শেখ মুজিবুর রহমানের তিন বছরের দুঃশাসন সহস্র জননীর বুক ভেঙে দিয়েছে, শত শত বীর দেশপ্রেমিকের রক্ত রঞ্জিত হয়েছে। দেশকে ভালোবাসতে গিয়েও তিনি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। জীবন দিয়ে তাকে সেই মূল্য শোধ করতে হয়েছে।" (তথ্যসূত্র : ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস : বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড/অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, চারুলিপি-জুলাই, ২০১০)।

শেখ মুজিবকে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী নেতৃত্ব মহিমান্বিত করার শতচেষ্টা করলেও ইতিহাস তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং তিনিও যে লুণ্ঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন সে সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়, প্রথমা প্রকাশিত 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন' বইয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মঈদুল হাসানের স্মৃতিচারণমূলক অংশে। তিনি বলেছেন: "বাংলাদেশের দায়িত্ব থেকে ডি পি ধরকে ফেব্রুয়ারি (১৯৭২) মাসের প্রথম দিকেই শেখ মুজিবুর রহমানের জোরালো দাবির কারণে সরিয়ে নিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী (স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন পি এন হাকসারকে)। পি এন হাকসার ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই ডি পি ধর এমন কিছু ভুল করেছেন, যার জন্য তাকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি করা হয়েছে। তারপর ঢাকায় আসেন পি এন হাকসার। ঢাকায় এসে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনার পর হাকসার বলেন, বাংলাদেশ সরকারের বেশ কয়েক কোটি টাকা- যতদূর মনে পড়ে ১৭ কোটি টাকা রয়েছে ভারতে। যে টাকাটা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই টাকা বদলানো হয়েছিল ভারতীয় মুদ্রায়। সেই টাকা প্রবাসী সরকার কিছু খরচ করেছে, অবশিষ্ট টাকা রয়েছে ভারতীয় ব্যাংকে। তিনি তাকে বলেন, 'ভারত সরকার এ টাকাটা ফেরত দিতে চায়। কিন্তু কীভাবে আমরা ফেরত পাঠাব। ব্যাংক ড্রাফট করে পাঠাব নাকি তোমরা জিনিসপত্র কিনবে- জিনিসপত্র কিনলে তার বিপরীতে আমরা ব্লক হিসেবে সেই টাকা দেব। তবে আমরা বৈদেশিক মুদ্রায় দিতে পারব না, ভারতীয় মুদ্রায় দেব।'

"তখন শেখ মুজিব বললেন, টাকাগুলো ট্রাকে করে পাঠিয়ে দিতে। বিস্মিত পি এন হাকসার শেখ মুজিবকে বললেন, 'ট্রাকে করে টাকা কীভাবে দেব? আমাদের তো সরকারি হিসাব-পদ্ধতি আছে, ব্যাংকিং পদ্ধতি আছে।' তারপর নাকি শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'সামনে আমার নির্বাচন, এই টাকা সেজন্য আমার দরকার হবে।' পি এন হাকসার অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক, ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের ওই কথায় তিনি খুবই আহত হয়েছিলেন। পরে হাকসার ভারতে ফিরে গিয়ে মিসেস গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীদের এ কথা বলেন। ডি পি ধর, যিনি তখন ভারতের পরিকল্পনামন্ত্রী- আমাকে ১৯৭২ সালের জুন মাসে এ খবরটা দেন। ১৯৮১ সালে হাকসার নিজেও আমার কাছে এই ঘটনাটা নিশ্চিত করেন।"

আলোচিত বুদ্ধিজীবী ও লেখক আহমদ ছফা তার 'শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থের এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন: "কী ছিলেন শেখ মুজিব- বীর? প্রতারক? অনমনীয় একগুঁয়ে, উচ্চাকাংখী, চরম ক্ষমতালোভী একজন একনায়ক? নাকি শেখ মুজিব ইতিহাসের সেসব ঘৃণিত ভিলেনের একজন, যারা জনগণকে মুক্তি এবং স্বাধীনতার নামে জাগায় বটে, কিন্তু সামনে যাওয়ার নাম করে পেছন দিকে চালনা করে। একটা সময় পর্যন্ত জনগণ ভিলেনদের কথা শোনে, তাদের নির্দেশ শিরোধার্য করে মেনে নেয়।

"কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারে শয়তানের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে ফুল-ফসলেঘেরা সবুজ উপকূলের আশায় পা বাড়িয়ে ভ্রান্ত স্বপ্নের ছলনায় ভ্রান্ত গন্তব্যে এসে উপনীত হয়েছে; তাদের আশা করার, বাসা করার, ভরসা করার কিছুই নেই; আছে শুধু পথচলার ক্লান্তি, অনিশ্চয়তার হতাশা এবং প্রখর মরুভূমিতে মরীচিকার নিত্যনতুন ছলনা, তখন তারা তাদের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়, অভিসম্পাতের বাণী উচ্চারণ করে সেই বহুরূপী সঙ-নেতার নামে, যার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার পতাকাকে নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, খেটে-খাওয়া জনগণ তাদের মুক্তিসনদ বলে ভুল করেছিল।

শেখ মুজিবও কি একজন তেমন মানুষ?"

১৫ আগস্ট পার হয়ে গেল। গত বছরের মতো এবারও মুজিবভক্তরা দিনটিকে তাদের প্রচলিত ধারায় 'শোক দিবস' হিসেবে পালন করতে পারেননি। তবে স্থিরচিত্র ও ভিডিওচিত্রে দেখেছি এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে জড়ো হওয়া শোকার্তদের। আশুরা উপলক্ষে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর স্মরণে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্তরা যেমন কালো বস্ত্র ধারণ করে, শেখ মুজিবের স্মরণে তারাও কালো জামা পরেছে। টুঙ্গিপাড়ায় তার মাজার ও ৩২ নম্বরের প্রতিকৃতিতে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানোর কর্মসূচি গতবারের মতো এবারও ছিল না। ইতিহাসে 'যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়ার' ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পরিবর্তে ঘৃণা পুষে রাখার কারণ তৈরি করে গেছেন তারই কন্যা শেখ হাসিনা। মহিমান্বিত করার বাড়াবাড়ি করে তিনি তার পিতাকে ঘৃণার সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে খ্যাতিমান কবি ও প্রাবন্ধিক কাজী জহিরুল ইসলাম তার "কেন বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যাবে না!" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন- "তিনি অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় দীর্ঘদিন থেকেছেন বঙ্গবন্ধুকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। তার অবৈধ ক্ষমতার দেহে আঘাত করার জন্য দেশের ছাত্র-জনতা সেই ঢাল ভেঙে দিয়েছে। এটা ছাড়া তো গণমানুষের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। যখন নির্বাচনের পথ বন্ধ, আলোচনার পথ বন্ধ, আঘাতই একমাত্র সমাধান। আর সেই আঘাত ঠেকানোর ঢাল যদি হয় বঙ্গবন্ধু সবার আগে তো সেই ঢালই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে।"

কবি কাজী জহির আরও বলেছেন: "এ দেশে বঙ্গবন্ধুর কি কোনো অবদান নেই? এই প্রশ্ন অনেকেই করেন। হ্যাঁ, অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর অবদান আছে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে, যখন বঙ্গবন্ধুই হয়ে উঠেছেন ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রধান প্রতীক, তখন তার প্রতি ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন দেশ গড়ার জটিল যাত্রাপথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা হয়ে দেখা দেবে। এ মুহূর্তে তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা প্রদর্শন করার অর্থ হলো হাসিনার খুন, গুম, অবৈধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার যে পবিত্র বিপ্লব তাকে অসম্মান করা এবং ফ্যাসিবাদের প্রতি নমনীয় হওয়া। যারা আবেগের জায়গা থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা দেখাতে চান তাদের মনে রাখতে হবে- দেশের চেয়ে বঙ্গবন্ধু বড় নয়। ইতিহাস কাউকে মুছে দেয় না। এক দিন সময় আসবে যখন এ দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর অবদান স্বীকার করবে, তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেবে। কিন্তু এ মুহূর্তে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন জাতির জন্য বিপজ্জনক। এখন তিনি যে ফ্যাসিবাদের সিম্বল হয়ে উঠেছেন, তা মাড়িয়েই এ জাতি বিনির্মাণ করছে নতুন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ।"

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

জুলাই সনদ নিয়ে বিএনপির আপত্তি

(৩১ পাতার পর)

হবে। স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন : সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হবে : "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হবে। রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রেজিস্টারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে। নির্বাচনি আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা : (ক) রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (গ) সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দিবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে; এবং (ঘ) রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দিবে না। সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানেরউবিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা হবে। এগুলো ছাড়াও আরও বেশকিছু পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে সনদে। গতবছর ৮ই অগাস্ট মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ৭ অক্টোবর সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন এবং পরে গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপটও বর্ণনা করা হয় সনদের খসড়ায়। প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধানদের সদস্য করে গঠিত হয় এই ঐকমত্য কমিশন। পরে এই কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিলড় আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। তবে পরে এর মেয়ার আরও একমাস বাড়িয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেওয়া হয়। গত ৫ই মার্চ পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে পাঠায়। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০শে মার্চ থেকে ১৯শে মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এরপরই 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয়, জানানো হয়েছে সনদের খসড়ায়।

মালয়েশিয়া ২৪ লক্ষাধিক শ্রমিক নিচ্ছে, বাংলাদেশিদের সুযোগ কেমন?

ঢাকা : রিভাইজড কলিং ভিসা ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় চলতি বছরের ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে ২৪ লাখ ৬৭ হাজার ৭৫৬ জন বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ দেবে মালয়েশিয়া। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে মালয়েশিয়ান বিজনেস টুডে। এই বিপুল নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশটির শ্রমবাজারে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় সুযোগ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। সোমবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসুতিয়ন ইসলাইল সম্প্রতি মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী চার মাসের মধ্যে কৃষি, বনায়ন, খনিজ সম্পদ আহরণ, কারখানায় উৎপাদন, ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট ১৩টি উপখাত ও পরিষেবা খাতে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হবে।

মালয়েশিয়ার কৃষি, শিল্প এবং খনিজসম্পদ সংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক সংকট বিরাজ করছে এবং সময়ের সঙ্গে তা আরও প্রকট হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বিদেশি শ্রমবাজারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে রাখা মালয়েশিয়া নতুন করে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। তবে মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কঠোর নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হবে। সরকারি সূত্র জানায়, কৃষি খাতে রাবার, পাম তেল ও মাছ উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবা খাতে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হবে। নির্মাণ খাতে নিযুক্ত কর্মীরা শুধু সরকারি প্রকল্প ও অবকাঠামোগুলোর কাজ করতে পারবেন। কারখানাগুলোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (মিডা)-এর অনুমোদিত শিল্প কারখানাতেই নিয়োগ পাবেন শ্রমিকরা। এখন আর আগের মতো কেউ নিজে বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সরাসরি আবেদন করতে পারবেন না। নতুন ব্যবস্থায় আবেদন করতে হবে সরকারের অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে। সেই আবেদন যাচাই-বাছাই করবে স্বরাষ্ট্র ও মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যৌথ কমিটি। নির্বাচিত আবেদনকারীরাই মালয়েশিয়ার কর্মী ভিসা পাবেন। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯০-এর দশকে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের বড় অংশ কাজ করতেন। তবে এখন সেখানে ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, ভারত ও ভিয়েতনামের শ্রমিকরাই প্রাধান্য পাচ্ছেন। তবে কুয়ালালামপুর ও ঢাকার মধ্যকার সাম্প্রতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়নকে কেন্দ্র করে আশা করা হচ্ছে, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ থেকেও বড় সংখ্যক শ্রমিক মালয়েশিয়ায় কাজের সুযোগ পাবেন।

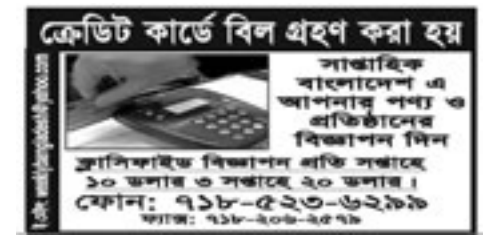
ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ও সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৮-২৫৭৯

Health Career
Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home
Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

আওয়ামী লীগের ২ সহস্রাধিক নেতা ভারতে

(প্রথম পাতার পর)

সংবাদ প্রকাশ করেছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দ্য প্রিন্ট। খবরে বলা হয়, পতিত সরকারের এসব নেতার বেশির ভাগই পশ্চিমবঙ্গে ঘাঁটি গেড়ে বসেছেন। অন্তর্বর্তী সরকারকে হটিয়ে হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার ফন্দি-ফিকির করছেন তারা। সম্প্রতি দ্য প্রিন্টের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব কথা। পতিত সরকারের বেশ কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী-এমপি'র সঙ্গে কথা বলেছে ভারতীয় এই গণমাধ্যম। এর মধ্যে সাবেক তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাতও আছেন। পলাতক ওই নেতা জানান, লক্ষ্য এখন একটাই বাংলাদেশ পুনরায় পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনা। পতিত সরকারের এই নেতা বলেন, আমার এখন ঘুমানোর সময় নেই। মাঝে মাঝে আমি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যাই। প্রতিটা দিন আমার কাজ আর কাজ, শুধু কাজের মধ্যেই কেটে যাচ্ছে। গত বছর ছাত্র নেতৃত্বাধীন এক অভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন শেখ হাসিনা। সে সময় যুবলীগ, ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ ১৩০০ জনের বেশি মানুষকে হত্যার জন্য দায়ী। হত্যার দায় অস্বীকার করা দলটি নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করতে কলকাতায় প্রতিনিয়ত মিলিত হচ্ছেন এবং রাজনৈতিক চাল চালছেন। বাংলাদেশ থেকে শুধু আওয়ামীপন্থি রাজনৈতিকরাই পালিয়ে যাননি, তাদের সঙ্গে সাংবাদিক, সুশীল সমাজ, অ্যাক্টিভিস্ট, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ বহু কূটনীতিকও দেশ ছেড়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পলাতকদের সংখ্যা দুই হাজারের কম হবে না।

এদের বেশির ভাগই ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। আর ভারতে যাওয়াদের মধ্যে বেশির ভাগ কলকাতার নিউ টাউনে অবস্থান করছেন। প্রশস্ত রাস্তা, সাশ্রয়ী মূল্যে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া, উন্নত শপিং মল, ফিটনেস সেন্টার এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছাকাছি হওয়ায় নিউ টাউন তাদের জন্য একটি আদর্শ আবাসস্থল হয়ে উঠেছে। ভারতে পালিয়ে আদর্শ মানুষের জীবনযাপন করছেন তারা। প্রত্যুষে উঠে নিয়মিত হাঁটা-চলা বাদ যাচ্ছে না। আর হাসিনাকে দেশে ফেরানোর আশায় দেশে-বিদেশে অনলাইনে মিটিং করে বেড়াচ্ছেন। বলা চলে পুরো রুটিন ওয়ার্কের মধ্যেই সময় পার করছেন তারা। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও আছেন। আগস্টের পর গত অক্টোবরে নিউ টাউনে প্রথম নিজেকে প্রকাশ করেন পলাতক এই নেতা।

এখানে আরাম করতে আসিনি : ২০২৪ সালের ২রা অক্টোবর খবর আসে কলকাতার নিক্কো পার্কে দেখা গেছে বাংলাদেশের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। মুহূর্তের মধ্যে সারা বাংলাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে যে খবর। কেননা কেউই তাকে দেশ ছাড়তে দেখেনি। বিপাকে পড়ে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো। তারা জনতাকে বোঝাতে হিমশিম খাচ্ছিল। সবার একটাই প্রশ্ন- কীভাবে ঢাকা থেকে পালিয়ে কলকাতায় উদ্ভাসিত হলেন কামাল। ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে অনুষ্ঠিত 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর সময়কার হত্যা-সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মামলায় কামালের নাম উঠে আসে। শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর যে কয়েকজন মন্ত্রী ও এমপি'র খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না, তাদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (ভারপ্রাপ্ত) শাহ আলম স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখেছি। যদি তারা ইমিগ্রেশন পার হয়ে আসতেন, তাহলে আমাদের কাছে প্রমাণ থাকতো। আওয়ামী লীগের যেসব মন্ত্রী-এমপি দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন সে বিষয়ে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। কেউ কেউ এখনো দেশে আছেন, এবং অনেককে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা গ্রেপ্তার করেছে। নিউ টাউনে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের সাবেক এক এমপি দ্য প্রিন্টকে জানান, তিনি কামালের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করেন। তার মতে বাংলাদেশের সাবেক এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন এই এলাকায় একটি প্রশস্ত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছেন, যেখানে তিনি তার দলীয় সহকর্মী এবং এখনকার নিউ টাউনের প্রতিবেশীদের নিয়মিত আপ্যায়ন করেন। কামাল তার স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় থাকেন এবং প্রতি সপ্তাহে দিল্লিতে দলীয় বৈঠক এবং ভারতের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে যান। গত বছরের সেপ্টেম্বরে তার ছেলে সাফি মুদ্দাসসির খান জ্যোতিকে ঢাকায় গ্রেপ্তার করা হয়। সাবেক ওই এমপি'র মতে, নেতাকর্মী এবং দলের সদস্যদের মনোবল ধরে রাখার দায়িত্ব পেয়েছেন কামাল। তিনি বলেন, আমরা এখানে আরাম করতে বা অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকতে আসিনি। আমরা এখানে এসেছি বেঁচে থাকতে এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে। দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতিনিয়ত এ বার্তাই পৌঁছে দিচ্ছেন কামাল। গোপন পার্টি অফিস: পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে, কক্সবাজারের সাবেক এক আওয়ামী লীগ এমপি বলেন, তাদের জীবন এখন একটি ছন্দে বাঁধা পড়েছে। বলেন, আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি এবং আমার ৩-বেডরুমের এপার্টমেন্টে ফজরের নামাজ পড়ি। যেখানে আমি আরেকজন আওয়ামী লীগ এমপি'র সঙ্গে থাকি। তারপর আমরা দু'জনেই আমাদের এলাকার ফিটনেস সেন্টারে যাই। আমি ভারোত্তোলন করি, আর আমার ফ্ল্যাটমেট পিলাটেস ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন। ১৫০০ বর্গফুটের এপার্টমেন্টটির ভাড়া প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা। যা ওই সাবেক এমপি'র কাছে খুব বেশি মনে হয় না। তবে তাদের ছোট একটি সমস্যা হলো রাঁধুনি রান্না না করেই মাঝে-মধ্যে ছুটি কাটান। ওই এমপি বলেন, আমি রান্না করতে অভ্যস্ত নই। আমার ফ্ল্যাটমেটও নন। কিন্তু যেদিন আমাদের রান্না করতে বাধ্য হতে হয়, সেদিন আমি ভিডিও কলে ঢাকায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে রান্না সম্পন্ন করি। এটা আমার জন্য নতুন। কে জানে, হয়তো বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পর আমি একজন রাঁধুনি হিসেবে নতুন পেশা শুরু করবো। দুপুরের খাবারের পর একটু বিশ্রাম নেন তারা। এরপর সন্ধ্যাগুলো কাটে বাংলাদেশ, ভারত এবং অন্যান্য দেশের আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে অনলাইন মিটিং করে। সমপ্রতি বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলো কলকাতায় বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের একটি গোপন পার্টি অফিস সম্পর্কে খবর দিয়েছে, যা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জানে। তবে কক্সবাজারের সাবেক এমপি এই খবরটি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, হ্যাঁ নিউ টাউনে আমরা একটি জায়গা ভাড়া নিয়েছি যেখানে আমরা সবাই একত্রিত হই। কলকাতায় প্রায় ১৩০০ দলীয় নেতা আছেন। আমরা তো আর সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বসার ঘরে সবার সঙ্গে দেখা করতে পারি না! কিন্তু এটাকে অফিস বলাটা হবে অতিরঞ্জন। একটি উপন্যাস এবং একটি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট: কলকাতার নিউ টাউন থেকে অনেক দূরে বাংলাদেশের সাবেক কূটনীতিক হারুন আল রশিদ কানাডার অটোয়ার একটি শান্ত এলাকায় নতুন জীবন শুরু করেছেন। যদিও তিনি আওয়ামী লীগের সদস্য নন, তবে শেখ মুজিবুর রহমানের একজন সোচ্চার সমর্থক এবং ইউনূস প্রশাসনের একজন কঠোর সমালোচক। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর, মরক্কোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত রশিদকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেশে ফিরতে দেরি করেন এবং অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট করেন। তিনি বলেন, আমি আমার পোস্টের শিরোনাম দিয়েছিলাম, 'বাংলাদেশের জন্য এবং আমার নিজের জন্য একটি আবেদন'। এর প্রতিক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকার আমার এবং আমার পরিবারের পাসপোর্ট বাতিল করে দেয়। অটোয়ায় তিনি বেশির ভাগ সময় লেখালিখি করে কাটান। আমি যতটা চাই তার চেয়ে কম পড়ি, তবে বাড়ির কোথাও একটি বই খোলা রাখি। সকালের চায়ের সঙ্গে পাঁচ পৃষ্ঠা আর ঘুমানোর আগে সামান্য পাঠই আমার অভ্যাস। রশিদ জানান যে, তিনি এখন স্ব-কর্মসংস্থান করছেন, যা কখনো কখনো তার কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়। তিনি একটি সাধারণ বাজেট মেনে চলেন এবং এমন কাজ প্রত্যাখ্যান করেন যা তাকে বাড়ি থেকে বেশি দূরে নিয়ে যায়। তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রোফাইলগুলো বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক গতিপথ সম্পর্কে তার মতামত দিয়ে ভরা। ড. ইউনূস সম্পর্কে তার অভিযোগগুলোর ফাঁকে, রশিদ যখন তার ডেস্কে বসে একটি সুন্দর অনুচ্ছেদ লিখতে *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

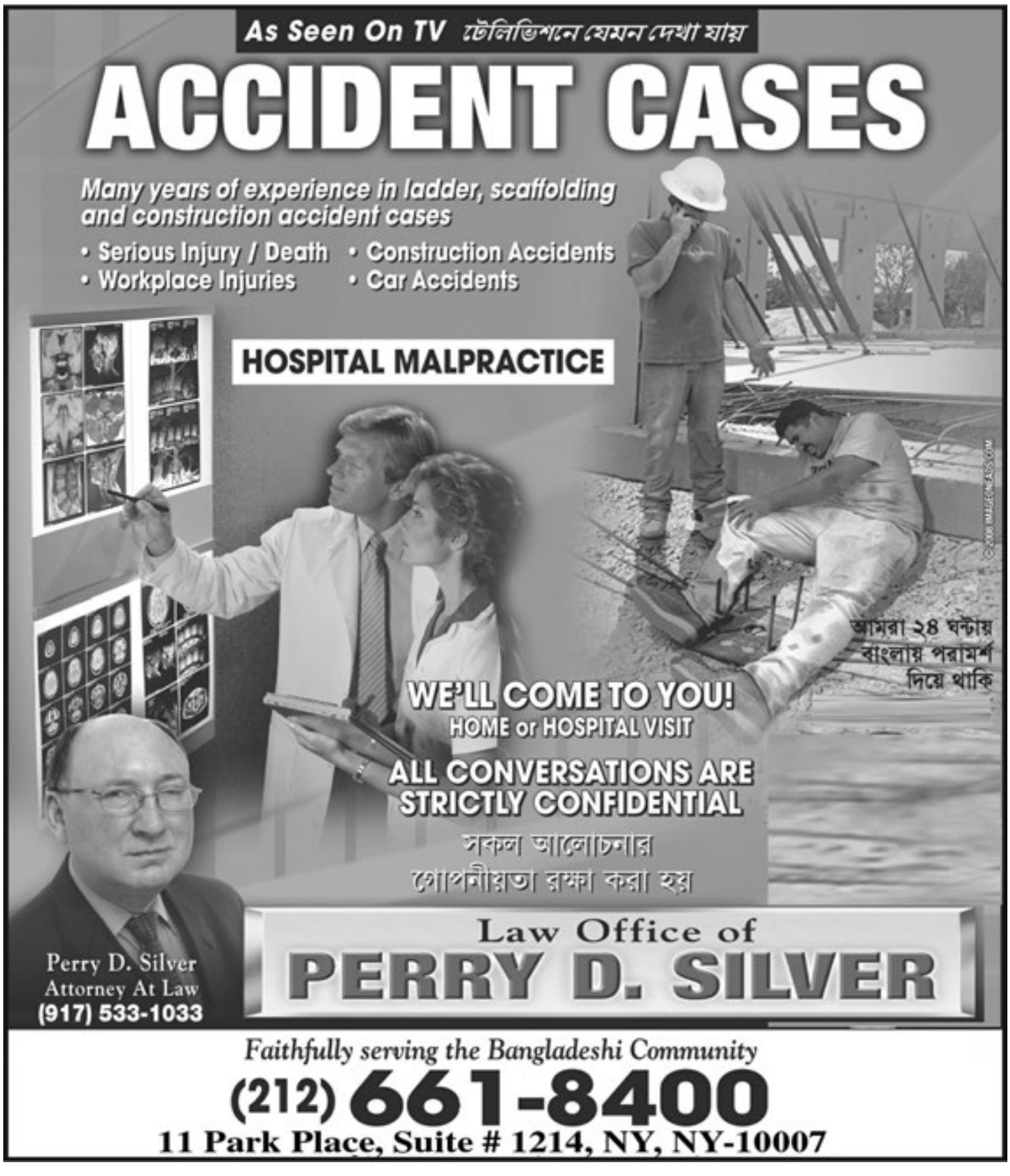

আওয়ামী লীগের ২ সহস্রাধিক নেতা ভারতে

(৩৪ পাতার পর)

পারেন, তখন তার দিনটি সার্থক হয়। এ ধরনের দিনগুলোর ফলস্বরূপ তার প্রথম ফিকশন, বাংলাদেশ নিয়ে একটি ডিসটোপিয়ান উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছে। সাবেক এক এমপি ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে নিউ টাউনের একটি ২-বেডরুমের এপার্টমেন্টে একা থাকছেন। তার এই অবসর সময়কে টাক মাথায় চুল প্রতিস্থাপন করে কাজে লাগাচ্ছেন। ওই এমপি বলেন, ঢাকা থেকে পালিয়ে আসার সময় আমার চুল পড়া শুরু হয়। আমার স্ত্রী আমাকে বেশ কয়েক বছর ধরে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করতে বলছিলেন। কিন্তু একজন প্রথমবারের এমপি হিসেবে আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে, ঢাকায় এর জন্য সময় বের করতে পারতাম না। তিনি ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দিল্লি যান এবং দক্ষিণ দিল্লির একটি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার থেকে একটি নতুন লুক নিয়েছেন। এই কঠিন সময়ে, নতুন চুল পাওয়াটা ভালো লাগার মতো একটি বিষয় বলে দ্য প্রিন্টকে জানান- ওই এমপি।

বিদেশে পলাতক আওয়ামী লীগের ২ সহস্রাধিক নেতা, ভারতেই অন্তত ১৩শ : গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পতন ঘটে আওয়ামী লীগ সরকারের। দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশাপাশি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের অন্তত দুই হাজার নেতা। তাদের মধ্যে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন ১ হাজার ৩০০-এরও অধিক। অর্থাৎ বিদেশ পালানো কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতাদের দুই-তৃতীয়াংশের অবস্থান ভারতে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কয়েকজন দায়িত্বশীল নেতা জানান, গত আগস্টে সরকার পতনের পর আওয়ামী লীগের দলীয় কাঠামো একেবারেই ভেঙে পড়েছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ের নেতারা পর্যন্ত দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। পলাতকদের একটা বড় অংশের মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না। সম্প্রতি বিদেশে অবস্থানরত দলীয় নেতাদের একটি খসড়া তালিকা তৈরি করেছে দলটি। তালিকা অনুযায়ী, সরকার পতনের পর প্রায় দুই হাজার দলীয় পদধারী নেতা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারত, নেপাল, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এর মধ্যে এক হাজার তিন শতাধিক নেতা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, যাদের বড় অংশই অবস্থান করছেন পশ্চিমবঙ্গে। বিদেশে অবস্থানরত কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের এক সাংগঠনিক সম্পাদক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'প্রাথমিকভাবে আমরা ধারণা করছি দুই হাজারের বেশি নেতা বিদেশে অবস্থান করছেন। হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, গুগল মিটের মাধ্যমে করা বিভিন্ন অনলাইনের বৈঠকে আমরা এ সংখ্যা ধারণা করছি। কিন্তু বাস্তবে এ সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। তারা তো কেউ ইচ্ছা করে দেশ ছাড়েননি, পরিস্থিতির শিকার হয়েই দেশ ছেড়েছেন।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভারতের কলকাতা থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হচ্ছে। দলের সভাপতি শেখ হাসিনা ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অবস্থান করলেও দলের অধিকাংশ নেতা কলকাতায়। দলীয় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমসহ আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতারা কলকাতার অভিজাত এলাকাখ্যাত নিউটাউন ও সল্টলেক এলাকায় অবস্থান করছেন। আর মধ্য ও নিচের সারির নেতারা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায় থাকছেন। দক্ষিণ কলকাতায় যেসব জায়গায় স্বল্প মূল্যে বাসাবাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম গড়িয়া। কবি নজরুল ইসলাম মেট্রো স্টেশনসংলগ্ন গড়িয়া বাজারে ভাড়া বাসায় থাকেন খুলনার এক উপজেলার নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সভাপতি। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর সাতক্ষীরার সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরাই পথে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি। প্রায় এক বছর ধরে সেখানেই অবস্থান করছেন। নাম পরিচয় গোপন রাখার শর্তে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'প্রায় এক বছর ধরে গড়িয়া এলাকায় থাকছি। শীর্ষ নেতারা যেসব জায়গায় থাকেন সেখানে থাকার খরচ বহন করার সক্ষমতা আমাদের নেই। এমনকি পার্টির পক্ষ থেকে উল্লেখ করার মতো কোনো সহযোগিতাও করা হয় না। আমাদের মতো প্রায় ২৫-৩০ জন ছাত্রলীগের নেতা এ এলাকায় আছেন।' শুধু ভারতে নয়, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশে বহু আওয়ামী লীগ নেতা অবস্থান নিয়েছেন। যুক্তরাজ্যে সন্তানের কাছে অবস্থানরত কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সাবেক এক মন্ত্রী বলেন, 'আমরা যারা মাঠের রাজনীতি করে উঠে এসেছি তাদের জন্য বিদেশে অবস্থান খুবই কষ্টসাধ্য। এ পরিবেশের সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত নই।' তিনি আরো বলেন, 'লন্ডনে আওয়ামী লীগের বহু নেতাকর্মী ও সমর্থক রয়েছেন। ফলে কোনোভাবে দিন কেটে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে। আওয়ামী লীগ সভাপতি নিয়মিতই ভার্চুয়ালি মিটিংয়ের মাধ্যমে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ রাখছেন।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, '৫ আগস্টের আগে বিভিন্ন প্ররোচনায় যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তারা ভুল বুঝতে শুরু করেছে।' তিনি দাবি করেন, 'সারা দেশের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সমর্থকদের ওপর হামলা, মামলা, লুটপাট করা হচ্ছে। নেতাকর্মীদের বেছে বেছে হত্যা করা হচ্ছে। জীবন বাঁচাতে আমাদের নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিতে হয়েছে।' আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও দুর্যোগবিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বলেন, 'সারা দেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর যেভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে, আমাদের বাড়িঘর লুটপাট ও ধ্বংস করা হচ্ছে সেটা দেশবাসী দেখেছে। নিরাপত্তা সংকটের কারণেই নেতাকর্মীরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। শুধু আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী নয়, পুরো দেশই নিরাপত্তা সংকটে। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নেই।'

ভারতে আওয়ামী লীগের কার্যালয় বন্ধের আহ্বান ঢাকার

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের কার্যালয় বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বুধবার (২০ আগস্ট) সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানানো হয়েছে। এর জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ভারতে আওয়ামী লীগের কথিত সদস্যদের বাংলাদেশবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড বা ভারতের আইনের পরিপন্থী কোনো কার্যক্রম সম্পর্কে ভারত সরকার অবগত নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'ভারতের রাজধানী দিল্লি ও কলকাতায় নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যালয় স্থাপনের খবরের বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের নজরে এসেছে। ভারতের ভূখণ্ড থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের পটভূমিতে এ বিষয়টি সামনে এসেছে।'

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, মানবতার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের জন্য বাংলাদেশে একাধিক ফৌজদারি মামলায় পলাতক এই দলের অনেক জ্যেষ্ঠ নেতা ভারতে অবস্থান করছেন। এর আগে গত ২১ জুলাই একটি অখ্যাত এনজিওর আড়ালে এই নিষিদ্ধ দলের কিছু জ্যেষ্ঠ নেতা দিল্লি প্রেসক্লাবে একটি সভা করার পরিকল্পনা করেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে পুস্তিকা বিতরণ করেন। এখন পর্যন্ত ভারতীয় গণমাধ্যমের বেশ কয়েকটি প্রতিবেদনে ভারতের মাটিতে থাকা অবস্থায় দলটির ক্রমবর্ধমান তৎপরতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করে, বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্বারা বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে একটি নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের পলাতক নেতা-কর্মীদের দ্বারা আইনত বা অবৈধভাবে ভারতের মাটিতে অবস্থান করে, যার মধ্যে কার্যালয় স্থাপনও রয়েছে, তা বাংলাদেশ এবং এ দেশের জনগণের প্রতি সুস্পষ্ট অবমাননার শামিল। ঘটনাটি পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও ঝুঁকি তৈরি করে এবং বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য গুরুতর প্রভাব বয়ে আনে। এটি বাংলাদেশে জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে, যা দুই নিকটতম প্রতিবেশীর মধ্যে সম্পর্ক আরও উন্নত করার চলমান প্রচেষ্টার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বাংলাদেশ সরকার ভারতের মাটিতে অবস্থান করে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক যাতে বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে না পারেন, সে জন্য ভারত সরকারের প্রতি পদক্ষেপ নিতে বলেছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে এ ধরনের (বাংলাদেশবিরোধী) কোনো কর্মকাণ্ডে অনুমতি বা সমর্থন না দেওয়া এবং ভারতের মাটিতে নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যালয়গুলো অবিলম্বে বন্ধ করা অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের বিবৃতি : বাংলাদেশের বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল। তিনি বলেন, ভারতে আওয়ামী লীগের কথিত সদস্যদের বাংলাদেশবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড বা ভারতের আইনের পরিপন্থী কোনো কার্যক্রম সম্পর্কে ভারত সরকার অবগত নয়। ভারত সরকার ভারতীয় ভূমি থেকে অন্য দেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাতে দেয় না। সে কারণে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি সঠিক নয়। বাংলাদেশে জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও ম্যান্ডেট নিশ্চিত করতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ভারত প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করছে।

Law Offices of
Nasrin A Moznu

All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং

এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

দেশের টাকা লুট করে বিদেশে শীর্ষ ধনী

(প্রথম পাতার পর)

নেতা। আরেক ভাই অর্থ লুটেরা ব্যবসায়ী। লুটের অর্থের ছিটেফোঁটা দেন সে ক্ষমতাসীনদের। বাকি টাকা পাচার করেন বিদেশে। ব্যবসায়ী ভাইয়ের লুটের টাকায় রাজনীতি করেন আরেক ভাই। এলাকায় জনপ্রিয়তা নেই। কিন্তু তাতে কী, লুটের টাকার হিস্সা দিয়ে পান এমপির টিকিট। মন্ত্রিত্বও কিনে নেন অনায়াশে। লুটেরা ভাইকে লুটের সুযোগ করে দেন ক্ষমতা আর প্রভাব খাটিয়ে। এই হলো আওয়ামী স্বৈরশাসনের সময় ভাইবেরাদারের লুণ্ঠন কাহিনি। এই দুই ভাই হলেন- আজিজ খান আর ফারুক খান। আওয়ামী লীগের স্বৈরশাসন আমলে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের শীর্ষে এই ভাইবেরাদার কোম্পানির সামিট গ্রুপ। আওয়ামী লীগের পতনের পর গত বছরের ১৪ অক্টোবর গ্রেপ্তার হন ফারুক খান। আর তার লুটেরা ভাই আজিজ খান, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন, গ্রহণ করেছেন সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে থেকে পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন লুটের লাইসেন্স। গত ১৫ বছরে এই ক্ষমতার ঢাল ব্যবহার করে এই পরিবার জনগণের টাকা লুট করে তরতর করে ওপরে উঠেছেন। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের হাজার হাজার কোটি টাকার কাজ, সরকারি কেনাকাটা, পণ্য ও সেবার সরবরাহ করে সবাইকে পেছনে ফেলে ধনী থেকে আরও ধনী হয়েছেন। বেসরকারি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান সামিট গ্রুপের মালিক মুহাম্মদ আজিজ খানের পরিচিতি এখন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী হিসেবে।

সিঙ্গাপুরে তার নাম উঠেছে দেশটির শীর্ষ ৪১তম ধনীর তালিকায়। বিলিয়নেয়ার আজিজ খান প্রায় পুরো টাকাটাই দেশ থেকে পাচার করে নিয়ে গেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যান্য সূত্র ও তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে এসব তথ্য জানা গেছে। সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই গ্রুপটির পরিচিতি দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অঘোষিত 'হর্তাকর্তা' হিসেবে। তাদের হাতে দেশের বিদ্যুতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

এলএনজির নিয়ন্ত্রণও এই গ্রুপের হাতে। তথ্য-প্রযুক্তি, টেলিকম খাতের বড় স্টেকহোল্ডার সামিট গ্রুপ। এগুলোর বাইরেও সরকারের বড় বড় কেনাকাটায় আধিপত্য ছিল এই গ্রুপটির। এর মাধ্যমে টাকার পাহাড় গড়েছেন সামিট গ্রুপ। বদলে গেছে আজিজ খান, ফারুক খানের জীবন। বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বসের তথ্য মতে, আজিজ খান ১.১২ বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে সিঙ্গাপুরের ৪১তম শীর্ষ ধনী। অথচ এই টাকা তিনি বাংলাদেশ থেকে কোনো বৈধ উপায়ে নিয়েছেন বলে কোনো তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে নেই। বরং এ পর্যন্ত দেশের ২০টি প্রতিষ্ঠানের ২৪টি ভেঞ্চারকে সর্বসাকুল্যে ৬৯.৫ মিলিয়ন বা প্রায় ৭ কোটি ডলার বিদেশে বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৪৫.৪৫ মিলিয়ন ডলার বা সাড়ে ৪ কোটি ডলার বৈধভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানিয়ে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর বাইরে আর কাউকে এর চেয়ে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অথচ এই ২০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজিজ খানের বা সামিট গ্রুপের নাম নেই। অর্থাৎ আজিজ খান বাংলাদেশ থেকে যত অর্থ বিদেশে নিয়ে গেছেন তার পুরোটাই অবৈধ। আইনের ভাষায় যাকে 'অর্থ পাচার' বলা হয়। আজিজ খান শুধু যে সিঙ্গাপুরেরই শীর্ষ ধনী নন; যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যবিষয়ক সাময়িকী ফোর্বসের ২০২৪ সালে প্রকাশিত নিরীক্ষা ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকাতেও আছেন মুহাম্মদ আজিজ খান। সাময়িকীটির করা ৭৮টি দেশের ২ হাজার ৭৮১ জনের তালিকায় ২ হাজার ৫৪৫ নম্বরে রয়েছেন আজিজ খান। যার মোট সম্পদের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ১.১২ বিলিয়ন ডলার। আয়ের খাত হিসেবে জ্বালানি খাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, ৬৮ বছর বয়সি আজিজ খান বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হয়েও সিঙ্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন।

অর্থ পাচারসংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে ২০১৬ সালে পানামা পেপারসে সামিট গ্রুপের আজিজ খানের নাম শীর্ষে উঠে আসে। এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অনুসন্ধান শুরু করে। কিন্তু ক্ষমতা যাদের হাতের মুঠোয় তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে তদন্ত করবে দুদক। সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান দীর্ঘদিন ধরেই স্থায়ী নিবাসী (পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট) হিসেবে সিঙ্গাপুরে বসবাস করে আসছেন। তবে তার নাগরিকত্ব ছিল বাংলাদেশের। সম্প্রতি তিনি সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। দেশটির আইনে দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকার কোনো সুযোগ নেই। এ জন্য আজিজ খানকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হয়েছে। সাত বছর ধরেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকায় আছেন বাংলাদেশের সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান। মার্কিন সাময়িকী ফোর্বসের করা এ তালিকায় তিনি প্রথম জায়গা করে নেন ২০১৮ সালে। ২০২২ সাল থেকে তিনি ফোর্বসের বৈশ্বিক বিলিয়নেয়ার তালিকায়ও রয়েছেন। এত দিন পর্যন্ত এ তালিকায় তার নাম এসেছে একমাত্র বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে। পাশাপাশি তাকে উল্লেখ করা হয়েছে সিঙ্গাপুরের স্থায়ী নিবাসী হিসেবে। গত বছর সিএনএ লাক্সারিতে মুহাম্মদ আজিজ খানের ব্যক্তিগত চিত্র সংগ্রহশালা ও শিল্পপ্রেম নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এতে ব্যবসায়িক কারণে তার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ ও দেশটির স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বসবাসের বিষয়টি উঠে আসে। এতে বলা হয়, আজিজ খান সিঙ্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দা ১৯৮৮ সাল থেকে। ২০১৬ সালে তিনি দেশটিতে তার কোম্পানি সামিটের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর করেন।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ফোর্বস সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ধনীর ২০২৪ সালের বার্ষিক তালিকা প্রকাশ করে। এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ধনীদের সম্পদ ও অন্যান্য তথ্যও হালনাগাদ করা থাকে। ফোর্বসের হিসাবে আজিজ খানের সম্পদের পরিমাণ ছিল ১১০ কোটি ডলার। তাকে বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া একজন ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দেওয়া হলেও সিঙ্গাপুরের নাগরিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন আজিজ খান, তার স্ত্রী ও সন্তানরা দীর্ঘদিন ধরেই সিঙ্গাপুরে বসবাস করছেন। মাঝেমধ্যে তারা বাংলাদেশে এলেও বছরের বেশির ভাগ সময় সিঙ্গাপুরেই থাকেন। তার ভাতিজাও দীর্ঘদিন ধরে সিঙ্গাপুরে বসবাস করছেন। আজিজ খান প্রথমবারের মতো ফোর্বসের সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন ২০১৮ সালে। সে বছর তিনি ছিলেন ৩৪ নম্বরে এবং তার সম্পদের পরিমাণ ছিল ৯১ কোটি ডলার। ২০১৯ সালে তার সম্পদ কমে ৮৫ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। তবে ২০২০ সালে সম্পদ বেড়ে ৯৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার হয়। ২০২১ সালে সম্পদের পরিমাণ ছিল ৯৯ কোটি ডলার। পরের বছরই তা ১০০ কোটি ডলারে উন্নীত হয় এবং তিনি দেশটির ৪২তম শীর্ষ ধনীর তালিকায় ছিলেন। ২০২৩ সালে আজিজ খানের মোট সম্পদ দাঁড়ায় ১১২ কোটি ডলারে এবং শীর্ষ ধনীদের তালিকায় ৪১তম অবস্থানে ছিলেন। ২০২২ সাল থেকে তার সম্পদ শতকোটি ডলার স্পর্শ করার পর থেকেই তিনি সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকার পাশাপাশি ফোর্বসের বৈশ্বিক ধনীদের তালিকায় জায়গা করে নেন।

ফোর্বসের হিসাবে, বর্তমানে তিনি বিশ্বের বিলিয়নেয়ার তালিকায় ২ হাজার ৬৭৪তম অবস্থানে রয়েছেন। ১৯৫৫ সালে জন্ম নেওয়া মুহাম্মদ আজিজ খানের উদ্যোক্তা জীবন শুরু হয় মাত্র ১৮ বছর বয়সে। বাবার কাছ থেকে নেওয়া ৩০ হাজার টাকার পুঁজি দিয়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে ছাত্রাবস্থায় ১৯৭৩ সালে পুরান ঢাকায় জুতা তৈরির মাধ্যমে তার ব্যবসায় হাতেখড়ি। এসব জুতার একটি অংশ বাটা কোম্পানিকে সরবরাহ করতেন তিনি। জুতা তৈরির পাশাপাশি পিভিসি (পলি ভিনাইল ক্লোরাইড) আমদানি শুরু করেন তিনি। এরপর তিনি চিটাগুড়ের রপ্তানি ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করেন। দেশের হয়ে তিনিই প্রথম চিটাগুড় রপ্তানি করেন। দুই যুগের বেশি সময় ধরে তিনি ট্রেডিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টে যায় আজিজ খানের ভাগ্য। চিটাগুড় ব্যবসায়ী থেকে হয়ে যান বিলিয়নিয়ার, বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী। এ যেন আলাদিনের চেরাগ হাতে পাওয়ার মতো ব্যাপার। রাষ্ট্রের স্পর্শকাতর বিদ্যুৎ খাতকে বেসরকারি খাতে নেওয়ার মূল ষড়যন্ত্রকারী হলো আজিজ খান। তার অলৌলিক উত্থান সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে বিদ্যুতের ব্যবসা। এ ব্যবসার হাত ধরেই গত এক দশকে সম্পদে বড় উল্লম্ফনের দেখা পেয়েছেন সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান। বর্তমানে আজিজ খানের সম্পদের বড় একটি অংশে অবদান রাখছে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সামিট পাওয়ার লিমিটেড। কোম্পানিটির গত ২০ বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০৩ থেকে ২০০৮ হিসাব বছর পর্যন্ত কোম্পানিটির সম্পদ ও নিট মুনাফায় যে পরিমাণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সে তুলনায় এর পরের হিসাব বছরগুলোয় প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল আরও বেশি। ২০০৩ হিসাব বছরে কোম্পানিটির সম্পদ ছিল ১০০ কোটি ৮২ লাখ এবং নিট মুনাফা হয় ১১ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। সর্বশেষ ২০২৩ হিসাব বছর শেষে কোম্পানিটির মোট সম্পদ ১১ হাজার ১২ কোটি ২৯ লাখ টাকা এবং নিট মুনাফা ১৭১ কোটি ৫৪ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার এই বিত্তের উৎস বৈধভাবে উপার্জিত নয়। বরং আওয়ামী লীগ গত ১৫ বছরে লুটতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তার সবচেয়ে বড় সুবিধা ভোগীদের একজন এই সামিট গ্রুপ।

যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজারের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল

(প্রথম পাতার পর)

গণমাধ্যম বিবিসিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির স্টেট ডিপার্টমেন্ট। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিসা বাতিল হওয়া শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে হামলা, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, চুরি ও সমস্ত্রবাদে সমর্থনের অভিযোগ আছে। সন্ত্রাসবাদে সমর্থন বলতে কী বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তবে ফিলিস্তিনের পক্ষে সমর্থন জানানোয় সম্প্রতি কিছু শিক্ষার্থীর ওপর নজর রাখছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তাদের যুক্তি এসব শিক্ষার্থীর আচরণে 'ইহুদি বিদ্বেষ' প্রকাশ পেয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, ছয় হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে চার হাজার জনের ভিসা বাতিল করা হয়েছে আইন ভঙ্গ করায়। ২০০ থেকে ৩০০ জনের ভিসা বাতিল হয়েছে 'আইএনএ থ্রি-বি' এর আওতায়। যুক্তরাষ্ট্রে 'আইএনএ থ্রি-বি' আইনে এমন অপরাধকে বোঝানো হয় যা মানুষের জীবনের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে।চলতি বছরের শুরুর দিকে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের ভিসা সাক্ষাৎকার স্থগিত করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। গত জুনে প্রক্রিয়া আবার শুরুর ঘোষণা দেওয়ার সময় বলা হয়, সব আবেদনকারীকে তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলো প্রকাশ করতে হবে। অতিরিক্ত নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য এটির প্রয়োজন হবে। মার্কিন নাগরিক, সংস্কৃতি, সরকার, প্রতিষ্ঠান বা নীতির প্রতি আবেদনকারীদের বিদ্বেষমূলক কোনো কার্যক্রম আছে কি না তা যাচাই করতে এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

গত মে মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছিলেন, জানুয়ারি থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে। তবে তিনি এর নির্দিষ্ট সংখ্যা জানেন না। রুবিও তখন আরও বলেন, আমরা সেই সব ব্যক্তির ভিসা বাতিল অব্যাহত রাখব যারা অতিথি হয়ে এখানে এসে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। ওপেন ডোরস নামের একটি সংস্থা জানায়, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ২১০টিরও বেশি দেশ থেকে আসা ১১ লাখের বেশি শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন।

আমেরিকা-বিরোধী মনোভাব থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া যাবে না : যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে বা কাজের জন্য যেতে হলে এখন থেকে নতুন এক ধরনের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। মার্কিন অভিবাসন দপ্তরের কর্মকর্তারা যদি কোনো আবেদনকারীকে 'আমেরিকা-বিরোধী' বলে মনে করেন, তাহলে তার কপাল পুড়বে। বুধবার (২০ আগস্ট) মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এই খবর জানিয়েছে। এ বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ। নতুন এই নীতিমালার অধীনে অভিবাসন কর্মকর্তারা এখন থেকে আবেদনকারীদের 'আমেরিকা-বিরোধী বা সন্ত্রাসী সংগঠনের' সঙ্গে কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, তা পরীক্ষা করবেন। এছাড়া আবেদনকারীদের 'ইহুদিবিদ্বেষী' কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার নজির আছে কি না, তাও যাচাই করা হবে। এই নতুন ও সম্প্রসারিত নিরীক্ষা প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কার্যক্রমও অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হবে। মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থার (ইউএসসিআইএস) হালনাগাদ নীতিমালায় এসব কথা বলা হয়েছে। ইউএসসিআইএসের মুখপাত্র ম্যাথু ট্রাগেসার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, 'যারা আমেরিকাকে ঘৃণা করে ও আমেরিকা-বিরোধী মূল্যবোধের প্রচার করে, তাদেরকে আমেরিকার কোনো সুফল ভোগ করতে দেওয়া উচিত নয়।'

তবে এই হালনাগাদ নীতিমালায় 'আমেরিকা-বিরোধী' মনোভাবের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র বলা হয়েছে, যারা ইহুদিবিদ্বেষী সন্ত্রাস, ইহুদিবিদ্বেষী সন্ত্রাস ও এর সঙ্গে জড়িত সংগঠন এবং ইহুদিবিদ্বেষী মূল্যবোধ ধারণ করেন, তারাও 'আমেরিকা-বিরোধী' বলে বিবেচিত হবেন। এই অস্পষ্ট নীতির কারণে ইন্টারনেটে ব্যাপক বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অনলাইন ফোরামগুলোয় এ নিয়ে বিবাদ চলতে থাকে। বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীরা এই নীতির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মার্কিন অভিবাসন কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ ফেলো অ্যারন রেইখলিন-মেলনিক তার এক্স পোস্টে এই উদ্যোগকে 'ম্যাককার্থিইজম' এর সঙ্গে তুলনা করে বলেন, এই শব্দটি (আমেরিকা-বিরোধী) এর আগে কখনো অভিবাসন আইনে যুক্ত করা হয়নি এবং এর সংজ্ঞা পুরোপুরি ট্রাম্প প্রশাসনের মস্তিষ্কপ্রসূত। ব্রিগহ্যাম ইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক লিলি লোপেজ সংবাদ সংস্থা এপিকে বলেন, আমার কাছে বড় খবর এটাই, যে তারা সূক্ষ্ম পক্ষপাত ও একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরজা খুলে দিচ্ছে। এতে তারা (অভিবাসন আবেদনের ক্ষেত্রে) নিজেদের সুবিধামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এটা খুবই উদ্বেগজনক। তার মতে, একজন আবেদনকারীকে 'আমেরিকা-বিরোধী' নন এমন প্রমাণ দিতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

বাংলাদেশ বিমানের ১০টি চাকা গায়েব, দুজন শনাক্ত

ঢাকা : হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানের হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্সের পাশের অকশন শেড (নিলামঘর) থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ১০টি চাকা গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ বলছে, এগুলো ছিল 'নোজ টায়ার'। এ ঘটনায় বিমানের সহকারী ব্যবস্থাপক (নিরাপত্তা) মো. জামাল হোসেন বিমানবন্দর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। সেখানে বলা হয় ঘটনাটি গত শনিবারের (১৬ আগস্ট)। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত শুরু করেছে বলে প্রথম আলোকে জানিয়েছেন জিডির তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রোকনুজ্জামান চৌধুরী। পাশাপাশি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসও ঘটনাটি তদন্ত করে প্রাথমকিভাবে বিমানের দুজন কর্মীর সম্পৃক্ততার তথ্য জানতে পেরেছে। বিমানের করা জিডিতে বলা হয়, ১৬ আগস্ট সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে অকশন শেডে ১০টি টায়ার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে বিমানের ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট সুপারভাইজার মো. আরমান হোসেন ও স্টোর হেলপার সামসুল হককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখন তাঁরা জানায়, বাংলাদেশের একটি বেসরকারি এয়ারলাইনসের এক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশে টায়ারগুলো সরিয়ে ওই কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিমানের একজন কর্মকর্তা বলেন, এ ঘটনায় তদন্ত চলছে। প্রাথমিকভাবে দুজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। মূলত অবৈধ অর্থের জন্য টায়ারগুলো সরানো হয়। এদিকে এ ঘটনার পর দায় স্বীকার করে বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত দিয়েছেন ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট সুপারভাইজার মো. আরমান হোসেন। সেখানে তিনি বলেন, বিমানের ১০টি টায়ার তিনি ইউএসবাংলাকে দেন। এরপর বেসরকারি এয়ারলাইনসটি তাঁদের থেকে ৬টি টায়ার নিয়ে অকশন শেডে রাখেন। এটি নিরাপত্তা সদস্যদের দৃষ্টিগোচর হয়। নিরাপত্তা শাখার দুজন সদস্য এসে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি ঘটনা স্বীকার করেন। পরের ঘটনার বর্ণনায় বিমানের এই অভিযুক্ত কর্মকর্তা আরও জানান, নিরাপত্তা শাখার কর্মকর্তাদের নির্দেশে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বেসরকারি এয়ারলাইনসের ওই টায়ারগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিমানের টায়ারগুলো ফিরিয়ে এনে অকশন শেডে রাখা হয়। এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) এ বি এম রওশন কবীর প্রথম আলোকে বলেন, টায়ারগুলো নিলামের জন্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই সেগুলো সরানো হয়েছিল। তদন্তে দুজনের সম্পৃক্ততার বিষয় উঠে এসেছে। এর সঙ্গে আরও কারও সম্পৃক্ততা আছে কি না, খোঁজা হচ্ছে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী খুব দ্রুতই জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এইচ-১বি ভিসায় অগ্রাধিকার পাবেন যারা

(প্রথম পাতার পর)

প্রশাসন উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি কর্মীদের জন্য আলোচিত এইচ-১বি ভিসা প্রোগ্রাম ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। প্রস্তাবিত নীতিতে উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত কর্মীদের অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যা কম বেতনের পেশাজীবীদের, বিশেষত ক্যারিয়ারের শুরুর পর্যায়ে থাকা বিদেশি গ্র্যাজুয়েটদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।বর্তমানে এইচ-১বি ভিসা প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগদাতারা সাময়িকভাবে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি কর্মী নিয়োগ করতে পারেন। কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিসের তথ্যমতে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভিসাধারী কম্পিউটার-সম্পর্কিত কাজে যুক্ত এবং সর্বাধিক ভিসাধারী ভারতের নাগরিক, এরপর চীনের। প্রতি অর্থবছরে নতুন ভিসার সংখ্যা ৮৫ হাজারে সীমাবদ্ধ, যার মধ্যে ২০ হাজার উন্নত ডিগ্রিধারীদের জন্য বরাদ্দ। ২০২৪ সালে নবায়নসহ মোট চার লাখ আবেদন অনুমোদিত হয়েছে, যেখানে অ্যামাজন সর্বাধিক নিয়োগ দিয়েছে।প্রস্তাবিত পরিবর্তনে উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত প্রার্থীরা সহজে ভিসা পাবেন, যা বড় টেক কোম্পানি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য লাভজনক হতে পারে। তবে কম বেতনের এন্ট্রি-লেভেল পদের ক্ষেত্রে বিদেশি গ্র্যাজুয়েটদের সুযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে শিক্ষক সংকট মোকাবিলায় বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া মার্কিন ডিস্ট্রিক্টগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এইচ-১বি ভিসা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে মতভেদ স্পষ্ট। সমর্থকরা বলছেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রকে সেরা মেধা আকর্ষণ ও শ্রমবাজারের ঘাটতি পূরণের সুযোগ দেয়। সমালোচকরা দুর্নীতি ও অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে মার্কিন কর্মীদের অগ্রাধিকার দেয়ার দাবি জানাচ্ছেন। রিপাবলিকান নেতা লরা লুমার ও স্টিভ ব্যানন প্রোগ্রামটিকে 'প্রতারণা' আখ্যা দিয়েছেন, অন্যদিকে ইলন মাস্ক ও ট্রাম্প একে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। ডেমোক্র্যাট সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের মতে, বড় করপোরেশনগুলো প্রোগ্রামটির অপব্যবহার করছে।প্রস্তাবিত পরিবর্তন কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে ক্যারিয়ার শুরু করতে চাওয়া অনেক দক্ষ অভিবাসী অন্য দেশে চলে যেতে পারেন, এমন আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। বিতর্ক আপাতত চলছেই।

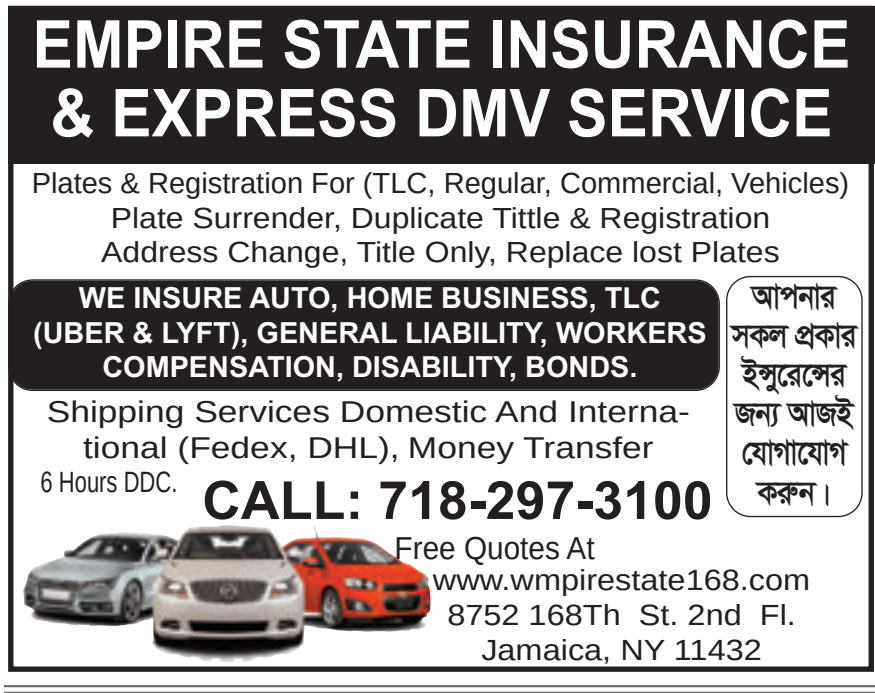

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি
★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
we Accepet all Major Credit Cards
OPEN
Monday to Saturda
Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ১০ বিশ্ববিদ্যালয় কোনগুলো

বাংলাদেশ ডেস্ক : জ্ঞানী-গুণীদের প্রায় সময় বলতে শোনা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ডিগ্রি অর্জনের জায়গা নয়। এটি দর্শন, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্বসহ জ্ঞানবিজ্ঞানের নানান শাখা নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও নতুন জ্ঞান তৈরির বিশেষ পরিসর। আমাদের মতো অনুন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালে মনীষীরা কেন এ কথা বলেন, তা বুঝতে তেমন একটা কষ্ট হয় না। অন্যদিকে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলে, পণ্ডিতদের এসব কথার মর্ম বোঝা সহজ হয়। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই শুরুর দিকে মূলত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। ধর্মতত্ত্ব, ভাষা, আইন ও দর্শনের পাশাপাশি সময়ের হাত ধরে সেখানে জ্ঞানের নতুন নতুন বিষয় যোগ হয়। সময় ও সংস্কারের বিবর্তনে এসব প্রতিষ্ঠান খোলনলচে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠিত ধারণামতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটি মূলত মধ্যযুগীয় ইউরোপের সঙ্গে সম্পৃক্ত; কিন্তু 'আলোকিত' ইউরোপ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বোঝায়, অনেকটা সেই আদলের প্রতিষ্ঠান তারও আগে গড়ে উঠেছিল মুসলিম শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে। বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়, যেগুলো আজও সগৌরবে চালু আছে, তেমন ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমাদের আয়োজন।

আল-কারাওয়িয়্যিন বিশ্ববিদ্যালয় : মরক্কোর ফেস শহরে অবস্থিত জামিয়াতুল কারাওয়িয়্যিন বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত। আরবি জামিয়া শব্দের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। আর কারাওয়িয়্যিন শব্দের অর্থ মহল্লাবাসী। এই হিসেবে জামিয়াতুল কারাওয়িয়্যিন অর্থ দাঁড়ায় মহল্লা বা গ্রামবাসী বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু শুরুতে এটার নাম কী ছিল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ইউনেসকো ও গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুসারে, এটি বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো সচল বিশ্ববিদ্যালয়। এক দল বিশেষজ্ঞের মতে, এটি ৮৫৭ বা ৯৫৯ সালে মসজিদ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ফাতিমা আল-ফিহরি। তিনি ছিলেন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মুহাম্মেদ আল-ফিহরির কন্যা। পরিবারটি নবম শতকের শুরুর দিকে তিউনিসিয়া থেকে মরক্কোর ফেস শহরে পাড়ি জমিয়েছিল। মসজিদ হিসেবে চালু হলেও একসময় কারাওয়িয়্যিনে কিছু কিছু পাঠদান শুরু হয়। পরে তা মাদ্রাসায় রূপ নেয়। নানা চড়াই-উতরাইয়ের পর ১৯৬৩ সালে তা মরক্কোর আধুনিক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হয়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে কারাওয়িয়্যিনে ইমাম মালেকের মতাদর্শ অনুসারে ধর্মতত্ত্ব, আইন, দর্শন ও ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। এখন সেখান ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়। পশ্চিম আফ্রিকার নানা দেশের শিক্ষার্থীরা এখানে পড়াশোনা করেন।

আল-আজহার : মিসরের আল-আজহার নিয়ে সারা দুনিয়ার মুসলিমদের মধ্যে একধরনের আত্মশ্লাঘা কাজ করে। মিসরের রাজধানী কায়রোতে ফাতিমীয় খিলাফতের সময় ৯৭০ বা ৯৭২ সালে এটি মসজিদ হিসেবে যাত্রা শুরু করে। শুরুর দিকে কোর-আন, হাদিস, ইসলামি আইন, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, অলংকার বা চান্দ্রমাস গণনার হিসাবের মতো বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হতো। ইসমাইলি শিয়াদের খিলাফতের পতনের পর আল-আজহার সুন্নি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার কেন্দ্রে পরিণত হয়। বর্তমানে এটি বিশ্বে আরবি সাহিত্য ও ইসলামি বিষয় শিক্ষা দেওয়ার অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। ১৯৬১ সাল থেকে এখানে চিকিৎসা ও প্রকৌশল শাস্ত্রের মতো বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় : ইতালির বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১০৮৮ সালে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে এতে ইউরোপের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসতেন। এর দেওয়ানি ও গির্জা-সংক্রান্ত ধর্মীয় আইন খুব বিখ্যাত ছিল। ত্রয়োদশ শতকে এতে চিকিৎসাশাস্ত্র বিভাগ চালু হয়। এতে করে ইউরোপে অনেক দিন ধরে হারিয়ে যাওয়া শল্যচিকিৎসা ও অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতির পুনর্জাগরণ ঘটে। সপ্তদশ শতক থেকে এতে নারীদের পড়ার সুযোগ তৈরি হয়। বর্তমানে এর ১১টি স্কুলে (ফ্যাকাল্টিতে) প্রায় ৮৫ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নবম শতকে, ১৩০০ সাল পর্যন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল। ইতিহাসবিদেরা পরে বের করলেন, নবম শতক নয়, বিশ্ববিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১০৯৬ সালে। শুরুর দিকে এর নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না। ক্লাস চলত ভাড়া করা হল, গির্জাসহ অন্যান্য স্থানে। ত্রয়োদশ শতকে পর্যন্ত এখানে ধর্মতত্ত্ব ছিল প্রধান বিষয়। সপ্তদশ শতকের শেষের দিক থেকে এখানে বিজ্ঞানচর্চা জনপ্রিয় হতে শুরু করে। ১৪৭৮ সালে বিশ্ব প্রকাশনা জগতের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস আত্মপ্রকাশ করে। দীর্ঘ ইতিহাসে অক্সফোর্ড থেকে পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল, জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যাডমন্ড হ্যালি, লেখক লুইস ক্যারল ও সি এস লুইসের মতো অনেক বরেণ্য ব্যক্তি বের হয়েছেন। ২৬ জন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ২৭ জন নোবেল বিজয়ী অক্সফোর্ডের সাবেক শিক্ষার্থী।

সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয় : স্পেনের সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে ১০৯৪ সালে। শুরুর দিকে তা ছিল ক্যাথলিক স্কুল। ১১৬৪ সালে রাজা নবম আলফনসো এটিকে রাজকীয় স্বীকৃতি দেন। মানবিক, বিজ্ঞান; বিশেষ করে ভাষাশিক্ষায় সারা বিশ্বে এর খ্যাতি রয়েছে। ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬) পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছার নতুন সমুদ্রপথ অনুসন্ধানের জন্য যখন স্পেনের রাজা ও রানির কাছে আবেদন করছিলেন, তখন তিনি সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলবিদদের এক পরিষদের সামনে নিজের যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। ওই ভূগোলবিদেরা কলম্বাসের যাত্রাপথ ও হিসাব-নিকাশ নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা মনে করতেন, এ পথে অন্য কোনো নতুন ভূখণ্ডের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। সেই ধারণা থেকে তাঁরা কলম্বাসের অভিযানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় : প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১১৬০ সালে। ফ্রান্সের রাজধানী হিসেবে প্যারিসের নাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভূমিকা রয়েছে। ত্রয়োদশ শতকে ফরাসি সম্রাটেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নানা সুবিধা দিতেন। প্রথম যুগে ধর্মতত্ত্বই ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বিষয়। পরে মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞানেরও নানা শাখা যুক্ত হয়। মধ্যযুগ শেষের দিকে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। অসাধারণ সব শিক্ষার্থী ও বিপুলসংখ্যক গ্রন্থসমৃদ্ধ বিশাল গ্রন্থাগার ছিল প্রধান আকর্ষণ। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো সচল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি ধরা যাবে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কারণ, ১৯৬৮ সালের মে মাসে ফ্রান্সজুড়ে ব্যাপক ছাত্র-শ্রমিক আন্দোলনের পর ১৯৭০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর এটি আর একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে থাকেনি, ভেঙে গড়ে ওঠে ১৩টি স্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়।

কেমব্রিজ : কেমব্রিজ বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠা হয় ১২০৯ সালে। স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বিরোধের পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিয়ে আসা একদল পণ্ডিত এটির ভিত্তিপ্রস্তর করেছিলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শিক্ষাগত দিক থেকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় বিশ্বের শীর্ষ ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিজ স্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৮২ জন নোবেল লাভ করেছেন।

পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় : ইউরোপের রেনেসাঁ-কালের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ইতালির পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। গ্যালিলিও গ্যালিলি বিশ্ববিদ্যালয়টির উজ্জ্বল শিক্ষার্থীদের একজন। ১২২২ সালে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি যাত্রা শুরু করে। এসব শিক্ষার্থীর অনেকে বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখানে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে পাদুয়া 'শিক্ষার্থী-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়' ছিল, যেখানে শিক্ষার্থীরা অধ্যাপক নির্বাচন করত এবং তাঁদের বেতন নির্ধারণ করত। এটি এখনো বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলেন প্রায় ৬৫ হাজার।

নেপলস বিশ্ববিদ্যালয় : হলি রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক ১২২৪ সালে ইতালির নেপলস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের নেপলসে বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব কমাতেই এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলের সব শিক্ষার্থীকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বাধ্য করেছিলেন। কখনো কখনো বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশ খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে। তবে বর্তমানে এটি ইতালির অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশিত গবেষণাপত্রের উদ্ধৃতির (সাইটেশন) ভিত্তিতে ২০১৫ সালে এটি বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল।

সিয়েনা : ইতালির টাসকানি অঞ্চলের সিয়েনা শহরে অবস্থিত সিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি, যা এখনো কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এটি ইতালির জনগণের অর্থায়নে পরিচালিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। ১২৪০ সালে স্টুডিয়ুম সেনেসে নামে মূল প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্তমানে আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। ২০০৬ সালে এর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার। সূত্র : ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস অবলম্বনে।

জমে উঠেছে ডাকসু নির্বাচন : মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ৬৫৮ জন

(২৬ পাতার পর)

এসএম ফরহাদ জিএস এবং সেক্রেটারি মহিউদ্দিন খান এজিএস পদে নির্বাচন করবেন। প্যানেল ঘোষণা করে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, 'আমরা চেষ্টা করেছি সব শিক্ষার্থীকে নিয়ে একটা সম্মিলিত প্যানেল দেওয়ার জন্য। এ প্যানেল নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে ডাকসুতে যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার এবং ছাত্রদের কল্যাণে যে উদ্যোগ নেওয়া দরকার, ছাত্রশিবির সেটা করবে।'

শিবিরের ঢাবি শাখার সভাপতি বলেন, 'আমাদের প্যানেলকে একটি ইনক্লুসিভ প্যানেল করার চিন্তা করেছি। সেই চিন্তা থেকেই এভাবে প্যানেল সাজানো হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমরা ভালো করব।' গত ১৮ আগস্টপ্যানেল ঘোষণায় উত্তেজনা লক্ষ করা গেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) প্যানেল নিয়ে। শেষ পর্যন্ত প্যানেল ঘোষণা না করলেও মনোনয়নপত্র নিয়েছেন প্রার্থীরা। তবে কালবেলার সূত্র নিশ্চিত হয়েছে, ভিপি পদে সংগঠনটির ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের এবং কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার জিএস পদে নির্বাচন করবেন। এই দুই পদ আগে থেকেই চূড়ান্ত থাকলেও মূলত এজিএস পদ নিয়ে দুই দিন ধরে দফায় দফায় মিটিংয়ে বসে সংগঠনটি। শেষ পর্যন্ত এই পদে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় থাকা মুখ্য সংগঠক তাহমীদ আল মোদাসসির চৌধুরীকে বাদ দিয়ে মুখপাত্র আশরেফা খাতুনকে চূড়ান্ত করেছেন তারা। নির্বাচনে 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেল থেকে লড়বে বাগছাস। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও মুখপাত্র উমামা ফাতেমার প্যানেলেও থাকছে চমক। এ প্যানেলের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও কালবেলার কাছে আসা তথ্যমতে উমামাকে ভিপি রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির দুই নেতা থাকছেন শীর্ষ পদগুলোতে। তার মধ্যে সাবেক সভাপতি আল সাদি ভূঁইয়া জিএস এবং বর্তমান সভাপতি মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহি এজিএস পদে নির্বাচন করতে পারেন। এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক এবং বাগছাসের কয়েকজন নেতাও এ প্যানেল থেকেই নির্বাচন করতে পারেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্যানেল ঘোষণা করা হবে বলে জানান উমামা ফাতেমা। তিনি বলেন, 'আমরা যোগ্যতা দেখে আগামীকাল (মঙ্গলবার) প্যানেল ঘোষণা করব। আমাদের ডাকসু প্যানেল হবে শিক্ষার্থীবান্ধব।'

বামজোটের প্যানেলেও দেখা গেছে চমক। এ প্যানেলে ভিপি পদে নির্বাচন করবেন শামসুননাহার হল ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। এর আগে তিনি কোনো আলোচনায় ছিলেন না। বামজোটের প্যানেলে দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। এ প্যানেল থেকে জিএস পদে ঢাবির ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি মেঘমল্লার বসু এবং এজিএস পদে বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল থাকছেন। বামজোট থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী হয়েছেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক। অন্য পদগুলোতে জোটের কারা কারা প্রার্থী, সেটি মঙ্গলবার প্রকাশ করা হবে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে। এজিএস প্রার্থী জুবেল বলেন, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র কাউন্সিল, ছাত্র যুব আন্দোলন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র মঞ্চ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের প্যানেল করা হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্র অধিকার পরিষদ একটি সমন্বিত জোট গঠনের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত পারেনি। কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা ভিপি, সহসভাপতি সাবিনা ইয়াসমিন জিএস এবং ঢাবি শাখার সেক্রেটারি রাকিবুল ইসলাম এজিএস পদে নির্বাচন করবেন। ৮ প্যানেল থেকে শীর্ষ পদে পাঁচ নারী: এবারের ডাকসু নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক নারী প্রার্থী অংশ নেবেন বলে জানা গেছে। আটটি প্যানেল থেকে শীর্ষ তিন পদে লড়বেন পাঁচ নারী শিক্ষার্থী। তারা হলেন স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে ভিপি পদে উমামা ফাতেমা, বাগছাসের প্যানেল থেকে এজিএস পদে আশরেফা খাতুন, আরেক স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে এজিএস পদে ফাতেহা শারমিন এ্যানি, ছাত্র অধিকার পরিষদের প্যানেল থেকে জিএস পদে সাবিনা ইয়াসমিন এবং বামজোটের প্যানেল থেকে ভিপি পদে শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ: ছাত্রদল নেতা তানভীর বারী হামিমের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় মিছিল নিয়ে প্রবেশ করায় অন্য প্যানেলের নেতারা আপত্তি জানান। তবে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, 'আমরা আসলে আচরণবিধির সে রকম লঙ্ঘন পাইনি। সবাই সর্বোচ্চ পাঁচজন করে সমর্থক নিয়ে এসেছেন। আমরা তাদের বলেছি লবিতে স্লোগান না দিতে।' মনোনয়নপত্র নিতে বাধার অভিযোগ: বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব হলে ছাত্রদলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র নিতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে ড. জসীম বলেন, ফজিলাতুন নেছা মুজিব হলে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করার জন্য আসতে দেরি করেছে বিধায়, তাকে তাৎক্ষণিক বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়। তবে বিষয়টি সমাধান হয়েছে, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী যাতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারে, সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় বাড়ল: গত ১৮ আগস্ট রাতে ডাকসু নির্বাচন কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MO AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ

ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার্
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

প্রার্থনার মূল কাজ কী

(শেষ পাতার পর)

থামাতে পারবে না, যতদূর দৃষ্টি যায় আমি দেখবো ততদূর অব্দি। এইরকম একটা জেদ ছিল শিশুকাল থেকেই। পুরনো ঢাকায় এরকম খোলা প্রান্তর তেমন একটা ছিল না বলে শিশু বয়সেই হেঁটে হেঁটে দূর-দূরান্তে চলে যেতাম। ধলপুরের দিকে গেলে কিছু খোলা বিল পেতাম। প্রায়শই যেতাম রেল সড়কের কাছে। যত দূর চোখ যায় সোজা রেল সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। শীতের ভোরে দূরে তাকিয়ে দেখতাম দৃষ্টি আটকে আছে ঘন কুয়াশায়। এরপর একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটত, আস্তে আস্তে কুয়াশার জাল ছিঁড়ে দৃষ্টি বহুদূর অব্দি পৌঁছে যেত। তখন আমি বিজয়ের আনন্দ অনুভব করতাম। মাঝে মাঝে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করতাম কী আছে অগ্নিপিণ্ডের বুকে। এরপর অনেকক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে যেতাম। যখন গ্রামে যেতাম দূরের গ্রামগুলোর কালো প্রান্তরেখা তাকিয়ে থাকতাম। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের মতো মহাকাশজগতের পাশাপাশি ক্ষুদ্র তৃণলতা, সীমফুলের গঠন, লাউ-কুমড়ো ফুলের রঙের পার্থক্য, শসার গায়ের কাটা, পিপিলিকার শৃঙ্খলাবোধ, বাবুইয়ের শিল্পদক্ষতা, কাটাঝোঁপে জন্মানো সুদৃশ্য বেতফল, রেলগাড়ির মতো ক্যারাপোকা, কুকুরের জন্মগত সাঁতারকৌশল জানা এইসব হাজারো বিষয় নিয়ে ভাবতাম, বিস্মিত হতাম। আমি দেখতাম অস্থির টুনটুনিও একটা সময় স্থির হয়ে বসে, ঘুমায় অথবা ধ্যান করে। বৃক্ষদের নিদ্রা-জাগরণও আমি টের পেতাম। কখন কোন গাছ জেগে আছে, কোন গাছ ঘুমিয়ে আছে, গাছটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই আমি বুঝতে পারতাম। ওরা ওদের ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলত। বর্ষাকালে কচু বনের ভেতরে হাঁটু পানিতে নেমে ব্যাঙের চোখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি পুরো একটি বিকেল। ব্যাঙের সঙ্গে তখন চোখে চোখে অনেক কথা বলেছি। জেনে নিয়েছি ওর বিবর্তন বৃত্তান্ত।

আমার নানা ছিলেন খুব ধার্মিক এবং সত্যবাদী মানুষ। তার সংস্পর্শে আমার ধর্মানুরাগ তৈরি হয়। এই সুবৃহৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলাবোধ আমার কাছে একটি মৌলিক ধর্ম বলে মনে হতো। শিশুকালে প্রকৃতিকে বোঝার জন্য আমি প্রচুর প্রকৃতি ধ্বংস করেছি। বরুণ গাছের খোড়লে হাত ঢুকিয়ে বালিহাঁসের ডিম চুরি করে এনেছি। এনে মুরগির ওমে একুশ দিন রেখে বাচ্চা ফুটিয়েছি। প্রচুর চড়ুই হত্যা করেছি। বকের ডিম চুরি করে এনে মুরগির ওমে বাচ্চা ফুটিয়েছি। বকের বাসা থেকে বাচ্চা চুরি করেও এনেছি। সেই বাচ্চা পেলে বড়ো করেছি। বকের বাচ্চা বড়ো হয়ে উড়ে চলে যেত না। সারাদিন খালে-বিলে কাটিয়ে সন্ধ্যায় এসে নারকেল গাছের পাতার ওপর বসে থাকত। টেঁ টেঁ শব্দ করে ডাকলেই আমার মাথায়, কাঁধে এসে বসত। আব্বা-আম্মা ঢাকায় থাকতেন, আমি লম্বা সময় নানাবাড়ি-গ্রাম খাগাতুয়ায় থাকতাম। নানা-নানী আমাকে নিয়ে আতঙ্কে থাকতেন। নানী অন্যদের বলতেন, আমার নাতির চোখ বগায় খাইবো। কিন্তু আমার পোষা বকেরা কখনোই আমার চোখে ঠোকর দেয়নি। শালিকের বাচ্চাও চুরি করে এনেছি, পেলে বড়ো করেছি। এনেছি ঘুঘুর বাচ্চাও। এসবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ যেমন হয়েছে ওদের জীবনের ছন্দটাও আমি শিখতে পেরেছি এবং আমার সব সময় মনে হয়েছে প্রকৃতির সকল কিছুই, যারা নড়ে এবং যারা নড়ে না, কোনো একটা সময়ে প্রার্থনায় মগ্ন হয়। কার প্রার্থনা করে সবাই? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কখনোই নানাজানকে জিজ্ঞেস করিনি। নিজে নিজে আবিস্কারের একটা আনন্দ আছে, আমি সেই আনন্দটা পেতে চেয়েছি। হিন্দু পাড়ার মেয়েদের দেখেছি স্নান করে কেউ কালিমূর্তিকে, কেউ দূর্গাকে, কেউ শিবকে পূজো করে। হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানে গণেশ, লক্ষীর মূর্তি দেখেছি। পৈতা পরা উদোম ব্রাহ্মণ ক্রেতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কপালে ছোঁয়ায়, গনেশের গায়ে ছোঁয়ায়, লক্ষীর গায়ে ছোঁয়ায়, তারপর ক্যাশবাক্সে রাখে।

আমার মনে হতো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি কেন্দ্র আছে, যেখান থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সকলেই সেই কেন্দ্রের কাছে নতজানু, কেন্দ্রের দিকে মুখ রেখেই সকলে আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু কোথায় সেই কেন্দ্র? আমাকে তা খুঁজে বের করতেই হবে। এই খোঁজার নেশাই আমাকে ভ্রমণে উৎসাহিত করে। আমি দুইভাবে ভ্রমণ করি। হেঁটে, উড়ে, নদীপথে ছুটে চলেছি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, আবার চোখ বন্ধ করে ভ্রমণ করি প্রকৃতির মনোজগতে। খুঁজি সেই কেন্দ্র যেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় সবকিছু। সবাই একটি আলোর কথা বলেন। আলোর দিকে ছোটেন। আমার মনে হয় আলোবৃত্তেরও একটি কেন্দ্র আছে এবং তা অন্ধকার। একটি আঁধারবিন্দু থেকেই সব কিছুর শুরু আর শুরুটাই কেন্দ্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই কেন্দ্রের চতুর্দিকে আবর্তিত। এই আবর্তনই প্রার্থনা। প্রার্থনা আর কিছু নয়। 'চমক দেখি তার' আমার রচিত একটি দীর্ঘ কবিতা। সেই কবিতাটিতে এবং আমার আরো বহু কবিতায় 'চোখ বন্ধ করে যে ভ্রমণ আমি করি' তা প্রতিফলিত হয়েছে। এই দীর্ঘ কবিতাটিতে আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম এবং বিনাশ নিয়ে একটি সমাধানে পৌঁছুনোর চেষ্টা করেছি। হাতের তালু খোলা আর বন্ধ করা, ব্যাস, এতোটাই সহজ সেই সমাধান।

কেউ একজন এই সম্প্রসারণ এবং সংকোচনের নিয়ন্ত্রক। কে সে? সে কোনো একক সত্ত্বা নয়। আবার এক অর্থে একক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছু সেই সুবৃহৎ এককের ভগ্নাংশ। এক থেকেই সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে জিলিয়ন জিলিয়ন সৃষ্টি, কাজেই সকলেই সেই এককের ভগ্নাংশ। একদিন এই সম্প্রসারণ থেমে যাবে, হয়ত বহু লক্ষ আলোকবর্ষ সব কিছু স্থির থাকবে তারপর আবার শুরু হবে সংকোচন। সংকুচিত হতে হতে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানেই, সেই অঁ-াধারবিন্দুতে, সব কিছু নিঃশেষ হবে। একটি ছোট্ট অঁ-াধারবিন্দু সব কিছু শুষে নেবে।

আমি নিজেও তো সেই সুবৃহৎ এককের অংশ, কাজেই আমিও নিয়ন্ত্রক। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ভগ্নাংশগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে হতে যতটা সম্ভব পূর্ণাঙ্গতার আশ্বাদ নিতে পারি। যে আঁধারবিন্দু থেকে শুরু, যেখানে আবার সবকিছু বিলীন হবে, সেই কেন্দ্রকে ধ্যানের লক্ষ্য স্থির করে প্রার্থনা করলেই ভগ্নাংশগুলোর সঙ্গে সংযুক্তি স্থাপন করা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি। আসমানী কিতাবপ্রাপ্তরা অদৃশ্য এক কেন্দ্রকে লক্ষ্যস্থির করে প্রার্থনা করে, আদিবাসী বা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা কেন্দ্রকে কল্পনা করে নানান আকৃতি তৈরি করে এবং সেইসব আকৃতিকে সামনে রেখে প্রার্থনা করে। সুফিরা গান বাজনা, জিকির, ঘুর্ণন নৃত্য, নেশায় বুঁদ হয়ে কেন্দ্র খোঁজে। এর সবই ধর্ম। সবই প্রার্থনা। প্রার্থনার মূল কাজ হলো সংযোগ স্থাপন করা। যুক্ত হতে হলে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। প্রার্থনায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে একটি শূন্য স্লেটের মতো পরিস্কার করে নিতে হয়। তারপর নিজেকে ভারমুক্ত করতে হয়। ভারমুক্ত করার জন্য প্রথমেই পরিপূর্ণ সমর্পণ করতে হয়। এরপর ধীরে ধীরে সেই কাঙ্খিত কেন্দ্রের দিকে মনোযোগ স্থাপন করতে হয়, কেন্দ্রকে স্পর্শ করতে হয়, কেন্দ্রে অবস্থান করতে হয়, কেন্দ্রের সঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে হয়। এই বিলীন হওয়ার মধ্য দিয়েই পূর্ণতায় পর্যবসিত হওয়া যায়। যে যতোটা বিলীন হতে পারে সে মহাঅসীমের ততোটুকু পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। ঠিক এই সময়টাতেই প্রাণীকূল তার নিজের ও তার সঙ্গে যুক্ত অন্য যে কারো দেহ ও মনের বিকল, অর্ধবিকল হয়ে পড়া যন্ত্রাংশ মেরামতও করে নিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

নিউইয়র্কে বন্দুক সহিংসতা বৃদ্ধি

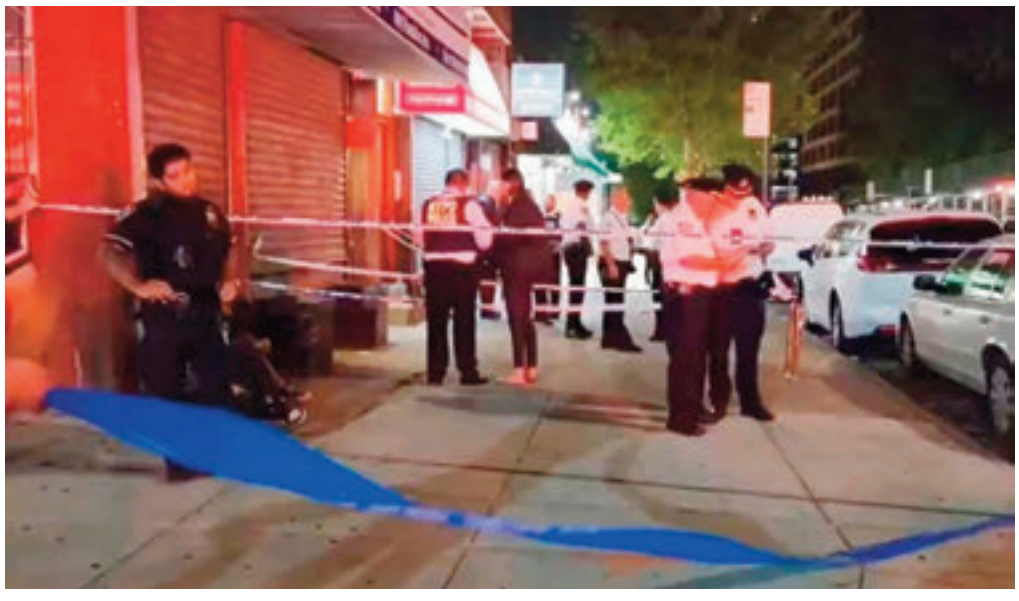

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে ক্রমবর্ধমান গ্যাং সহিংসতা ও গুলির ঘটনা শহরের নিরাপত্তার জন্য নতুন ধরনের হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। ব্রুকলিনের ক্রাউন হাইটস এলাকায় ১৭ আগস্ট ভোরে 'টেস্ট অব দ্য সিটি' ক্লাবে একটি ভয়াবহ গুলির ঘটনায় তিনজন নিহত এবং নয়জন আহত হন। পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ জানিয়েছেন, শহরের গোলাগুলির প্রায় ৬০% গ্যাং-সংক্রান্ত এবং ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত নিউইয়র্কে মোট ৪১২টি গুলি চলেছে। পুলিশের অভিযান ও বন্দুক জব্দ কার্যক্রম চললেও, সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক বেড়েই চলেছে।

এই পরিস্থিতি ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য ফেডারেল হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, আমরা চাই নিউইয়র্ক সিটিও সঠিকভাবে পরিচালিত হোক। প্রয়োজন হলে আমরা ফেডারেল হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত।" ট্রাম্পের বক্তব্যে নির্দেশ করা হয়েছে যে, শহরের নিরাপত্তা ও গ্যাং দমন কার্যক্রমে ফেডারেল প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে।অন্যদিকে, নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক একটি স্বাধীন শহর, এবং আমাদের স্থানীয় পুলিশ যথেষ্ট সক্ষম। আমরা ফেডারেল হস্তক্ষেপের উপর নির্ভরশীল হতে চাই না। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহরের জনগণকে সতর্ক থাকার এবং পুলিশকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্কে পুলিশের গ্যাং ডাটাবেস বাতিল করার প্রস্তাবিত আইনের প্রেক্ষাপটেও বিতর্ক তীব্র হচ্ছে। সমালোচকেরা বলছেন, ডাটাবেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক পুলিশিংকে উৎসাহিত করতে পারে। তবে কমিশনার টিশ ও পুলিশ সমর্থকরা ডাটাবেসকে অপরাধী চিহ্নিত ও দমন করার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতা ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্তৃত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিউইয়র্কের বর্তমান পরিস্থিতি ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি কৌশলগত সুযোগ হিসেবে কাজ করতে পারে, যেখানে তারা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।

শহরের বাসিন্দারা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন যে, ফেডারেল হস্তক্ষেপে তাদের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়তে পারে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন তাদের অবস্থানে অটল, এবং তারা দৃঢ়ভাবে বলছেন যে, নিউইয়র্কসহ সকল শহরকে নিরাপদ রাখা আমাদের প্রাধান্য।এই পরিস্থিতি শহরের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, প্রশাসনিক কাঠামো এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে উঠে এসেছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, নিউইয়র্কের বর্তমান সহিংসতা এবং গ্যাং সমস্যা যদি অব্যাহত থাকে, তবে ফেডারেল হস্তক্ষেপের দাবি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।নিউইয়র্কবাসীর চোখ এখন ফেডারেল সরকারের প্রতিক্রিয়া ও স্থানীয় প্রশাসনের কার্যক্রমের উপর, যা শহরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলবে।

ব্রুকলিনে গুলিতে নিহত ৩ : নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে একটি লাউঞ্জে বন্দুকধারীর গুলিতে কমপক্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। হামলাটিকে গ্যাং সংশ্লিষ্ট সহিংসতা মনে করা হচ্ছে। গত ১৭ আগস্ট ভোরে ক্রাউন হাইটস এলাকার ৯০৩ ফ্র্যাঙ্কলিন অ্যাভিনিউতে টেস্ট অফ দ্য সিটি লাউঞ্জের ভেতরে গুলি চালানো হয়। ঘটনাস্থলে কমপক্ষে ৩৬টি গুলির খোসা পাওয়া গেছে।পুলিশ জানিয়েছে, নিহত তিনজনই পুরুষ। এদের একজনের বয়স ২৭, আরেকজনের ৩৫ এবং একজনের বয়স জানা জায়নি। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাদের অবস্থা সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।পুলিশের মতে, গুলি চালানোর ঘটনায় সন্দেহভাজনদের এখনো শনাক্ত করা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে তারা কাজ করছে।

ব্রুকলিনের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, তদন্তকারীরা রেস্তোরাঁর ভেতরে কাজ করছেন। মেঝেতে রক্তের স্রোত এবং ভাঙা কাঁচ দেখা যাচ্ছে। এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা টিশ জানান, রাত সাড়ে তিনটার পরপরই ৯১১ নম্বরে একাধিক কল আসে। এর ভিত্তিতে পুলিশ কর্মকর্তারা লাউঞ্জের ভেতর গিয়ে বন্দুক হামলার অনেক ভুক্তভোগীকে পান। তিনি জানান, বিবাদের সময় বন্দুকধারীরা লোকজনের ওপর গুলি শুরু করে বলে মনে করা হচ্ছে। টিশ জানান, গুলিবিদ্ধ তিনজনকে মৃত ঘোষণা করা হয় এবং নয়জনকে আশঙ্কামুক্ত অবস্থায় হাস-পাতালে ভর্তি করা হয়।

তিনি জানান, ভুক্তভোগীদের মধ্যে ৯ পুরুষ ও তিন নারী রয়েছেন, যাদের বয়স ১৯ থেকে ৬১ বছরের মধ্যে। ভুক্তভোগীদের নাম ও পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করেনি পুলিশ। এনওয়াইপিডি কমিশনার জানান, পুলিশ কর্মকর্তারা ভেতর থেকে গুলির ৪২টি খোসা উদ্ধার করেন। পুলিশ বেডফোর্ড অ্যাভিনিউ ও ইস্টার্ন পার্কওয়ের কাছ থেকে একটি বন্দুক উদ্ধার করে, তবে আগ্নেয়াস্ত্রটি লাউঞ্জে হামলার অংশ কি না, সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।নিউইয়র্কের পুলিশ কমিশ-নার জেসিকা টিশ ঘটনাটিকে 'ভয়াবহ' এবং 'অসঙ্গতিপূর্ণ' বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, 'নিউইয়র্ক শহরে বছরে গত মাসে গুলিবর্ষণের ঘটনা এবং গুলিবিদ্ধদের সংখ্যা সবচেয়ে কম দেখা গেছে।'আগস্টের শুরুতে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ বলেছিল, ২০২৫ সালে এ পর্যন্ত ৪১২টি গুলিবর্ষণের ঘটনা এবং ৪৮৯ জন গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।

ব্রায়ারউডে কনভেনিয়েন্স স্টোরে হামলায় আহত ২ : কুইন্সের ব্রায়ারউডে একটি কনভেনিয়েন্স স্টোরের ভেতরে ঢুকে গত ১৬ আগস্ট বন্দুক হামলা চালিয়েছেন এক ব্যক্তি। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ২ জন। এবিসি নিউজ জানায়, গত ১৬ আগস্ট রাত ৯ টা ৩০ মিনিটের ঠিক পরে স্ট্রিটের কাছে ব্রায়ারউডের একটি কনভেনিয়েন্স স্টোরে হামলার ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ দুজনকে জ্যামাইকা হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা ঐ দোকানের কর্মচারী বলে ধারণা করা হচ্ছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আহতদের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। হামলাকারী ব্যক্তি গুলি চালানোর পর সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যান। তাকে এখন পর্যন্ত আটক করা সম্ভব হয়নি। গুলি চালানোর উদ্দেশ্য এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছেন পুলিশ কর্মকর্তারা। পুলিশ হামলাকারীদের আটক করতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

বিশ্বের শীর্ষ ৫০ নারী নেত্রীর একজন বাংলাদেশের শিফা

(শেষ পাতার পর)

শিফা বিশ্বের শীর্ষ ৫০ নারী নেত্রীর একজন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এই সম্মানজনক স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তি সংস্থা রোসাটম। শিফা রাশিয়ার কালুগা ওব্লাস্টের ওবনিস্কে ভিজিবল পাওয়ার ফিমেল লিডারশিপ ক্যাম্প এবং বিশ্ব পারমাণবিক সপ্তাহে অংশগ্রহণ করবেন, যেখানে বিশ্বের ১০ হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী একত্রিত হবেন। এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছে রোসাটম কর্পোরেট একাডেমি, যা বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রোসাটম বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রূপপুর পারমাণ-বিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে।

শিফাকে তার পেশাগত অভিজ্ঞতা, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ, গবেষণা এবং সাফল্য মূল্যায়ন করে বেশ কিছু ধাপে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরে নির্বাচিত করা হয়েছে। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের প্রভাষক। ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের অধীনে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্পে লিড প্রোগ্রাম অফি-সার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ভিলেজ এমপাওয়ারমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও, যা তরুণদের মধ্যে কমিউনিকেশন, উপস্থাপনা এবং নেতৃত্বের দক্ষতা বিকাশে কাজ করছে।

শিফা রাশিয়ার সোচিতে বিশ্ব যুব উৎসব, মস্কোর আন্তর্জাতিক শিশু কমিটি এবং ওরেনবার্গে ইউরেশিয়া গ্লোবাল ফোরামসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি টোস্টমাস্টার্স ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব পাবলিক স্পিকিং (২০১৯-২০)-এরও একজন চ্যাম্পিয়ন।

সাবিতা বিনতে আজাদ শিফা তার লিংকডইনে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, আমি গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমি বিশ্বের মাত্র ৫০ জন নারী নেত্রীর একজন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। এই মর্যাদাপূর্ণ প্রোগ্রামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি সম্মানিত। বাংলাদেশী হিসেবে সুযোগ পাওয়ায় আরো বেশি গর্বের।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

৫০০ লোকের গোপনাঙ্গ কেটে হিজড়ায় রূপান্তর

ঢাকা : চিকিৎসক না হয়েও চিকিৎসক পরিচয় দিতেন হাদিউজ্জামান। খুলনার ফুলতলা থানার ছাতিয়ানী গ্রামের বাসিন্দা হাদিউজ্জামান এইচএসসি পাস করে আর লেখাপড়া করেননি। নিরীহ মানুষের যৌনাঙ্গ কেটে হিজড়ায় রূপান্তর ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় ফুলতলা সার্জিক্যাল ক্লিনিকে হাতেখড়ি হাদিউজ্জামান গত ১০-১২ বছরে ৪০০-৫০০ লোকের যৌনাঙ্গ কেটে হিজড়ায় রূপান্তর করেন। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এই কাজ বাস্তবায়ন করা হতো। হিজড়া নামধারী অনেক হিজড়া এবং বেশ কিছু চিকিৎসক এই সিন্ডিকেটের সদস্য। সিন্ডিকেটের সদস্যরা নিরীহ মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে এবং জিম্মি করে হিজড়ায় রূপান্তর করে হাতিয়ে নিত মোটা অঙ্কের টাকা। তদন্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ২০২১ সালের ১ জুন ঢাকার আশুলিয়ার এনায়েতপুরে রাকিব হাসান শাওনকে হত্যার অভিযোগে তৃতীয় লিঙ্গের চম্পা ওরফে স্বপ্নাকে গ্রেপ্তার করে পিবিআই ঢাকা জেলা। স্বপ্না ছিলেন পুরুষ। নাম ছিল নওশাদ। ১২ বছরের এক ছেলেও রয়েছে তার। ১১ বছর আগে স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর্থিক অনটনে জীবন কাটে তার। দেলু হিজড়া নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয় নওশাদের। তার কথায় প্রলুব্ধ হয়ে নিজেকে পরিবর্তন করে চম্পা ওরফে স্বপ্না হিজড়া বনে যান। এরপর স্বপ্না প্রেমের সম্পর্ক গড়েন রাকিবের সঙ্গে।

একপর্যায়ে স্বপ্না রাকিবকে নিয়ে আশুলিয়ার এনায়েতপুরে থাকতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে প্রায়ই কলহ হতো। কলহের জেরে রাকিবকে খুন করেন স্বপ্না। এর দুই বছর পর গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের হিজড়া পল্লী থেকে স্বপ্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিন দিনের রিমান্ডে বেরিয়ে আসে লিঙ্গ পরিবর্তনকারী হিজড়া চক্রের চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই কাজে সহযোগিতা করছে এক গ্রাম্য পল্লি চিকিৎসক। তার নাম ইহাদ লস্কর। গ্রেপ্তার করা হয় তাকেও। চক্রের সদস্য দেলু হিজড়া ও রাশেদ আহম্মেদ নাসিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। চিকিৎসক হাদিউজ্জামান ও ইহাদ লস্কর আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। ২০২৩ সালের ২১ অক্টোবর পিবিআই ঢাকা জেলার এসআই সালে ইমরান বাদী হয়ে ঢাকার ধামরাই থানায় হাদিউজ্জামান ও ইহাদ লস্করের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামি করা হয়। পিবিআই ঢাকার জেলার দুই কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত করেন। তদন্তে উঠে আসে এই অপরাধে জড়িত ছয় চিকিৎসকের নাম। এ ছাড়া দেলু হিজড়া ও রাশেদের নাম তদন্তে উঠে আসে। হাদিউজ্জামানের কাজ থেকে এই কাজ শিখে ইহাদ লস্কর। তার গ্রামের বাড়ি যশোর সদরের জয়রামপুরে। সেখানে রহমত মেডিকেল হল নামে একটি ফার্মেসি গড়ে তোলেন।

গোল্ডেন এইজ ফুটবল টুর্ণামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ওজন পার্ক ফাইটার্স

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশি স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা আয়োজিত গোল্ডেন এজ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫ এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওজন পার্ক ফাইটার্স। গত ১০ আগস্ট রোববার অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বি যুব সংঘ অনুপস্থিত থাকলে ওজন পার্ক ফাইটার্সকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। নিউইয়র্ক সিটির র‍্যান্ডাল আইল্যান্ড স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইটে এই খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও খেলার নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠে উপস্থিত হয় ওজন পার্ক ফাইটার্স। খেলার নির্ধারিত সময়ে রেফারী উভয় দলকে মাঠে ডাকলেও ফাইনাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বি যুব সংঘ অনুপস্থিত থাকলে আনুষ্ঠানিকতা শেষে ওজনপার্ক ফাইটার্সকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিপুলসংখ্যক ক্রীড়ামোদী দর্শক মাঠে উপস্থিত হলেও ফাইনাল খেলাটি উপভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন তারা। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দলের মাঝে ট্রফি বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র সভাপতি দুলাল মিয়া (এনাম) এবং সাধারণ সম্পাদক খায়রুল ইসলাম খোকন জানান, নিয়ম অনুযায়ী ফাইনাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বি যুব সংঘ এবং ওজন পার্ক ফাইটার্স এর সাথে অফিসিয়ালী যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। কিন্তু খেলার দিন বেলা তিনটা থেকে যুব সংঘ অজ্ঞাত কারণে আমাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অনেক চেষ্টা করেও খেলার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদেরকে পাওয়া যায়নি। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা জানান, নিয়ম অনুযায়ী তদলটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, এবারের গোল্ডেন এজ ফুটবল টুর্নামেন্টে মোট ৮টি দল অংশ নেয়। দলগুলো হলো: ব্রঙ্কস ইউনাইটেড, আইসাব, যুব সংঘ, গার্ডেন স্টেট এফসি, ফাইটারস ক্লাব, সন্দীপ ইউনাইটেড, নোয়াখালী টাইগারস এবং স্পোর্টিং ক্লাব।বিপুলসংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে এদিন সন্ধ্যায় টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র সভাপতি দুলাল মিয়া (এনাম) এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক খায়রুল ইসলাম খোকনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ট্রাস্টি মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও উপদেষ্টা আব্দুর রহীম বাদশা, উপদেষ্টা জুনেদ চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন, মখন মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রশিদ রানা, রাজনীতিক আব্দুর নূর বড় ভূইয়া, বিয়ানী বাজার সমিটির সাধারণ সম্পাদক রেজউউল আলম অপু প্রমুখ।

নিউইয়র্কে 'ট্রু ইকুইটি নাউ'র ভোটার নিবন্ধন অভিযান শুরু

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটি নিয়ে মূলধারার রাজনীতিতে অবদান রাখার প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ট্রু ইকুইটি নাউ' (টিইএন) নামের একটি সামাজিক কল্যাণমূলক অলাভজনক সংস্থা। মূলত: বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাগরিক শিক্ষা, ভোটার অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো-ই এই সংস্থার কাজ। নিউইয়র্ক সিটিতে ভোটার নিবন্ধন অভিযান শুরুর মধ্যদিয়ে সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করলো। সিটির জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিউস্থ দারুল উলুম মসজিদের বাইরে পার্কিং লটের সামনে গত ১৫ আগষ্ট শুক্রবার বাদ জুমা আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থাটি ২০২৫ সালের ভোটার নিবন্ধন অভিযান শুরু করে। যাতে সহজে ও বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশে বেশি মানুষের কাছে ভোটার নিবন্ধনের গুরুত্ব পৌছানো যায়- এজন্যই জুমার নামাজ শেষে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বলে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম এই প্রতিনিধিকে জানান।

মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম বলেন, টিইএন নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টার, উপাসনালয় ও জনসমাগম স্থানে ভোটার নিবন্ধন অভিযান চালিয়ে যাবে, যতদিন না এই বছরের ভোটার নিবন্ধন সময়সীমা শেষ হয়। সংস্থাটির লক্ষ্য হলো প্রতিটি যোগ্য নাগরিককে- বিশেষ করে যারা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত- ভোট দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য, সুযোগ ও উপকরণ তাদের হাতে দেয়া এবং দৌড়গোড়ায় পৌছানো, যাতে তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পূর্ণভাবে অংশ নিতে পারেন। কমিউনিটি নেতাদের অংশগ্রহণে উদ্বোধনী কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট জে মোল্লা সানি, আনিসুল কবির জাসির, মাহতাব খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচীটি চলাকালে টিইএন কর্মকর্তারা আগ্রহীদের মাঝে ভোটার নিবন্ধনের ফর্ম ও তথ্যপত্র বিতরণ করার পাশাপাশি ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

উল্লেখ্য, ট্রু ইকুইটি নাউ (টিইএন) একটি অরাজনৈতিক, সামাজিক কল্যাণমূলক অলাভজনক সংস্থা, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাগরিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে কাজ করে। তৃণমূল পর্যায়ে যোগাযোগ, শিক্ষা ও অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে টিইএন মানুষকে সচেতন, সম্পৃক্ত ও সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে ভোটার নিবন্ধন, নাগরিক শিক্ষা, কমিউনিটি সংগঠন, নেতৃত্ব উন্নয়ন এবং ন্যায় ও সমতার জন্য একতা গড়ে তোলা।

ভোটার নিবন্ধনের বাইরে আরও সেবা: যদিও ভোটার নিবন্ধন টিইএন-এর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সংস্থার লক্ষ্য শুধু নাম তালিকাভুক্ত করা নয়- বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন অভিবাসী, বর্ণবৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠী, কর্মজীবী পরিবার এবং অন্যান্য বঞ্চিত সম্প্রদায়কে নাগরিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা।

টিইএন-এর কাজের মধ্যে রয়েছে: ১. নাগরিক শিক্ষা বৃদ্ধি: ওয়ার্কশপ, সভা ও তথ্য প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে সরকার কীভাবে কাজ করে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা এবং স্থানীয়, অঙ্গরাজ্য ও জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার গুরুত্ব বোঝানো।

২. ভোটার সচেতনতা বাড়ানো: ভোটারদের শেখানো কিভাবে প্রার্থী ও ভোটের প্রস্তাব সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করতে হয়, তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে জানা এবং ভোটকেন্দ্র বা ডাকযোগে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া বোঝা।

৩. নীতি পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলা: ভাষাগত সহায়তা, ভোটার অ্যাক্সেস এবং ন্যায্য নির্বাচনী এলাকা বণ্টনের মতো বাধা দূর করার জন্য নীতিগত সংস্কারের দাবি তোলা (অরাজনৈতিকভাবে)।

৪. কমিউনিটি নেতৃত্ব তৈরি: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নতুন নেতাদের উৎসাহিত ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা নির্বাচনে দাঁড়ায়, নাগরিক বোর্ডে অংশ নেয় বা অন্য নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে।

৫. একতা গড়ে তোলা: স্থানীয় সংগঠন, ধর্মীয় নেতা ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও শ্রমিক অধিকারসহ নানা বিষয়ে কমিউনিটির কণ্ঠ জোরদার করা।

৬. সারা বছর ভোটার সক্রিয় রাখা: শুধু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নয়, স্থানীয় ও বিশেষ নির্বাচনে অংশ নিতে মানুষকে উৎসাহিত করা, যেগুলো সরাসরি দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনেক উৎসাহী নাগরিক উপস্থিত ছিলেন- যাদের মধ্যে অনেকে এখনো ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হননি। এসময় স্বেচ্ছাসেবক ও নেতারা তাদেরকে সরাসরি সহায়তা দেন, নিবন্ধন প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং ভোটার স্ট্যাটাস কীভাবে যাচাই করতে হয় তা বুঝিয়েছেন।

নাগরিকদের ভোট কীভাবে স্থানীয় স্কুল, জননিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রভাব ফেলে- সে সম্পর্কেও মৌলিক ধারণা দেওয়া হয়। লক্ষ্য ছিল শুধু ভোটার তালিকায় নাম তোলা নয়, বরং কেন ভোট দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানো।

টিইএন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম বলেন, প্রতিনিধিত্ব শুরু হয় নিবন্ধন থেকে। প্রতিটি ভোট একটি কণ্ঠস্বর। আমরা এখানে এসেছি যেন আমাদের সম্প্রদায়- যারা দীর্ঘদিন অবহেলিতড় তাদের ভোটের মাধ্যমে কথা বলতে পারে।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম বলেন, এটা শুধু একটি প্রচারণা নয়; এটি একটি আন্দোলন। নাগরিক অংশগ্রহণ সুস্থ গণতন্ত্রের মূলভিত্তি, আর যত বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক আমাদের ভোটাররা হবে, তত বেশি শক্তিশালী হবে আমাদের সমাজ। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে কাউকে এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হবে না।

টিইএন'র আগামী পরিকল্পনা: ট্রু ইকুইটি নাউ (টিইএন) শিগগিরই নতুন ভোটার নিবন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করবে, বিশেষ করে এমন এলাকায় যেখানে আগে ভোটার নিবন্ধন ও ভোটদানের হার কম ছিল। এর মধ্যে থাকবে যুবসংগঠন, অভিবাসী সহায়তা সংগঠন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সঙ্গে অংশীদারিত্ব, যাতে ভাষা, সংস্কৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়।

নিবন্ধন অভিযানের সঙ্গেই ছোট তথ্যসেশনও থাকবে- যেমন আগে ভোট দেওয়ার নিয়ম, ডাকযোগে ভোটের আবেদন কীভাবে করতে হয় এবং ভোটের বাইরে কীভাবে নিজের কমিউনিটির পক্ষে আওয়াজ তুলতে হয়।

ম্যানহাটানে ৭ বছরের শিশু, ভাই ও মাকে গ্রেপ্তার করলো আইস

(প্রথম পাতার পর)

মার্থা ও ১৯ বছরের ভাই ম্যানুয়েলকে গ্রেপ্তার করেছে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট– আইস।লোয়ার ম্যানহাটনের ফেডারেল প্লাজায় নিয়মিত অভিবাসন চেকইনের সময় তাদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে খবর পাওয়া যায়। পরিবারটির সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন স্থানীয় নেতারা।নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণান দেশের পরিস্থিতি পরিবার থেকে শিশুদের আলাদা করার অবস্থায় গেছে কি-না, সে প্রশ্ন করেছেন।গ্রেপ্তারের পর মা ও শিশুকে টেক্সাসে স্থানান্তর করা হয়। ১৯ বছরের তরুণকে নিউ জার্সিতে আটক রাখা হয়।পরিবারটি থাকতো জ্যাকসন হাইটসে। তারা এসেছিল ইকুয়েডর থেকে। শিশুটি পড়তো এলমহার্স্টের পিএস ৮৯কিউ নামের একটি পাবলিক স্কুলে। আইস সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে পাবলিক স্কুলের যেসব শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে, তার মধ্যে শিশুটি চতুর্থ বলে মনে করা হচ্ছে।শিক্ষার্থীদের এমন গ্রেপ্তার নিয়ে প্রতিনিয়ত বাড়ছে উদ্বেগ। ব্রুকলিন ফ্রন্টিয়ার্স হাই স্কুলের ২০ বছরের শিক্ষার্থী মামাদু দিয়ালোর সমর্থনে গত ১৫ আগস্ট রাতে জড়ো হন অনেকে। গিনি থেকে আসা দিয়ালো অভিবাসন আদালতে নিয়মিত শুনানিতে গেলে আইস এজেন্টরা তাকে গ্রেপ্তার করেন।মার্থা ও তার সন্তানদের কেন আটক করা হয়েছে, সে বিষয়ে জানতে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টকে করা প্রশ্নের উত্তর পায়নি আইউইটনেস নিউজ।

মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট দিয়ে প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার সুযোগ

(প্রথম পাতার পর)

মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্টধারীদেরও ভোটার হওয়ার সুযোগ দিল নির্বাচন কমিশন।ইতোমধ্যে ১০টি দেশের ১৭টি মিশনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করা এবং এনআইডি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এ অবস্থায় ভোটার নিবন্ধন আরও সহজ করা হল।এখন থেকে প্রবাসে ভোটার নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের সঙ্গে মেয়াদ সম্বলিত বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপির পাশাপাশি মেয়াদোত্তীর্ণ বাংলাদশি পাসপোর্টের কপি বা দ্বৈত নাগরিকদের ক্ষেত্রে বিদেশি পাসপোর্টের কপি জমা দেওয়া যাবে।এছাড়া সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসকারী এনআইডিধারী তিনজন প্রবাসীর কাছ থেকে 'বাংলাদেশি নাগরিক মর্মে প্রত্যয়নপত্র' জমা দিলেই হবে।বুধবার ইসির এনআইডি উইং এর পরিচালক (নিবন্ধন ও প্রবাসী) খান আবি শাহানুর খানের স্বাক্ষরে এ বিষয়ে ইসির নির্দেশনার চিঠি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনারের পাঠানো হয়।বুধবার জারি করা 'প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন' সংক্রান্তপরিপত্রে বলা হয়েছে, প্রবাসীদের মধ্যে যারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে চান, তাদের কিছু নথিপত্র জমা দিতে হবে।

অনলাইনে পূরণ করা আবেদনপত্র ফরম-২ (ক)

নির্বাচন কমিশনের 'বিশেষ এলাকা' হিসেবে ঘোষিত চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৬টি উপজেলা/থানার জন্য অতিরিক্ত তথ্য সম্বলিত 'বিশেষ তথ্য ফরম'।মেয়াদ সম্বলিত বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি/মেয়াদোত্তীর্ণ বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি/বিদেশি পাসপোর্টের কপি/ সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসকারী এনআইডিধারী তিনজন প্রবাসীর কাছ থেকে বাংলাদেশি মর্মে প্রত্যয়নপত্র

বাংলাদেশি জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি (অনলাইন ভেরিফায়েড)

পাসপোর্ট সাইজের এক কপি রঙিন ছবি, আবেদনকারীর বাবা-মায়ের এনআইডির কপি/বাংলাদেশি অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি/বাংলাদেশি মৃত্যু সনদের কপি (মৃত হলে) /পাসপোর্টের কপি/ওয়ারিশ সনদের কপি/বাংলাদেশের বাসিন্দা মর্মে নাগরিক সনদের কপি/দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)শিক্ষা সনদের কপি (SSC / Equivalent Certificate / JSC / PEC সনদ) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ড্রাইভিং লাইসেন্স/টিআইএন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

নিকাহনামা (Marriage Certificate) এবং স্বামী/স্ত্রীর NID (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদ (কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান/মেয়র/ সিইও/প্রশাসক কর্তৃক) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)সংশ্লিষ্ট ঠিকানা সম্বলিত ইউটিলিটি বিলের কপি/হোল্ডিং ট্যাক্স রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আবেদনপত্র, পাসপোর্টের কপি/তিন এনআইডিধারী প্রত্যয়নপত্র, ফটো, জন্মসনদ নিবন্ধনকেন্দ্রে জমা দিতে হবে।প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদি নিবন্ধন কেন্দ্রে জমা দেওয়া সম্ভব না হলে, আবেদনকারীর পক্ষে বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রতিনিধির মাধ্যমে এসব দলিল তদন্তকারী কর্মকর্তা বা রেজিস্ট্রেশন অফিসারের (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার) কাছে জমা দেওয়া যাবে।

অনলাইনে পূরণ করা আবেদনপত্রের [ফরম-২(ক)] তথ্য সংশ্লিষ্ট ভোটার এলাকার নির্বাচন কর্মকর্তা সরেজমিনে তদন্ত করবেন।বর্তমান ইসি দায়িত্ব নেওয়ার পর এনআইডি সেবা সহজীকরণে নানা ধরেনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। এমন তৎপরতার মধ্যে প্রবাসীদের ভোটার করার বিষয়টি সহজ করার সিদ্ধান্ত এল।

অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ উপার্জন

(১৪ পাতার পর)

তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কি কি আমল করেছে।(তিরমিযি:২৪১৬, কিতাবুসিফাতিল কিয়মাহ ওয়ার-রিকায়িকি....., বাবুল কিয়ামাহ) খাওলাহ আনসারীয়া রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সা: কে বলতে শুনেছি যে, কিছু লোক আল্লাহর দেয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।(বুখারী:৩১১৮, কিতাবু ফারদেল খুমুসি, বাবুক্বাউলিহি তা'আলা খুমুসুলিল্লাহি ওয়াররাসুলি....., ইফা:২৮৯৪, আ.প্র:২৮৮৪)

যারা হারাম পন্থায় সম্পদের পাহাড় গড়েছে, তাদের সম্পদ একদিন দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। এই সমস্ত হারাম খুররা আল্লাহর কাছে অপবিত্র। আল্লাহ তাদেরকে কখনো পবিত্র করবেন না। তাদের অবৈধ সম্পদ সেদিন তাদের কোন উপকারে আসবেনা ধন-সম্পদ সেখানে কেবলমাত্র এমন অবস্থায় উপকারী হবে যখন মানুষ দুনিয়ায় ঈমান ও আন্তরিকতা সহকারে তাআল্লাহর নির্ধারিত পথে উপার্জন করে এবং তা আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয়হয়। নয়তো কোটিপতি ও বিলিয়ন সম্পদের মালিকরাও সেখানে পথের ভিখারী হবে। আল্লাহতা'আলা বলেন,"যেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে লাগবে না, তবে যে বিশুদ্ধ অন্ত:করণ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।"(সুরা শুয়ারা:৮৮-৮৯)

আমরা আজও জাহেলিয়াতের অন্ধকারে

(১৪ পাতার পর)

জনসম্মুখে পেটাতে পারি, কিন্তু বড় চোরদের বিরুদ্ধে মুখ খুলি না। একজন ঋণগ্রস্ত কৃষকের পাশে দাঁড়াই না, কিন্তু কোটি টাকার খেলাপি ঋণ মাফ হয়ে যায়। একজন নারীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে আমরা নৈতিকতার ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু পতিত রাজনীতিবিদদের চরিত্র নিয়ে কিছু বলি না।

এই দ্বিচারিতা শুধু আমাদের ন্যায়বোধকেই হত্যা করছে নাড়এটি সমাজের ভেতর এক নৈতিক দেউলিয়াত্বের সুনামি বইয়ে দিচ্ছে। যেহেতু এদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই ধর্মীয় অনুশাসনই এ সমস্যার প্রতিকারের সবচেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক পথ। ইসলাম শুধু নামাজ-রোজার ধর্ম নয়–এটি এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা অর্থনীতি, ন্যায়বিচার, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক আচরণ–সবকিছুতেই সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

সমাধানের জন্য আমাদের চারটি স্তরে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত, পরিবারে ঋণগ্রস্ত আত্মীয়ের পাশে দাঁড়ানোকে ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে সন্তানদের শেখাতে হবে, যাতে আর্থিক সংকটে কেউ একা না পড়ে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগতভাবে এমন সহমর্মিতা চর্চা করতে হবে, যা ঋণ, দারিদ্র্য বা সামাজিক অপমানের কারণে কাউকে আত্মহত্যার মতো চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দেবে। তৃতীয়ত, সামাজিকভাবে আইনের শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে "গণপিটুনি" নামের পৈশাচিকতা বন্ধ হয় এবং ক্ষমতাবান অপরাধীরাও আইনের আওতায় আসে। সর্বশেষে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের দায়িত্ব, কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং দুর্নীতি দমনে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে ন্যায়বিচার কেবল কাগজে নয়, বাস্তবেও কার্যকর হয়। একজন দরিদ্র রিকশাওয়ালা ১০ টাকার সাবান ৩০ টাকায় ভ্যাট ও ট্যাক্স দিয়ে কিনে সরকার প্রধানকে এসি রুমে আর মার্সিডিজ বেঞ্জ এ চড়ার জন্য নয়। আর রাষ্ট্রের মালিক পথে ঘুমাবে কিন্তু তার চাকররা আলিশান প্রাসাদ বা বিদেশে বাড়ি গাড়ি করবে তা কখনোই উচিত নয়। একজন চাকরের সর্বোচ্চ পদধারী সচিব, অবশ্যই এদেশের কৃষককে সম্মান দিবে এবং স্যার বলবে। সমাজের এই সকল মুসলিম সম্প্রদায় বা শাসকগন হয়তো ভুলে গেছেন যে তারা ওমর (রা:) মত অর্ধ পৃথিবীর শাসক নন,কিংবা ওমরের রাজ্যের যত ছাগল বা উট ছিল তাদেরকে খাওয়াতে এই দেশের সমান তৃনভূমি লাগতো।

যদি আমরা সত্যিই ইসলামকে কেবল নাম নয়, কর্মে ধারণ করিড়তাহলে এমন ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে। আমাদের মনে রাখতে হবেড়আজ যারা সমাজের এই অবক্ষয় দেখে চুপ করে আছি, কাল আমরাও হয়তো এর শিকার হবো। তাই এখনই সময়–এই জাহেলিয়াতের অন্ধকার ভেঙে আলোর পথে ফেরার। অন্যথায়, ইতিহাস আমাদেরও সেই নোংরা সমাজের অংশ হিসেবে নিন্দা করবে, যে সমাজ দুর্বলদের রক্তে ভিজে থেকেও ক্ষমতাবানদের পদচারণায় ফুল বিছিয়ে দিত। তাই মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলেছিলেন-"Our lives begin to end the day we become silent about the things that matter."

লেখক : রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

সপ্তাহে চার দিন কাজ শরীর ও মনের জন্য

(১৫ পাতার পর)

অফিসে আসে ও দেরিতে যায়। কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতি দেখানোর জন্য তারা এটি করে থাকে।" "এটা আসলে প্রদর্শনমূলক। মার্শাল আর্টে যেমন নির্দিষ্ট ভঙ্গি বা কৌশল মেনে চাল দিতে হয়, এখানেও তেমনি কাজ করলে তা দেখানোর একটি বিষয় আছে।" তিনি বলেন, জাপানের সমষ্টিবাদী সংস্কৃতি এই প্রবণতাকে উসকে দেয়। "কেউ যদি শুক্রবার ছুটি নিতে শুরু করে, অন্যরা ভাবে- ও কেন আজ কাজ এড়াতে পারছে?" ব্যাখ্যা করেন তিনি। জাপানে আইনগতভাবে এক বছরের পিতৃত্বকালীন ছুটি সুবিধা আছে। কিন্তু সেটিও অনেকে নেয় না। "কারণ তারা সহকর্মীদের অসুবিধায় ফেলতে চায় না," বলেন হিরোশি ওনো। অধ্যাপক ওয়েন ফেন বিশ্বাস করেন যে তাদের এই গবেষণার মতো আরও ট্রায়ালে ধীরে ধীরে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে। এমনকি যেসব দেশে অতিরিক্ত কাজের সংস্কৃতি রয়েছে, সেখানেও। আইসল্যান্ডের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ এখন তুলনামূলক কম সময় ধরে কাজ করেন এবং তাদের এখন সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা কমিয়ে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ফ্রান্স, স্পেন, ডোমিনিকান রিপাবলিক ও বতসোয়ানাসহ আরও কয়েকটি দেশেও এই একই পরীক্ষা চালানো হচ্ছে বা হয়ে গেছে। এ বছরের শুরুর দিকে জাপানের টোকিওতে সরকারি কর্মচারীদের জন্য চার দিনের কর্মসপ্তাহের পাইলট কর্মসূচি শুরু হয়েছে। দুবাইও সম্প্রতি তাদের সরকারি কর্মীদের জন্য একই ধরনের গ্রীষ্মকালীন উদ্যোগ চালু করেছে। এছাড়া, ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে দক্ষিণ কোরিয়া পরীক্ষামূলকভাবে ৬৭টি প্রতিষ্ঠানে সাড়ে চার দিনের কর্মসপ্তাহ চালু করবে।

ভারসাম্য নেই কাজ ও জীবনে : "কোভিডের পর থেকে অনেকেই মনে করছে, তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য নেই এবং এই ট্রেন্ড বদলানোও সম্ভব না," বলেন ফোর ডে উইক গ্লোবাল-এর সিইও ক্যারেন লো। ব্রাজিল থেকে নামিবিয়া কিংবা জার্মানি, মোদ্দাকথা 'চার দিনের কর্মসপ্তাহের মডেল পরীক্ষায়' পুরো বিশ্বজুড়ে কোম্পানিগুলোকে সাহায্য করে তার সংস্থা। সংস্থাটির বড় সাফল্যের একটি হলো, যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোর গোল্ডেন শহরে ২৫০ জনের সমন্বয়ে গঠিত পুলিশ বিভাগ। চার দিনের কর্মসপ্তাহ চালু করার পর অতিরিক্ত সময় কাজ করানোর যে খরচ, তা প্রায় ৮০ শতাংশ কমেছে এবং পদত্যাগের হার অর্ধেকে নেমে এসেছে। "এই মডেল যদি জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করা পুলিশ বিভাগে কাজ করে, তবে এটি সবখানেই কাজ করতে পারে" বলে মনে করেন ক্যারেন লো। "২০১৯ সালে যখন মডেলটি পরীক্ষা করা হচ্ছে, তখন হাতে গোণা অল্পকিছু কোম্পানি এতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু এখন সেই সংখ্যাটি কয়েক হাজার," যোগ করেন তিনি। "এটি এখন প্রমাণিত। এখন শুধু বোঝার ক্ষমতার অভাব আছে"- উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছোট কর্মসপ্তাহ মানে কম উৎপাদনশীলতা, এই ধারণা আসলে ভুল। ২০১৯ সালে মাইক্রোসফট জাপান চার দিনের কর্মসপ্তাহ চালু করে। দেখা যায় যে আগের বছর প্রত্যেক কর্মী যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করতেন, চার দিন কাজ চালুর পর সেই বিক্রি ৪০ শতাংশ বেড়ে যায়। যদিও পরবর্তীতে মাইক্রোসফট জাপান এটিকে আর স্থায়ীভাবে চালু করেনি। অধ্যাপক ফ্যানের গবেষণায় দেখা গেছে, কম প্রভাব রাখে, এমন কিছু কাজ বাদ দেওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদনশীলতা প্রায় একই রকম ছিল। যেমন, অপ্রয়োজনীয় মিটিং-এর বদলে তারা ফোনকল বা মেসেজকে বেছে নিয়েছে। আরেকটি ভুল ধারণা হলো, সাপ্তাহিক ছুটি কাটানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে কর্মীদেরকে কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে, বলছিলেন লো। "মূল বিষয়টা হলো পাঁচ দিনের কাজ জোর করে চার দিনে চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং অপ্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ করা। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এখন আমাদের অনেক কাজ সহজ করে দিয়েছে, ফলে অদক্ষতা শনাক্ত করাটাও সহজ হয়ে যাচ্ছে।"

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা : দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে স্টেলেনবশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সেলিং সেন্টারের পরিচালক চার্ল ডেভিডসের জন্য চার দিনের কর্মসপ্তাহ ছিল একটি আশা জাগানিয়া সুযোগ। তার দলটি ৩০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা দেয়। কর্মসপ্তাহে এই পরিবর্তনের আগে কাউন্সেলিং সেন্টারের কর্মীরা অতিরিক্ত চাপ ও ক্লান্তিতে মান-সিকভাবে ভেঙে পড়ছিলেন। "আগে অনুপস্থিতির হার ছিল খুব বেশি। মানুষ অসুস্থতার কথা বলে বারবার ছুটি নিচ্ছিলো। এটা আলসেমির জন্য নয়, বরং তারা টিকে থাকার চেষ্টা করছিলো," বলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বের সবচেয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত দেশগুলোর একটি। চার্লের টিমে ৫৬ জন ছিলেন। সীমিত লোকবল দিয়ে বেশি কাজ করানোর কারণে তারা মান-সিকভাবে সম্পূর্ণ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সিনিয়রদের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তখন চার দিনের কর্মসপ্তাহ চালু করেন। "তারা ভেবেছিলো, এটি কাজ করবে না। কিন্তু আমি করলাম এবং চমকপ্রদ ফলাফল পেলাম," বলেন তিনি। আগের বছরে অসুস্থতাজনিত ছুটি ছিল ৫১ দিন। আর ছয় মাসের ওই পরীক্ষামূলক সময়ে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র চার দিনে। আর কর্মীরাও জানায় যে তাদের এসময় ভালো ঘুম হয়েছে, তারা বেশি সময় ধরে ব্যায়াম করতে পেরেছে, নিজেদের শখ পূরণ ও পরিবারের সাথে ভালোভাবে সময় কাটিয়েছে। চার্ল ভেবেছিলেন, কর্মীদের ছুটি একদিন বাড়িয়ে দেওয়ায় কর্মীরা বাড়তি আয়ের জন্য ওই অতিরিক্ত সময়েও কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে কেবল একজনই তা করেছে। তার মতে, কর্মীদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বাড়ায় তারা কাজে আরও ভালো হয়েছে। "তারা আরও মনোযোগী, আরও সহানুভূতিশীল হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দেওয়া সেবামানেও এর সরাসরি প্রভাব পড়েছিলো," জানান তিনি। সবার জন্য নয় তবে এই ধরনের পরিবর্তন সবার জন্য কার্যকর না। অধ্যাপক ওয়েন ফ্যান বলেন, একটি দেশের শিল্প কাঠামো এবং উন্নয়নের ধাপ, দু'টোই গুরুত্বপূর্ণ। "আফ্রিকার অনেক মানুষ কৃষি, খনি বা অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। তাই সেখানে শ্রমের এসব নমনীয়তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ কম," বলেন ক্যারেন লো। লো বলেন, নিম্ন দক্ষতাসম্পন্ন কাজগুলোকে পুনর্গঠন করা কঠিন এবং এসব ক্ষেত্রে মালিকরা সময়সূচি পুনর্বিবেচনা করতে চান না। তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে, অল্পতে অধিক মুনাফা। তবে সেসব দেশেও কিছু অগ্রগতি হচ্ছে। অধ্যাপক ফ্যানের গবেষণায় নির্মাণ, উৎপাদন ও হসপিটালিটি খাতের কোম্পানিগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে কিছু সফলতার কথা জানা গেছে। তিনি বলেন, "এটি বিভিন্ন খাতের জন্য কার্যকর হতে পারে, কিন্তু আমি চার দিনের পরীক্ষামূলক কর্মসপ্তাহকে সবার জন্য সমান সমাধান হিসেবে দাবি করছি না।"

পরিবর্তনের চালিকাশক্তি তরুণ প্রজন্ম : বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় চালিকা শক্তি হবে তরুণ প্রজন্ম। ২০২৫ সালের এক বৈশ্বিক জরিপে দেখা গেছে, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বেতন নয়, বরং কাজ ও জীবনের ভারসাম্যকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় অনেক তরুণ কর্মী বলছেন, কম বেতনের বিনিময়ে ছোট কর্মসপ্তাহ মেনে নিতে রাজি। অধ্যাপক ফ্যান বলেন, কাজের উদ্দেশ্য ও জীবনের কাছে প্রত্যাশা নিয়ে তরুণদের ধারণা ভিন্ন। তিনি আরও বলেন, 'গ্রেট রেজিগনেশন' (মহামারির পর গণপদত্যাগ), 'কোয়ায়েট কুইটিং' (শুধু দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করা) এবং চীনের 'লাইং ফ্ল্যাট' (অতিরিক্ত কাজের সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যান) এর মতো আন্দোলনগুলো এটিই প্রমাণ করে যে এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করেছে। তিনি মনে করেন, সময়ের সাথে সাথে এই পরিবর্তনগুলো কর্মক্ষেত্রের প্রচলিত নিয়মকানুনকে পাল্টে দিতে পারে। জাপানে হিরোশি ওনো ইতোমধ্যেই কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন। তিনি বলেন, জাপানের ৩০ শতাংশ পুরুষ এখন পিতৃত্বকালীন ছুটি নেন, আগে এটি ছিল প্রায় শূন্য। "এটি প্রমাণ করে যে মানুষ এখন কাজের চেয়ে সুস্থতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।" ক্যারেন লো এ বিষয়ে একমত। তিনি বলেন, "যাদের বয়স যত কম, তাদের পরিবর্তনের দাবি তত বেশি।" তার বিশ্বাস, এই পরিবর্তনের গতি বাড়ছে, "কোভিড আমাদের প্রথম বাঁকবদলের মুহূর্ত দিয়েছিলো। আমি আশা করি, পরেরটি হবে চার দিনের কর্মসপ্তাহ।" বিবিসি বাংলা

সিটির কল সেন্টার প্রতিনিধির চাকুরি

(শেষ পাতার পর)

আগামী ২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। এই পদে বার্ষিক ন্যূনতম প্রারম্ভিক বেতনের প্রমাণ ৪০,৭৭০ ডলার। দুই বছর অব্যাহত চাকুরির পর বার্ষিক বেতন উন্নীত হবে ৪৬,৮৮৫ ডলার। আবেদন ফি এর পরিমাণ ৬১ ডলার। আবেদন করার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে কোনো স্বীকৃত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি, অথবা এসোসিয়েট ডিগ্রির কথা বলা হয়েছে। অথবা চার বছর মেয়াদি হাইস্কুল ডিপ্লোমাধারী হতে হবে। এই চাকুরি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহীদের https://www. nyc.govsite/dcas/employment/schedules-open-competitive-exams.page ওয়েবসাইট ভিজিট করতে বলা হয়েছে।

মামদানিকে এখনো সমর্থন দেননি গভর্নর হকুল

(শেষ পাতার পর)

দিয়ে ক্যাথি হকুল নিউইয়র্ক স্টেটে তার কিংমেকারের ক্ষমতাকে বোধহয় উপভোগ করছেন বলে মন্তব্য করেছে নিউইয়র্ক টাইমস। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে নিজ দলের প্রার্থীকে এখন পর্যন্ত সমর্থন না করা পেছনে কি কৌশল রয়েছে তা নিয়ে অনেকে নানা জল্পনা-কল্পনা করছেন। তিনি কখন মামদানিকে সমর্থন করতে পারেন মর্মে চলতি মাসের সূচনায় হকুল নি-উইয়র্ক টাইমসকে বলেন, 'আমি মামদানির সঙ্গে বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছি। তাড়াহুড়া করার কিছু নেই।

মামদানিকে সমর্থন করার ব্যাপারে শুধু স্টেট গভর্নর ক্যাথি হকুলই যে দ্বিধায় আছেন তা নয়, নিউইয়র্কের আরো কিছু বিশিষ্ট ডেমোক্রেট, যেমন ফেডারেল সিনেটে মাইনরিটি নেতা চাক শুমার, সিনেটর ক্রিস্টেন গিলিব্র্যান্ড, কংগ্রেসের হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের মাইনরিটি নেতা হেকিম জেফরিস এখনো মামদানির প্রার্থীতা সমর্থন করেননি। নিউইয়র্ক সিটির ১০জন হাউজ ডেমোক্রেটের মধ্যে শুধু চারজন কংগ্রেসম্যান মামদানিকে সমর্থন করেছেন। হাউজ ডেমোক্রেটদের আগামী বছর মধ্যবর্তী নির্বাচনের মখোমুখি হতে হবে। একইভাবে ক্যাথি হকুলকেও আগামী বছর গভর্নর পদে পুনর্নির্বাচনর মুখোমুখি হতে হবে। তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থিত শীর্ষস্থানীয় রিপাবলিকান হাউজ রিপ্রেজেন্টেটিভ এলিস স্টেফানিক। কিছু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে জোহরান মামদানিকে অতি উৎসাহে সমর্থন দিলে স্টেটের রক্ষণশীল এলাকাগুলোতে তা নির্বাচনে হকুলের বিরুদ্ধে যেতে হবে।

গভর্নর হকুল 'ফক্স নিউজ সানডে'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, আমাদের মধ্যে এখনো অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। আমি জানি না যে কীভাবে আমাদের এই মতপার্থক্য দূর হবে। সাশ্রয়ী হওয়াসহ আরো কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ঐকমত্য হতে হবে। নির্বাচন জনগণের স্নায়ু স্পর্শ করলেও আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারছি না। মামদানিকে সমর্থন দিতে হকুলের বিলম্ব ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রমাণ করে যে, মামদানি হয়তো স্টেটের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডেমোক্রেটের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হবেন না। তারা মনে করেন, মামদানি একজন ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্ট, ফিলিস্তিনিদের পক্ষে তার সমর্থন হকুলসহ কিছু নেতার লালিত আদর্শের পরিপন্থী। কিন্তু মামদানি সাধারণ নিউইয়র্কবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো উচ্চাভিলাষী ও ব্যয়বহুল। যেমন, বিনা ভাড়ায় বাসে চলাচলের সুবিধা, অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া নির্দিষ্ট রাখা এবং সর্বজনীন শিশু পরিচর্যা। তিনি নির্বাচিত হলে রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ডের রেন্ট স্ট্যাবিলাইজ অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া নির্ধারণে মেয়র হিসেবে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবেন। অন্যান্য নীতির মধ্যে সিটির বিত্তবানদের ওপর নতুন করারোপ করার কথাও বলেছেন। কিন্তু নতুন করারোপের সিদ্ধান্ত স্টেট আইনসভায় পাস করাতে হবে এবং পাস হলে স্টেট গভর্নরের অনুমাদনের প্রয়োজন হবে। গভর্নর হকুল ধনবানদের ওপর নতুন করারোপের প্রবল বিরোধী। কারণ এর ফলে সিটির ধনী ও উচ্চ আয়ের ব্যক্তিরা কর এড়াতে ফ্লোরিডা চলে যেতে পারে।

মামদানির সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার বিরোধিতায় গভর্নর

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদপ্রার্থী ও সমাজতান্ত্রিক নেতা জোহরান মামদানি প্রস্তাবিত সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত সুপারমার্কেট পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছেন গভর্নর ক্যাথি হোচুল। হ্যাম্পটনে এক ব্যবসায়িক আলোচনায় তিনি বলেন, আমি মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে। শনিবার বিলিয়নিয়ার সুপারমার্কেট ব্যবসায়ী জন ক্যাটসিমাটিডিসের আয়োজিত ওই প্রাতঃরাশে হোচুলের মন্তব্যে উপস্থিত উদ্যোক্তাদের করতালি ধ্বনিত হয়। ক্যাটসিমাটিডিস, যিনি গ্রিস্টিডস ও ডি'আগোস্তিনো সুপারমার্কেট চেইনের মালিক, পরে হোচুলের প্রশংসা করে পোস্টকে বলেন, এ ধরনের দোকান চলে না। মামদানির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এ বিরোধিতা ডেমোক্র্যাটিক শিবিরের ভেতর থেকেই বাড়তে শুরু করেছে। সমালোচকদের আশঙ্কা, এ ধরনের পদক্ষেপ বেসরকারি নিত্যপণ্যের ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং করদাতাদের ওপর বাড়তি বোঝা চাপাবে। সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোর মুখপাত্র রিচ আজ্জোপার্দি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে ইমেলে বলেন, আকর্ষণীয় স্লোগান সবসময় কাজ করে না। আর মামদানি এটা কাজ করুক বা না-করুক, পরোয়া করেন না। কুওমো দাবি করেন, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবিলায় তার পরিকল্পনা ভেবেচিন্তে তৈরি হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন, কানসাস সিটি সম্প্রতি কোটি কোটি ডলার অপচয়ের পর তাদের সিটি-অধিকৃত সুপার স্টোর ও বিনামূল্যের বাস পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে।

কানসাস সিটির উদাহরণে বলা হচ্ছে, সেখানে সিটি-মালিকানাধীন সান ফ্রেশ মার্কেট ১০ বছরে প্রায় ১৮ মিলিয়ন ডলার সরকারি অর্থ পেয়েছিল। কিন্তু চুরি, খালি তাক ও বিপুল লোকসানের কারণে এটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর শহরটি বিনামূল্যের বাস পরিষেবাও বাতিল করে। কুইন্স থেকে নির্বাচিত ও 'ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট' হিসেবে পরিচিত মামদানি প্রতিটি বারের জন্য মোট পাঁচটি পৌর গ্রোসারি স্টোর খোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ছয় কোটি ডলার। তার দাবি, এই দোকানগুলো খাদ্যের বাড়তি দাম ঠেকাবে এবং সাশ্রয়ী খাবারের সহজলভ্যতা বাড়াবে। তবে সমালোচকদের মতে, এতে বেসরকারি দোকান বন্ধ হয়ে যেতে পারে, ভোক্তাদের বিকল্প কমে যাবে এবং শহরবাসীকে অসহনীয় ব্যয়ভার বইতে হবে। মেয়র পদপ্রার্থী মামদানি সম্প্রতি আবাসন বিষয়েও বিতর্কে জড়িয়েছেন। ফক্স নিউজ ডিজিটালের প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রায় ১.৫ লাখ ডলার বার্ষিক আয় থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত একটি অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করে নৈতিকতা প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এ প্রসঙ্গে কুওমো বলেন, 'জোহরানস ল'যাতে উচ্চ আয়ের ব্যক্তিরা ভর্তুকিযুক্ত বাসায় থাকতে না পারেন। মামদানি জানিয়েছেন, তিনি যখন ওই অ্যাপার্টমেন্টে ওঠেন তখন তার আয় ছিল মাত্র ৪৭ হাজার ডলার এবং তিনি জানতেন না যে এটি ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত। তার প্রচার টিম সমালোচনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই উড়িয়ে দিয়েছে।

হোচুলের মন্তব্য নিয়ে মমদানি'র প্রচার টিম কোনো মন্তব্য করেনি। ফক্স নিউজ ডিজিটালের পক্ষ থেকে জবাব চাইলেও গভর্নর হোচুলও কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

শেখ মুজিব যেভাবে 'দ্বিতীয়বার' খুন হলেন

(৮ পাতার পর)

একটা অমিল আছে। পিতা পালাননি। বুলেটে তাঁর শরীর ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল। কন্যা প্রাণভয়ে চম্পট দেন। আত্মীয়দের নিরাপদে দেশ ছাড়ার সুযোগ করে দেন। অনাত্মীয়দের ফেলে যান। পঁচাত্তরের পরে মুজিবের ভাবমূর্তি যেটুকু পুনরুদ্ধার হয়েছিল, হাসিনার বাড়াবাড়িতে সেটি ধসে যায়। আওয়ামী বলয়ের বাইরে নাগরিকদের কাছে হাসিনা ফ্যাসিস্ট। আর মুজিব হয়ে যান ফ্যাসিবাদের আইকন। হাসিনার অপশাসনের দায় মুজিবের নয়। যেহেতু হাসিনা মুজিব নামক বটিকা ফেরি করে দেশ শাসন করতেন, স্বাভাবিকভাবেই মুজিব গণরোষের শিকার হন। দেশে মুজিববিরোধী মনস্তত্ত্ব জোরালো হয়ে ওঠে। অখণ্ড পাকিস্তান তত্ত্বের ফেরিওয়ালারা সেই স্রোতে সওয়ার হন তাঁদের পুরোনো হিসাব মেলাতে।

হাসিনা প্রাণে বাঁচেন। জনরোষ গিয়ে পড়ে মুজিবের ওপর। ঝড় বয়ে যায় তাঁর নামে করা সব স্থাপনা, ভাস্কর্য আর বত্রিশ নম্বরের বাড়িটির ওপর। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট তিনি বুক পেতে গুলি নিয়েছিলেন। চব্বিশে এসে হাসিনা তাঁর মৃত পিতার 'দ্বিতীয় মৃত্যু' নিশ্চিত করেন। এটি ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

লেবাননে গৃহযুদ্ধ কি অত্যাসন্ন?

(৮ পাতার পর)

প্রশ্নে খ্রিস্টান জনগোষ্ঠি সমঝোতায় না গিয়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলশ্রুতিতে গৃহযুদ্ধ বাঁধে। সিরিয়া, ইরান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। আমেরিকা এবং ইসরায়েলের সংশ্লিষ্টতা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিভাত হতে থাকে, বিশেষত আমেরিকার দুতাবাস আক্রান্ত হলে। সিভিল ওয়ার সময় এবং এর অব্যবহিত পূর্বে ইসরাইল বৈরুতে বিমান হামলা চালাতে থাকলে বৈরুতের অর্থনৈতিক অবস্হা দ্রুত সমস্যা সংকুল হয়ে পড়ে । দক্ষিণ লেবানন কার্যত হিজবুল্লাহ বাহিনী কুক্ষিগত করে ইসরাইলে রকেট, বোমা নিক্ষেপ ইত্যোকার ধ্বংসাত্বক কার্যাদি করতে থাকে। ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র কঠোর অবস্হানে গেলে সিরিয়ার হাফেজ আল আসাদের পতন ত্বরান্বিত হয় । হিজবুল্লাহ বাহিনী নাকানিচুবানি খেলেও দমে যায়নি । হিজবুল্লাহ নেতা নঈম কাসেমী হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইসরায়েল আকর্মণ বন্ধ না করলে বৈরুতে কোন প্রাণের স্পন্দন শোনা যাবেনা; দেশ হিসেবে লেবানন হবে জনবিচ্ছিন্ন, ঘোর তমসা আবৃত। গৃহযুদ্ধে দেশটি ধ্বংস হয়ে যাবে। আস্ফালন করে বলেছেন, কোন শক্তিই হিজবুল্লাহ এবং তার সমর্থকদের লেবাননে উপস্হিতি এবং বিচরন বন্ধ করতে পারবেনা।

কারা হবেন আগামী সরকারের মন্ত্রী

(৮ পাতার পর)

অন্যতম উদ্দেশ্য।

পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান কোনো ধর্মই রিজিকদাতার উপাস্যকে ছাড়া অন্য কাউকে স্বীকৃতি দেয় না, হোক না তিনি রাজা/রানি বা ভিন্ন ধাঁচের শাসক।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের হওয়ার কথা জনগণের পক্ষে ক্ষমতার হেফাজতকারী। রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রিসভা ও আমলাদের হওয়ার কথা জনসেবা প্রদানের খাদেম।

নতুন বাংলাদেশে আমাদের চাওয়া, নির্বাচনে জয়ী হয়ে যাঁরা মন্ত্রিসভায় যোগদান করবেন, তাঁদের জনগণের নজরদারির মধ্যে থাকতে হবে। তাঁদের কর্মকাণ্ড নিয়েও অনেক বেশি সমালোচনা হবে, যদি সমাজে গণতন্ত্র কার্যকর থাকে।

নির্বাচনে সম্ভাব্য বিজয়ী বা এমনকি পরাজিত দলও ভালোভাবে সংসদ-সরকার পরিচালনা ও প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতির স্বার্থে নেতাদের মধ্য থেকে এবং দলীয় নীতি ও মতাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যোগ্য ব্যক্তিদের একটি তালিকা (প্যানেল) প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে পারে। আবার যদি তারা মনে করে মন্ত্রী বা ছায়ামন্ত্রীর ধারণা এখনই প্রকাশ করব না, তাহলে তারা তা না-ও করতে পারে।

তবে নির্বাচনের আগেই দলের হবু প্রধানমন্ত্রী (প্রাইম মিনিস্ট্রিয়াল ফেস) বা রাষ্ট্রপতি প্রার্থী এবং কোন মন্ত্রণালয় ও সেক্টরে কে নেতৃত্ব দেবেন, সেই ধারণা জনগণকে দেওয়া হলে, ওই দল প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে।

অবশ্যই আগামী সরকারের কাজ কঠিন হবে ফ্যাসিবাদুপরবর্তী বাস্তবতার বাইরেও আরও অন্তত দুটি কারণে: (এক) জন-আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কারের ভার এবং (দুই) শাসনপ্রক্রিয়ায় নতুন প্রজন্মের উপযোগী প্রমাণিত মডেল না থাকা। ওই অবস্থায় সংসদ সদস্য, বিশেষ করে মন্ত্রীদের ধারণা না-ও থাকতে পারে তাঁদের কী করা উচিত এবং তাঁদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল কী হতে পারে।

সে জন্য লাগবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতা এবং ইচ্ছাশক্তি থাকলে তাঁদের সামনে সুযোগও থাকবে এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার, জনগণের দীর্ঘ হতাশা দূর করার।

নিশ্চিত থাকুন, রাজনীতিবিদদের সস্তা বুলি আওড়ানোর দিন 'বাঘে খেয়েছে' এবং নতুন প্রজন্ম রাজনীতির জটিল সমীকরণের দোহাই শুনে বছরের পর বছর ধৈর্য ধরতে রাজি হবে না।

অন্তর্বর্তী সরকার-গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশ বাস্তবায়নে অনীহা বা দ্বিধা থাকলেও পরবর্তী ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে সংস্কারের দাবিকে অগ্রাহ্য করা সহজ হবে না। সংস্কারের 'পদ্ধতিগত' বেড়াজালে মন্ত্রীরা আটকে গেলেও সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে।

এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের নেতাদের উচিত সরকার পরিচালনার জন্য সঠিক মানুষ বাছাই এবং সরকারিযন্ত্র ও জনকল্যাণ ভালো করে বুঝে পরিবর্তন আনার সাহস সঞ্চয় ও কৌশল ঠিক করা।

অন্যথায় নির্বাচনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা (ক্যাবিনেট) গঠনের পর মন্ত্রীরা মন্ত্রণালয়ে ঢুকে পড়লেই পুরোনো আলসেমি (ল্যাথার্জি) ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বন্দী হয়ে যেতে পারেন।

তাই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো পেশাদার বিবেচনায় যোগ্য মানুষদের একটি প্যানেল তৈরি করতে পারে, যাতে মোটাদাগে সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোয় দক্ষতাসহকারে কার্যসিদ্ধির যথাযথ উপায় বের করা যায়। হোমওয়ার্ক করা দরকার কী কী হতে পারে নির্বাচিত রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়গুলো, যেমন:

(ক) জাতীয় নিরাপত্তা ও জন-অধিকার রক্ষা: বাংলাদেশ রাষ্ট্র সুসংহতকরণ এবং এই ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীকে সর্বোচ্চ ও সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান সরকারের প্রশ্নাতীত দায়িত্ব। এটা করতে পারার মতো হিম্মত থাকা চাই মন্ত্রীপ্রত্যাশীদের। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অন্যতম হচ্ছে প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এবং টেলিযোগাযোগ।

(খ) অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও জনগণের সম্পদের ব্যবস্থাপনা: সমাজে সম্পদ ও সুযোগের সুষ্ঠু বণ্টন, ব্যক্তির উদ্যোগ ও সাফল্যের উপযোগী পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সম্পর্কে ক্যাবিনেট সদস্যদের সুস্পষ্ট বোঝাপড়া ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী অবস্থান না থাকলে শাসন ব্যাপারটি অত্যাচার বা ব্যর্থতায় পরিণত হতে বাধ্য। এই গুচ্ছের মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে থাকে অর্থ, কৃষি, শিল্প, পরিবেশ, যোগাযোগ ও পূর্ত।

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ভঙ্গুর মানুষের সুরক্ষা: উচ্চশিক্ষিত, দূরদৃষ্টি ও মানবিক চেতনাসম্পন্ন এবং জাতি গঠনে দৃঢ়চেতা নেতা ছাড়া কাউকে এ ধরনের দায়িত্ব দেওয়া ছেলেখেলার শামিল। এজাতীয় কাজে প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং সমাজকল্যাণ।

(ঘ) প্রশাসনিক সেবা, গণপ্রতিনিধি নির্বাচন ও ন্যায়বিচার প্রদান: সরকারের ক্ষমতা ও জনগণের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন হবে, সমাজে অন্যায়-অবিচারের ঘটনা ঘটলে মানুষ কীভাবে বিচার পাবে, এবং নির্বাচন ও নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে কী করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া ও সংরক্ষণ করা যাবে, এসব বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য আইনের দর্শন ও রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য এ রকম যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ আবশ্যক।

(ঙ) বৈশ্বিক সম্পর্ক ও জাতীয় স্বার্থ অর্জন: প্রযুক্তির বিস্ফোরণ, রাষ্ট্রবহির্ভূত সত্তার (নন-স্টেইট অ্যাক্টর) উত্থান এবং শক্তির ভরকেন্দ্র ও পরাশক্তিগুলোর মেরুকরণে চলমান পরিবর্তন বাংলাদেশের মতো দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। তাই পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, নৌপরিবহন, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় স্বার্থ উদ্ধার করতে সে রকম গতিশীল ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মন্ত্রী বানানোর প্রয়োজন হবে।

(চ) জাতীয় ভাবনার বয়ান ও উন্নয়নের এজেন্ডা নিরূপণ: আমাদের জন্য ফ্যাসিবাদী আমলের শিক্ষা এই যে দুষ্ট শাসকের দুষ্ট এজেন্ডা নিয়ে রাষ্ট্রীয় আলোচনা জনগণকে গণতন্ত্রবঞ্চিত রাখে এবং দেশে-বিদেশে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নাগরিকদের প্রতিবাদের সামর্থ্য শুকিয়ে যায়। সে জন্য রাষ্ট্র নিজেই তথ্য, পরিকল্পনা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রীদের নেতৃত্বে জনস্বার্থ তুলে ধরতে ও জাতীয় সংহতি নির্মাণে বয়ান তৈরিতে পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে এবং তাতে নাগরিকেরাও মানবিক বিকাশের বিকল্প ধারণা উপস্থাপনের উৎসাহ পেতে পারে।

ইতিহাসের অগ্রযাত্রায় পুরোনো ব্যবস্থার সংস্কার এবং নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক উত্তরণের মুহূর্তে অভিজ্ঞতা ও নতুন চিন্তার কারণেই ভাবী মন্ত্রীদের বিষয়ে আমাদের কৌতূহল থেকেই যাবে।

তাহলে কে হচ্ছেন আগামী সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বা জনপ্রশাসন মন্ত্রী? এসব পদের জন্য দলীয় পছন্দ আগেভাগে জানতে পারলে ভোট দিতে জনগণের একটু সুবিধা হবে।

খাজা মাঈন উদ্দিন, সাংবাদিক।

ডাকসুর নির্বাচন থেকে কী চাই, কেন চাই

(৯ পাতার পর)

৮২টি প্রস্তাবে আমরা একমত হয়েছি, তা যাতে নির্বাচনের চোরাবালিতে হারিয়ে না যায়, সে জন্য সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকতে হবে। কেউ কেউ একে আইনি সুরক্ষা দিতে বলছে।

এবার যে ডাকসু গঠিত হবে, দেশবাসীর কাছে তাদের কী অঙ্গীকার থাকবে? আমরা কী ধরনের ডাকসু চাইব? দেশের ২০ কোটি মানুষের যাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন না, তাঁদের কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে তথা ডাকসুর কাছে কোনো প্রত্যাশা থাকতে পারে? যখন কোটা সংস্কার আন্দোলন ছিল, তখন কি মানুষ প্রশ্ন তোলেনি? ছাত্ররা কি কেবল তাঁদের দাবিদাওয়ার কথা বলবেন, নাকি দেশের কথাও বলবেন? মানুষ মহা আনন্দে দেখেছিল ছাত্ররা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এটাই ৭৩ বছরের (১৯৫২ থেকে ২০২৫) ছাত্র-জনতার সংজ্ঞায়িত সম্পর্ক। এই সম্পর্কের বন্ধন অটুট অভিন্ন। এখান থেকে কেউ সরে যেতে পারবে না।

এটা ঠিক, ১৫ বছরে ফ্যাসিবাদ ছাত্র-জনতার মনে যে ট্রমা তৈরি করেছিল, তার নেতিবাচক প্রকাশ হিসেবে অনেকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলছিলেন। এখনো বলেন। এখনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে, হলে হলে ছাত্ররাজনীতি ছাত্রদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। তারা হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার কথা বলে। তারা ভুলে যায়, তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে ছাত্রদের ওপর যে হামলা হয়েছিল, তা হলের বাইরে থেকে এসেছিল। ভেতর থেকে এ সমস্যা তৈরি হয়নি।

যদিও মনে হচ্ছে, এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, তবু সহজ একটা কথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ভুলে না যেতে অনুরোধ করব যে এবার ডাকসু নির্বাচন হবে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের বিশাল দেশবদলের চেতনার আলোতে। এমনিতেই নির্বাচনটি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, তার ওপর চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান পরিপূর্ণভাবেই রাজনৈতিক ও জ্বলন্ত। হলগুলোতে প্যানেল পরিচিতি সভা হবে তো? সেখানে হলের বাইরের ছাত্র বা নেতারা বক্তৃতা করবেন তো? তাঁরা কি রাজনীতি বাদ দিয়ে বক্তৃতা করতে পারবেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ ডাকসুর সাবেক ভিপি হিসেবে আমি যেতে পারব? আমাকে কি রাজনীতিবিবর্জিত বক্তৃতা করতে হবে? হাসব? না কাঁদব? কিছু কিছু কথা শুনছি। কেমন হবে ডাকসু নির্বাচন? কাদের কাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে প্রধানত? এবং অবাক বিস্ময়ে আরেকটি কথা শুনছি। অনেকেই নাকি স্বতন্ত্র দাঁড়ানোর কথা ভাবছেন? নাম বলব না। দু-একটি পরিচিত সংগঠনের নেতা-নেত্রীরা নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা করছেন (তাঁরা এই এক বছরে অল্পবিস্তর পরিচিতি লাভ করেছেন বটে)। তাঁরা নাকি স্বতন্ত্র নির্বাচন করবেন? কারও কারও কথায় এ রকমও শুনেছি যে তাঁরা সম্প্রতি হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের যে তৎপরতা চলেছিল, তাতে সায়ও দিয়েছিলেন। ডাকসু হলো ছাত্রদের, শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়; সারা দেশের ছাত্রদের আন্দোলনের বাতিঘর। নেহাত নিজেদের কমিউনিটি স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার নয়।

মাহমুদুর রহমান মান্না, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি।

গাজায় সাংবাদিক হত্যার ভয়ঙ্কর চিত্র

(৯ পাতার পর)

মতো। ওই ওয়েবসাইটটির নামকরণ করা হয়েছে আলজাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহর নামে, যাকে ২০২২ সালে অধিকৃত পশ্চিমতীরে ইসরাইলি বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছিল। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) জানিয়েছে, ২০২৪ ছিল সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে প্রাণঘাতী বছর। বিশ্বজুড়ে ১২০ জনের বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। চলতি বছরে গাজায় ইসরাইলি হামলায় ৫০ জনের বেশি সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী নিহত হয়েছেন। (সূত্র : আলজাজিরা)

মৃত্যুকূপ গাজায় সাংবাদিকতা : ১১ আগস্ট সর্বশেষ হামলার ঘটনায় গাজা শহরের আল-শিফা হাসপাতালে আলজাজিরার পাঁচ সাংবাদিক নিহত হন। তারা হলেন- সংবাদদাতা আনাস আল-শরিফ ও মোহাম্মেদ কুরেইকেহ, ক্যামেরাম্যান ইব্রাহিম জাহের, মোহাম্মেদ নৌফাল এবং মোয়ামেন আলিয়া। হামলার সময় তারা হাসপাতালের মূল গেটের কাছে সাংবাদিকদের জন্য তৈরি করা একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে একটি ইসরাইলি ড্রোন ওই তাঁবুতে হামলা চালায়। মোট সাতজন ওই হামলায় নিহত হন। সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে হত্যা 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আরেকটি সুস্পষ্ট ও পরিকল্পিত আঘাত' হিসেবে বর্ণনা করে এর নিন্দা জানিয়েছে আলজাজিরা। সংবাদমাধ্যমটির ভাষ্যে, আল-শরিফ ও সহকর্মীরা ছিলেন গাজার ভেতর থেকে খবর প্রচারের শেষ কণ্ঠস্বরগুলোর মধ্যে, যেখানে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রবেশ ইসরাইল নিষিদ্ধ করেছে। জাতিসঙ্ঘে ফিলিস্তিনি মিশন অভিযোগ করেছে, ইসরাইল ইচ্ছাকৃতভাবে আল-শরিফ ও কুরেইকেহকে হত্যা করেছে, যারা 'ইসরাইলের গণহত্যা ও অনাহারের নথি তুলে ধরছিলেন'। জাতিসঙ্ঘ মহাসচিবের মুখপাত্র তদন্তের আহ্বান জানিয়ে বলেন, সাংবাদিকদের নির্ভয়ে কাজ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

২০২৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর গাজার খান ইউনিসে ইসরাইলি বিমান হামলায় নিহত হন আলজাজিরার ক্যামেরাপারসন সামের আবুদাকা। একই হামলায় গাজার ব্যুরোপ্রধান ওয়েল দাহদুহ আহত হন। আবুদাকাকে ঘটনাস্থলে মৃত্যুর জন্য ফেলে রাখা হয়, কারণ ইসরাইলি সেনারা উদ্ধারকর্মীদের পৌঁছাতে বাধা দেয়। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি খান ইউনিসে গাড়িতে যাওয়ার সময় মিসাইল হামলায় নিহত হন ওয়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আলজাজিরা সাংবাদিক হামজা দাহদুহ। ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই, শান্তি শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলি হামলায় সাংবাদিক ইসমাইল আল-ঘোল এবং ক্যামেরাপারসন রামি আল-রিফি নিহত হন, যদিও তাদের গাড়িতে স্পষ্ট 'গণমাধ্যম' চিহ্ন ছিল এবং দু'জন গণমাধ্যমের সদস্য হিসেবে পরিচয় বহনকারী 'প্রেস' লেখা ভেস্ট পরেছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর মধ্য গাজার নুসেইরাত শিবিরে বিমান হামলায় নিহত হন আলজাজিরার আহমেদ আল-লুহ আর ২৪ মার্চ উত্তর গাজার বেইত লাহিয়ায় নিহত হন সাংবাদিক হোসাম শাবাত।

সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করা যুদ্ধাপরাধ : অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ হত্যাকাণ্ডকে যুদ্ধাপরাধ আখ্যা দিয়ে আল-শরিফকে 'সাহসী ও অসাধারণ' সাংবাদিক হিসেবে উল্লেখ করেছে। ২০২৪ সালে তিনি মানবাধিকার রক্ষক পুরস্কার পান। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে সাংবাদিকদের হত্যা ও আটক গাজায় এমন এক তথ্যশূন্যতা তৈরি করেছে, যা সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ আড়াল করে দিচ্ছে। এ বছরের জুনে আরএ-সএফ, সিপিজে ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম যৌথ বিবৃতিতে জানায়, গাজায় স্থানীয় সাংবাদিকরা যারা বহির্বিশ্বের জন্য খবর সরবরাহ করছিলেন, তারা ক্রমাগত জীবন-নাশের মুখে রয়েছেন। তবে এসব ঘটনায় বিশ্ব বিবেক খুব একটা জাগ্রত হতে পারছে না। শুধু নিন্দা জানিয়ে দায়িত্ব পালন করছে। এ যুদ্ধাপরাধের বিচারের তেমন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

গাজায় হামলা শুরু যেভাবে : ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরাইলি ভূখণ্ডে হামাস অতর্কিত হামলা চালালে এক হাজার ২০০ জন নিহত হয়। তাদের হাতে জিম্মি হয় ২৫০ জন। হামাস আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণে একান্ত বাধ্য হয়ে এ কাজ করেছিল। পরদিন ৮ অক্টোবর থেকে ইসরাইল গাজায় যে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তা এখনো থামেনি। মাঝে দুই দফায় কিছু দিনের যুদ্ধবিরতি বাদে পুরো সময়টা ইসরাইলি হামলা অব্যাহত আছে। আন্তর্জাতিক মহলের যুদ্ধবিরতির আহ্বান উপেক্ষা করে তারা এ হামলা অব্যাহত রেখেছে। ২২ মাসে ইসরাইলি আগ্রাসনে ৬১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশ নারী ও শিশু। তবে বিভিন্ন সূত্র বলছে, গাজার ২৩ লাখ অধিবাসীর মধ্যে এক লাখের বেশি নিহত হয়েছে। এটা ইসরাইলের জাতি নির্মূলের অংশ বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

আর মাঝে একটি যুদ্ধবিরতি হলেও ইসরাইল তা ভেঙে দেয়। গত ১৯ জানুয়ারি গাজায় প্রথম ধাপে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এর মেয়াদ শেষ হয় ২ মার্চ। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০ এপ্রিল পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ে; কিন্তু যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আবারো গাজায় নির্বিচার হামলা চালায় ইসরাইল। এরপর আর যুদ্ধবিরতি আলোচনায় কোনো ফয়সালা আসেনি, সমঝোতায় আসতে পারেনি হামাস ও ইসরাইল।

যুদ্ধবিরতির মধ্যে বন্দিবিনিময় এবং অন্যান্য চুক্তির মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৩৮ জিম্মি মুক্তি দিয়েছে হামাস। বিনিময়ে মুক্তি পেয়েছেন দুই হাজারের মতো ফিলিস্তিনি। গাজা অভিযান চালানোর সময় ইসরাইলি সেনারা ৪০ জিম্মির লাশ উদ্ধার করে। তাদের মধ্যে কেউ গাজায় ইসরাইলের অভিযানের সময় ইসরাইলি সেনাদের হাতে নিহত হন। এখনো ৫০ জন আটক আছেন বলে জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে জীবিত আছেন ২০ জন। সম্প্রতি কাতারে যুদ্ধবিরতি আলোচনার সময় ১০ জিম্মিকে মুক্তি দিতে রাজি হয় হামাস। কিন্তু সেই যুদ্ধবিরতি আলোচনা সফল হয়নি। ফলে এসব জিম্মির মুক্তির বিষয়টি এখনো ঝুলে আছে।

জানা যাচ্ছে, ২৩ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ১৪৮ জিম্মিকে জীবিত ইসরাইলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যার মধ্যে ২০২৩ সালের গাজা যুদ্ধবিরতিতে ১০৫ জনকে মুক্তি দেয়া হয়, পাঁচজনকে হামাস কোনো যুদ্ধবিরতি চুক্তির কাঠামোর বাইরে মুক্তি দিয়েছে, আটজনকে ইসরাইলি প্রতিরক্ষাবাহিনী উদ্ধার করেছে এবং ৩০ জনকে ২০২৫ সালের গাজা যুদ্ধবিরতিতে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

জাতিসঙ্ঘসহ আন্তর্জাতিক শক্তি বা বিশ্ব মোড়লরা গাজা প্রশ্নে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না। কিছু উদ্যোগ নিলেও ইসরাইল মানেনি। ইসরাইলের সহযোগী আমেরিকা তাতে ভেটোসহ বিভিন্ন বাগড়া দিয়েছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াওভ গালান্তের বিরুদ্ধে গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এ ছাড়া গাজায় গণহত্যার অভিযোগে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতেও (আইসিজে) মামলা চলমান রয়েছে। তবে তার অগ্রগতি সামান্য।

যুদ্ধবিরতি না হওয়ায় গাজায় ইসরাইলি হামলা এখন আরো ব্যাপকতা পেয়েছে। গত কয়েক দিনে আট শতাধিক গাজাবাসী হামলায় নিহত হয়েছেন, যাদের অনেকে ত্রাণ সংগ্রহকালে নিহত হন। ত্রাণ বিতরণের নামে গাজাকে ভয়াবহ মৃত্যুকূপ বানানো হয়েছে। অন্য দিকে ইসরাইলি বাহিনী গাজা সিটি দখলের ভয়ঙ্কর এক পরিকল্পনা করেছে বলেও খবর প্রকাশ হয়েছে। এতে গাজায় রক্তপাত ও ধ্বংসলীলা আরো বাড়বে। বাড়বে নিপীড়িত মানুষের হাহাকার এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

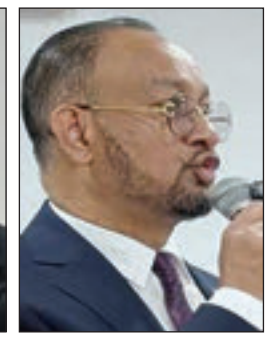

সোমা সাঈদ নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্ট জাস্টিস পদপ্রার্থী

(শেষ পাতার পর)

কুইন্সের প্রথম মুসলিম ও প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি। এ উপলক্ষে গত ১৮ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে জাজ সোমা সাঈদের পক্ষ থেকে মিট দ্যা প্রেস এন্ড কমিউনিটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি অব এনওয়াইসি'র ব্যানারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং জাজ সোমা সাঈদকে পরিচয় করিয়ে দেন ডেমোক্র্যাট পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ ও আমেরিকান ইন্টারন্যশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের ডাইরেক্টর অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে জাজ সোমা সাঈদ ছাড়াও ৪ নভেম্বরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সুপ্রীমকোর্ট ও কাউন্টি কোর্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী একাধিক প্রার্থীদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টর ভারপ্রাপ্ত বিচারক ফ্রান্সিস ওয়াই উয়াং ও গ্যারী মিরিট, সিভিল কোর্টের জাজ পদপ্রার্থী ইভ চো শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সোমা সাঈদের সমর্থনে স্টেট সিনেটর জন সি ল্যু, ডেমোক্র্যাট পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ রামা ও গুরদীপ সিং নারুলা এবং কমিউনিটি ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব সদস্য বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশিষ্ট রাজনীতিক জিল্লুর রহমান জিল্লু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন আসিফ বারী টুটুল, মদিনা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন, এনওয়াইপিডি'র অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন শামসুল হক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মিজান চৌধুরী, আহসান হাবীব, আনিসুল কবীর জাসির, জ্যাকব মিলন্টন, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, নীরা রব্বানী শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সৈয়দ আল আমীন রাসেল।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আসন্ন নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে সোমা সাঈদকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে সার্বিক সহযোগিতা কামনা এবং ভোট দেয়ার আহ্বান জানান। অপরদিকে জাজ সোমা সাঈদ তার বক্তব্যে ইমিগ্র্যান্ট কমিটির অধিকার এবং কুইন্স কাউন্টির সিভিল কোর্টের জাজ হিসেবে দায়িত্বকালীন সময়ে তার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে অবশ্যই বিজয় সম্ভব। পরে জাজ সোমা সাঈদ উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

উল্লেখ্য যে, ২০২১ সালে সোমা সাঈদ নিউইয়র্ক সিটি সিভিল কোর্টের বিচারক নির্বাচিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান বিচারক হিসেবে ইতিহাস গড়েন। ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি বর্তমানে ২০৩২ সাল পর্যন্ত মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন। বিচারক হওয়ার আগে তিনি নিজস্ব আইন সংস্থা পরিচালনা করেছেন এবং রিয়েল এস্টেট, ইমিগ্রেশন ও পারিবারিক আইনসহ নানা ক্ষেত্রে মামলা পরিচালনা করেছেন। এছাড়া তিনি কুইন্স কাউন্টি উইমেন'স বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। আরো উল্লেখ্য যে, নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্ট হলো রাজ্যের সর্বোচ্চ ট্রায়াল কোর্ট। যা দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করে। নির্বাচিত হলে সোমা সৈয়দ লক্ষাধিক মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

কমলগঞ্জ সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন

(শেষ পাতার পর)

শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে বনভোজনটি কমলগঞ্জবাসীর এক মিলন মেলায় পরিণত হয়। নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী প্রবাসীরা এতে অংশগ্রহন করেন। দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত বনভোজনটি সবার আন্তরিক সহযোগিতায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়। বনভোজন অনুষ্ঠানে সকালে শিশু কিশোর-কিশোরী ও নবীন-প্রবীন বনভোজনে আগতদেরকে সকালের নাস্তায় আপ্যায়ন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ আবজালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মতি লাল দেব রায়ের সঞ্চালনায় আগত অতিথিদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের শুভ উদ্বোধন করেন বনভোজনের গ্রান্ড স্পন্সর, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল আহমদ চৌধুরী। এ সময় বক্তব্য রাখেন কমলগঞ্জ সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত ও ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য মোহাম্মদ রহমান ফরিদ। দিনব্যাপী আয়োজিত বনভোজনে সকল বয়সের মানুষের জন্য ছিলো বিভিন্ন খেলাধূলা। এছাড়াও মূল আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। দুপুরে অংশগ্রহনকারী সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। সবশেষে ছিলো র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

বনভোজনে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, টাইম টেলিভিশনের পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, মেঘনা ট্রাভেলসের কর্ণধার মোহাম্মদ রহমান, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সভাপতি ফজলুর রহমান, মূলধারার রাজনীতিক মেরী জোবায়দা, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মেরী জোবায়দা তার বক্তব্যে নিউইয়র্ক সিটির অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ থেকে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানান এবং নির্বাচনে তাকে ভোট প্রদান সহ সার্বিক সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেন।কমলগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ ইনক কমিটির মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ, আব্দুস শহীদ, জিতেন্দ্র ভৌমিক, শ্যামল পাল, মঈন উদ্দীন, অনিতা সিনহা, রিপন দেব, সুরনজিত পাল, রাব্বি হোসেন, সাঈদ আলমগীর, মোহাম্মদ ইউনুস, সিক্তা চক্রবর্তী, সত্যজিত সিনহা, বাহার ভূইয়া, মোহাম্মদ রফিকুর, বনভোজন সাব কমিটির তুহিন খান, সৈয়দ আলমগীর, রিটন সরকার, মহসিন আহমদ, রাহাত মাহিম, মিজান চৌধুরী, সৈয়দ মহিবুল হাসান, বেলাল আহমদ, তানভির চৌধুরী, মুমিন রশিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

ভার্জিনিয়ায় সোনালী এক্সচেঞ্জের রেমিট্যান্স সেবা কার্যক্রম চালু

(শেষ পাতার পর)

ব্যাংক সোনালী ব্যাংক পিএলসি'র এই সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৩২ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য রেমিট্যান্স সেবা প্রদান করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির সেবা ইতোমধ্যেই নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, মিশিগান, জর্জিয়া, মেরিল্যান্ড ও ফ্লোরিডাসহ একাধিক স্টেটে চালু রয়েছে। এবার যুক্ত হলো ভার্জিনিয়া। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া স্টেট কর্পোরেশন কমিশন, ব্যুরো অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন থেকে মানি রেমিট্যান্স ব্যবসায়িক লাইসেন্স পাওয়ার পর এখানকার প্রবাসীদের জন্য সেবা উন্মুক্ত করা হয়। সোনালী এক্সচেঞ্জ জানায়, ভার্জিনিয়ায় বসবাসরত প্রবাসীরা এখন মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে অথবা বিভিন্ন স্টেটে অবস্থিত সোনালী এক্সচেঞ্জের ৯টি শাখা ও বুথের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় চেক বা অন্যান্য আর্থিক দলিল ডাকযোগে পাঠিয়ে–বিনা খরচে, দ্রুততম সময়ে ও নিরাপদেড়বাংলাদেশে প্রিয়জনদের কাছে অর্থ পাঠাতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মহসিন কবীর বলেন, সোনালী এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে প্রবাসীরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে গর্বিত অংশীদার হতে পারবেন।পাশাপাশি দেশের ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশীদার হওয়ার জন্য সকল রেমিট্যান্স যোদ্ধা প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।রেমিট্যান্স সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন ২১২ ৮০৮ ০৭৯০ এই নম্বরে। সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT
MLTC CONTACT

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW:
718-516-3425

A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suit C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

মসজিদ আল আমানের বার্ষিক সাধারণ সভা

(শেষ পাতার পর)

সাধারণ সভা গত ১৭ই আগস্ট রোববার বাদ মাগরিব মসজিদের হল রুমে সভাপতি কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জসীম উদ্দিনের সাবলীল সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে কুরআনে হাকীম থেকে তেলাওয়াত করেন মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা মোহাম্মদ আলী। স্বাগত বক্তব্যে মসজিদের সভাপতি কবীর চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিন পর সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আবারও আমরা সাধারণ সভায় মিলিত হতে পেরে মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন ও সাধারণ মুসল্লিয়ানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, যারা আজকের সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। তবে একটি আবেদন করছি, যারা আজকে পঠিত রিপোর্ট এর উপর প্রশ্ন উত্তর পর্বে কথা বলবেন ও পরামর্শ প্রদান করবেন, তারা যেন মসজিদের আদব রক্ষা করে শৃঙ্খলার সাথে সাধারণ সভাকে সফল করতে সহযোগিতা করেন। এরপর শুরু হয় মসজিদের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক চমৎকার সংক্ষিপ্ত বার্ষিক রিপোর্ট ও শাহজালাল একাডেমীর এডুকেশন কমিটির সেক্রেটারী আনোয়ার হোসেইন খানের ১৭ পৃষ্টার পঠিত রিপোর্ট এর উপর পর্যালোচনা। প্রথম পর্যায়ে সাধারণ মুসল্লিদের কাছে প্রদান করা হয় লিখিত টোকেন। যাতে প্রশ্নকারী নিজের নাম লিখে জমা দিয়ে অনুমতি সাপেক্ষে প্রশ্ন করতে পারেন। তবে শেষের দিকে বিনা টোকেনে হাত তুলে প্রশ্ন করার সুযোগ প্রদান করা হয়। পঠিত দুটি রিপোর্ট এর উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, মাওলানা রশীদ আহমদ, মৌলভী আব্দুল আজিজ, নজরুল ইসলাম কুয়েতী ও বুরহান উদ্দিন কফিল।

বক্তারা বলেন, আলহামদুলিল্লাহ মসজিদ আল আমান পুর্বের নানান জটিলতা ও প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠতে বর্তমান কমিটি অনেকাংশে সক্ষম হয়েছে এবং সেক্রেটারীর রিপোর্ট অনুযায়ী অচিরেই মসজিদের সিও পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রিপোর্টের উপর পর্যালোচনার শেষ পর্যায়ে শহীদুল্লাহ সহ জনৈক কিছু মুসল্লিদের নিয়ম বহির্ভুত প্রশ্ন করায় মসজিদের সভাপতি কবীর চৌধুরী ক্ষুদ্ধ হয়ে বলেন, আমরা সবাই মানুষ, তাই আমাদের ভুল হতেই পারে। কিন্তু যারা মসজিদের আদাবকে তোয়াক্কা না করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন, তারা কখনও ভাল মানুষ তথা মুসল্লি হতে পারেন না। তিনি সবাইকে মসজিদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে এবং শৃঙ্খলার সাথে যে কোনো পরামর্শ প্রদানের আহ্বান জানান। সাধারণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সামছুল আবেদীন,আবদুস শহীদ মাস্টার, গৌছ এ খান, কামাল পাশা বাহার, সাবেক সভাপতি খলীল আহমদ, সাবেক সেক্রেটারী শরীফ উদ্দিন, বর্তমান কোষাধ্যক্ষ হেলাল ইউ হক বাবুল প্রমুখ। পরিশেষে কবীর চৌধুরী বলেন,মসজিদ আল আমানের বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত সকল মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা ও এক্সিকিউটি কমিটির দায়িত্বশীল এবং সাধারণ মুসল্লিদের আবারও মোবারকবাদ জানিয়ে সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ভাসানী ফাউন্ডেশনের সম্মেলন ২৭ সেপ্টেম্বর

(শেষ পাতার পর)

ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর কুইন্সে এই সেমিনার আয়োজিত হবে। সম্মেলনের প্রস্তুতি বিষয়ে গত ১১ আগষ্ট সোমবার জ্যাকসন হাইটসে সংগঠনের নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন বিষয়েও আলোচনা হয়। ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিস্তারিত তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক ড. ইমরান আনসারী। সভায় সেমিনারের বিভিন্ন উপ কমিটি গঠন করা হয়। সভায় ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। মূলত: প্রবাসী বাংলাদেশী ও বিদেশীদের কাছে মওলানা ভাসানীকে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই সম্মেলন আয়োজন করা হচ্ছে।

সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে মওলানা ভাসানী স্মরণে সেমিনার আয়োজন করা হবে। প্রাথমিকভাবে সেমিনারের ভেন্যু হিসেবে জেন্ট জন ইউনিভার্সিটির মিলনায়তন অথবা গুলশান ট্যারেস অথবা জুইস সেন্টারে (পাওয়া সাপেক্ষ) আয়োজিত হবে। সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথি থাকবেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিক, ডাকসু ও চাকসু'র সাবেক ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্না, লন্ডনে বসবাসরত ভাসানী গবেষক ড. লাইলী উদ্দিন, কানাডায় বসবাসরত ভাসানী গবেষক ড. আবিদ বাহার সহ দেশ-বিদেশের আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভায় উপরোক্ত সম্মেলন আয়োজন উপলক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক গিয়াস আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী আজম ও মোশাররফ হোসেন সবুজ, সদস্য সচিব শাহাব উদ্দীন সাগর, যুগ্ম সদস্য সচিব ফরিদ আলম, অভ্যর্থনা উপ কমিটির আহ্বায়ক মোস্তফা করিম ফরিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. নার্গিস রহমান ও অধ্যাপক ওসমান, প্রচার ও প্রকাশনা উপ কমিটির আহবায়ক ড. ইমরান আনসারী, সদস্য সচিব অধ্যাপক সৈয়দ আজাদ, অর্থ বিষয়ক উপ কমিটির আহ্বায়ক আব্দুস সবুর, সাংস্কৃতিক উপ কমিটির আহ্বায়ক এন আমীন, আপ্যায়ন উপ কমিটির আহ্বায়ক নাজমুল আলম শ্যামল। কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ হোসেন খান, যুগ্ম সমন্বয়কারী আব্দুর রহিম হাওলাদার, সমন্বয়কারী বেলাল মোহাম্মদ, এম এ সাদেক ও দেলোয়ার হোসেন শিপন।

সভায় ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে সাঈদ তারেক, আব্দুর রহিম হওলাদার, মীর মশিউর রহমান, এবিএম ওসমান গণি, কাজী আজম, মোশাররফ হোসেন সবুজ, ডা. নার্গিস রহমান, দেলোয়ার হোসেন, এম এ সাদেক, মির্জা এ আজম, অধ্যাপক সৈয়দ আজাদ, লায়ন সোহেল আহমেদ, ফারুক হোসেন মজুমদার, মোহাম্মদ আব্দুস সোহবান, সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে। ফাউন্ডেশনের পরবর্তী সভা আগামী ২২ আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যা ৮ টায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে বলে ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের জানান।

১২১ দলের নিবন্ধন আবেদন বাতিলের চিঠি দিচ্ছে ইসি

ঢাকা : নিবন্ধন চেয়ে আবেদন করা দলগুলোর মধ্যে প্রাথমিক বাছাইয়ে বাতিল ১২১টি দলকে চিঠি দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার ইসি উপসচিব মাহবুব আলম শাহ এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ১৪৩টি নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন চেয়ে আবেদন করেছিল। এর মধ্যে ১২১টি দল প্রাথমিক বাছাইয়ে না টেকায় তাদের চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার ১৪৩টি দল আবেদন করলেও কোনো দলই প্রথমে শর্তপূরণ না করায় সবাইকে সময় দিয়ে ঘাটতি পূরণ করতে বলেছিল ইসি।

জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ ৮৪টি দল সাড়া দিলেও অন্যরা সাড়া দেয়নি। এর মধ্যে ৬২টি দল ঘাটতি পূরণ করতে তথ্য জমা দিলেও তা শর্তপূরণ করতে পারেনি। বর্তমানে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ ২২টি দলের মাঠপর্যায়ে তদন্ত চলছে বলেও জানান তিনি।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর মিলাদ মাহফিল

(শেষ পাতার পর)

রেস্টুরেন্টের সামনে অনুষ্ঠিত হয় ১৫ আগস্ট শুক্রবার। সংগঠনের সভাপতি সকিল মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মিয়া আলম নমির পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও আহ্বায়ক মীর নিজামুল হক, সদস্য সচিব মামুন মিয়াজি, জেবিবির সভাপতি হারুণ ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা একেএম ফজলুল হক, সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদ মানিক বাবু, এম রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আকরাম হোসেন বিপ্লব, ক্রীড়া সম্পাদক ইফতি খান টিপু। পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন জয়নাল আবেদীন, শাহ জে চৌধুরী, মহিউদ্দিন দেওয়ান, আলমগীর হোসেন, মফিজুর রহমান, নূরুজ্জামান সর্দার, শাখাওয়াত বিশ্বাস, সোহেল গাজী, খোরশেদ খন্দকার, কামাল ভুইয়া, রফিকুর রহমান, ইকবাল হোসেন, সৈয়দ এম কিবরিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সদস্য শাহানারা রহমান প্রমুখ।

সভাপতি সাকিল মিয়া বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান কোন দলের না। তাকে আমরা কোন দলের হতে দেবো না। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি। তাকে আমাদের যথযথ সম্মান জানাতে হবে। শুধু তাকে নয় আমাদের সব জাতীয় নেতাকে সম্মান জানাতে হবে। তাদের অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়।

মীর নিজামুল হক বলেন, আমরা এ অনুষ্ঠান দীর্ঘদিন থেকেই করে আসছি। আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে পারে কিন্তু জাতীয় নেতাদের ক্ষেত্রে আমরা এক ও অভিন্ন। আমরা তাদের সম্মান করতে চাই ।মোহাম্মদ আলম নমি সবাইকে ধন্যবাদ জানান, এ অনুষ্ঠানকে সার্থক এবং সফল করার জন্য। তিনি বলেন, মানুষের সাহার্য এবং সহযোগিতা ছাড়া আমরা এতো বড় অনুষ্ঠান সফল করতে পারতাম না। তিনি বলেন, আমরা কয়েকটি গরু জবাই করেছি, এক হাজারের মক জায়নামাজ বিতরণ করেছি। সেই সঙ্গে গাছের চারা বিতরণ করেছি।ফাহাদ সোলায়মান বলেন, আমরা যদি আমাদের জাতীয় নেতাদের সম্মান করতে পারতাম এবং তাদের দলীয় সম্পদে পরিণত না করতাম তাহলে আজকে বাংলাদেশের রাজনীতির এ অবস্থা হতো না। তিনি বলেন, ইতিহাসে যার যার সম্মান তাকে দেওয়া উচিত ।মামুন মিয়াজী সবাইকে ধন্যবাদ জানান, তাদের পাশে থেকে অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য ।অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা কাজী কাইয়ুম। আলোচনা শেষে বিতরণ করা হয় খাবার। শত শত মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীর পুনরুত্থান

দ্য ডিপ্লোম্যাটের নিবন্ধ : ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তম ও সংগঠিত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী (জামায়াত) দ্রুত প্রভাব বিস্তার করেছে। হাসিনা সরকারের আমলে দলটি ছিল কঠোর দমন-পীড়নের শিকার। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জামায়াত আবারও শক্ত অবস্থান তৈরি করছে। স্থানীয় সূত্র জানায়, জামায়াত এখন মূল ক্ষমতাধারী গোষ্ঠীর একটিতে পরিণত হয়েছে। তাদের সদস্যরা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বের জায়গা দখল করেছে। জামায়াত তাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক মিত্র বিএনপিকে ছেড়ে নতুনভাবে গঠিত ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে জোট বেঁধেছে। এনসিপি মূলত সেই ছাত্রনেতাদের দ্বারা গঠিত, যারা শেখ হাসিনাবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এ জোট এখন বিএনপি থেকে ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে এবং প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার এজেন্ডাকে নিজেদের অনুকূলে নিতে চাইছে। মে মাসে জামায়াত ও এনসিপি রাস্তায় নেমে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করার দাবি তোলে। পরে ইউনূস সরকার তাদের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম স্থগিত করে। হাসিনা সরকারের সময় জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের অনেককেই যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় কিংবা তারা কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। গোলাম আযম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, দেলওয়ার হোসেইন সাঈদী, কামারুজ্জামান প্রমুখ ছিলেন তাদের মধ্যে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো এ ট্রাইব্যুনালের প্রক্রিয়াগত ত্রুটি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছে। ২০১৩ সালে এ দলটির নিবন্ধন বাতিল হয় এবং ২০২৫ সালের ১লা আগস্ট (হাসিনার দেশত্যাগের চারদিন আগে) দলটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এর ফলে অনেক জামায়াতকর্মী নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগে প্রবেশ করেন। কেউ কেউ সরকারি চাকরিতেও ঢুকে পড়েন।

জামায়াত একটি ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে ধর্মীয়, সামাজিক, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে এমন শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। তবে সমালোচকদের মতে, নারীদের ও সংখ্যালঘুদের সমঅধিকারে দলটি আস্থাশীল নয়। সাম্প্রতিক সময়ে জামায়াত নারী ও সংখ্যালঘুবান্ধব কিছু বক্তব্য দিলেও সমালোচকরা একে কৌশলগত রূপান্তর বলে মনে করেন, মৌলিক আদর্শগত পরিবর্তন নয়। দলটির সংবিধানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশনা অনুযায়ীই নীতি প্রণয়ন করা হবে।' দলটির প্রশিক্ষণ সিলেবাস ও ওয়েবসাইটে প্রতিষ্ঠাতা আবুল আ'লা মওদুদীর বই স্থান পেয়েছে। মওদুদীকে অনেকে চরমপন্থার প্রচারক মনে করেন, যদিও কিছু গবেষক বলেন বৃটিশ ঔপনিবেশিক দমননীতি প্রেক্ষাপটে তার চিন্তাভাবনা বোঝা উচিত। জামায়াত বর্তমানে অনলাইন কর্মীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে এবং বিএনপিবিরোধী বক্তব্যকে মূলধারায় আনতে সক্ষম হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তারা পরিচয় গোপন করে কার্যক্রম চালাচ্ছে। সম্প্রতি জামায়াতসম্পৃক্ত সংগঠনগুলো সেখানে জুলাই আন্দোলন নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। তাতে সাবেক এক মার্কিন কূটনীতিকও অংশ নেন। অনেকেই জানতেন না এটি জামায়াত আয়োজন করেছে। এনসিপির সঙ্গে জামায়াতের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির জোট বাঁধায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপির ছাত্রসংগঠন ছাত্রদলের উপস্থিতি কমে গেছে। জামায়াত দীর্ঘদিন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগিতার দায়ে কলঙ্কিত হয়ে এসেছে। তবে আওয়ামী লীগের অতিরিক্তভাবে '৭১-এর চেতনা'কে রাজনীতিকরণ করার কারণে এ বিষয়টি সাধারণ ভোটারদের কাছে আগের মতো প্রভাব বিস্তার করছে না। এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামও সম্প্রতি বলেন, 'কে '৭১-এর পক্ষে আর কে বিপক্ষে-এই রাজনীতি দেশের জন্য পুরনো কাঠামো। জামায়াত কেবল এনসিপি নয়, খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, এমনকি হেফাজতে ইসলামসহ অন্য ইসলামি সংগঠনগুলোর সঙ্গেও বৃহত্তর জোট গড়ার চেষ্টা করছে। এতে বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতি ডানদিকে সরে যাবে। ফলে বিএনপি, যারা ঐতিহ্যগতভাবে মধ্যডানপন্থি দল, এখন অপেক্ষাকৃতভাবে মধ্যপন্থার দিকে সরে এসেছে। তবে ভোটে এককভাবে জামায়াত বড় শক্তি নয়। তাই এনসিপির সঙ্গে থেকে রাজনৈতিক মঞ্চে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে। পাশাপাশি তারা নির্বাচনী পদ্ধতি পরিবর্তনেরও দাবি তুলছে-বর্তমান ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট (এফপিটিপি) পদ্ধতি বাদ দিয়ে অনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি চালুর প্রস্তাব করছে। এতে ছোট দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব বাড়বে, যদিও বিএনপি এ পরিবর্তনের বিপক্ষে। বাংলাদেশে জামায়াতের পুনরুত্থান শুধু দেশীয় রাজনীতিতেই নয়, বৈশ্বিক ইসলামি রাজনীতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। তুরস্ক বর্তমানে বাংলাদেশে জামায়াতসহ রক্ষণশীল শক্তিগুলোর ওপর আর্থিক ও কৌশলগত প্রভাব বাড়িয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব আরও হ্রাস পেতে পারে। (অনলাইন দ্য ডিপ্লোম্যাট থেকে অনুবাদ)।

যতোই চ্যালেঞ্জিং হোক, সুস্থ সবল প্রজন্ম গড়ে তুলতেই হবে : প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকা : প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, যেকোনো পরিস্থিতিতেই হোক এবং যতোই চ্যালেঞ্জিং হোক, আমাদের সুস্থ সবল প্রজন্ম গড়ে তুলতেই হবে। বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা বৃদ্ধির নিমিত্ত 'যৌথ ঘোষণাপত্র' স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, স্বাস্থ্য খাতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আজ একত্রিত হয়েছি। বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলার কারণ হলোজাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনের জন্য দক্ষ ও কর্মক্ষম মানবসম্পদ অপরিহার্য। যদি দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা না যায়, তবে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় উন্নয়ন, কোনো কিছুই যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই অসংক্রামক রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতা, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং সীমিত এলাকায় বিপুল জনগোষ্ঠীর বসবাসের কারণে পরিস্থিতি এখানে আরও জটিল। তাই এ বিষয়টি জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা শুধু স্বাস্থ্য খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি, সামাজিক সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২২ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ৭১ শতাংশের পেছনে অসংক্রামক রোগ দায়ী। এর মধ্যে ৫১ শতাংশ মৃত্যু ঘটে ৭০ বছরের নিচে বয়সীদের মধ্যে, যা অকালমৃত্যু হিসেবে বিবেচিত। তিনি আরও জানান, দেশে ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যয়ের হার ৬৯ শতাংশ, যার বড় একটি অংশ অসংক্রামক রোগ মোকাবিলায় ব্যয় হয়। তিনি বলেন, অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ বাধ্য হয় উচ্চ চিকিৎসা ব্যয়ের মুখোমুখি হতে। বিশেষ করে কারও ক্যান্সার হলে পরিবারকে আর্থিক সামর্থ্যের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করতে হয় এবং প্রায়ই তারা সহায়হীন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশে অতি ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, ফলে বিপুল অঙ্কের অর্থ দেশের বাইরে চলে যায়। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন উন্নত করা প্রয়োজন, তেমনি এসব রোগের প্রকোপ কমাতে বা প্রতিরোধ করতে উপযুক্ত জনসচেতনতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের একার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। এজন্য সব মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত সহযোগিতা দরকার। খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, ক্রীড়া, স্থানীয় সরকার, গণপূর্তসহ প্রতিটি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিটি খাত থেকেই প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও নিবিড় উদ্যোগ। এজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশে সাড়ে পাঁচ বছরে সড়কে ঝরেছে ৩৯ হাজার প্রাণ আহত ৬০ হাজার

ঢাকা : ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত সারা দেশে সড়কে ৩৫ হাজার ৩৩৭টি দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে ঘটেছে। এসব মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩৮ হাজার ৮০০ মানুষ। আহত মানুষের সংখ্যা ৬০ হাজার ৪৫৩ জন। বেসরকারি সংস্থা রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এর মধ্যে গত মাসে (জুলাই মাসে) দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ৪৪৩টি। এতে নিহত হয়েছেন ৪১৮ জন এবং আহত হয়েছেন ৮৫৬ জন। বেসরকারি সংস্থা রোড সেফটি ফাউন্ডেশন প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯টি জাতীয় দৈনিক, সাতটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

কারণ :ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, ত্রুটিপূর্ণ সড়ক, বেপরোয়া গতি; চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা, বেতন-কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট না থাকা, মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল, তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো, জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা, দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বিআরটিএর সক্ষমতার ঘাটতি এবং গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজিকে সড়ক দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে দায়ী করছে সংগঠনটি।

১৮ প্রস্তাব: সম্প্রতি এক সেমিনারে দেশের সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখার আওতায় ১৮টি প্রস্তাব দিয়েছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। সংস্থাটি বলছে, এসব সংস্কার প্রস্তাব ২০২৫ থেকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত তিন মেয়াদে বাস্তবায়নের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সড়ক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কার ছাড়া প্রাণহানি ও বিশৃঙ্খলা কমানো সম্ভব নয়। ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দ মো. জাহাঙ্গীর সড়ক ব্যবস্থাপনা সংস্কারে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তিন ধাপের রূপরেখা তুলে ধরে বলেন, আমরা সড়ক ব্যবস্থাপনা সংস্কারের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরি করেছি। এতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি তিন ধাপে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সৈয়দ মো. জাহাঙ্গীর বলেন, বাংলাদেশের সড়কব্যবস্থা বহু স্তরে নৈরাজ্যের মধ্যে রয়েছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দুর্বল অবকাঠামো, সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের অভাব এবং জবাবদিহির অভাবের কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি সবসময়ই বেশি থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চালকদের অবহেলা ও অদক্ষতা, দীর্ঘ সময় গাড়ি চালানোর চাপ, সড়কে গতিরোধকহীন দীর্ঘ অংশ, যান্ত্রিক ত্রুটি, পথচারীদের অসচেতনতা এবং আইন অমান্য করার প্রবণতা। এসব মিলিয়ে প্রতিদিনই মানুষ সড়কে প্রাণ হারাচ্ছেন কিংবা চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা জরুরি। অন্তর্বর্তী সরকার চাইলে এখনই একটি সড়ক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কমিশন গঠন করে প্রস্তাবিত রূপরেখার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বাস্তবায়ন করতে পারে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার সেই উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে পারবে। রাষ্ট্রের অবহেলা এবং দীর্ঘদিনের অযত্নের কারণে সড়ক খাত আজ ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছেছে, আর এর মাশুল দিচ্ছে সাধারণ মানুষ। তিনি আরও বলেন, নিরাপদ সড়ক কেবল অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব নয়; বরং মানুষের আচরণে পরিবর্তন, কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ, আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি টেকসই সমাধান পাওয়া যেতে পারে। এ জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এখন অনলাইনে ব্রাউজ করুন
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH
Weeklybangladeshusa.com

বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে ৪ মিলিয়ন ইউরো সহায়তা দেবে ইইউ : রাষ্ট্রদূত মিলার

ঢাকা : বাংলাদেশের আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চার মিলিয়ন ইউরো (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৫৬ কোটি ৭৬ লাখ টাকা) সহায়তা দেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ১৯ আগস্ট (মঙ্গলবার) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন যাতে আন্তর্জাতিক মানের সুষ্ঠু হয়, সে লক্ষ্যে ৪ মিলিয়ন ইউরো অর্থ সহায়তা দেবেন তারা। এর আগে মাইকেল মিলারের নেতৃত্বে ইইউর ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সিইসির সঙ্গে বৈঠক করেন। দেড় ঘণ্টা ব্যাপী বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে একটি প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ইসির নির্বাচনী প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে মাইকেল মিলার আরও বলেন, আসন্ন নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানের সুষ্ঠু হবে বলে তারা প্রত্যাশা করছেন। তিনি জানান, আগামী মাসে ইইউর প্রাক নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশে আসবে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ ইইউ এর জন্য অগ্রাধিকার। মিলার বলেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য সহায়তা করবে ইইউ। গনতন্ত্রের সঙ্গে সবসময়ই আছেন তারা। বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে আশা করে ইইউ। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন দেখতে চায় ইইউ। সেজন্য দেশের নির্বাচন বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নির্বাচন কমিশন ও সুশীল সমাজের সঙ্গে কাজ করবে তারা। বাংলাদেশের নির্বাচনে ডিসইনফরমেশন, মিসইনফরমেশন ও ডিজিটাল সমস্যার বিষয় নিয়েও কাজ করবে ইইউ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

দুর্গম পাহাড়ি ভূমি নাগাল্যান্ড

(৬ পাতারি পর)

সংস্কৃতি। দুর্গম পাহাড়ি পথ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অনাবিল। শান্তি ও নির্মলতার প্রতীক নাগাল্যান্ড। হিমালয়ের পাদদেশে উপজাতীয় সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য লালিত ভারতের একটি সুন্দর রাজ্য। পৃথিবীজুড়ে নাগাল্যান্ড যেন বিস্ময়। প্রতি বছর আগস্ট-অক্টোবরে নাগাল্যান্ডে জাটিঙ্গা গ্রামে বৈরী আবহাওয়ায় পাখিদের স্বেচ্ছা মৃত্যু ঘটে। পাখিদের এ আত্মাহুতির বিষয়টি নাগারা ঈশ্বরের দান বলে মনে করে।

এখানকার ট্র্যাকিং বিশ্বজুড়ে সেরা। প্রাকৃতিক গুহা, পাহাড়, নদ-নদী পর্যটকদের আকর্ষণ করে। জাপফু চূড়ার উঁচু পাহাড়ি ঢাল ট্র্যাকিংয়ের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত। নাগাল্যান্ডকে হস্তশিল্প আর কারুশিল্পের ঐতিহ্য বলা চলে। এখানকার কাষ্ঠ, বেত, বাঁশ ইত্যাদি তৈজসপত্র পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ। বাঁশ ও বেতের কঞ্চি দিয়ে ঝুড়ি, ব্যাগ ও আসবাবপত্র এবং তুলা দিয়ে বোনা শাল ও জ্যাকেট পর্যটকদের নজর কাড়ে। রঙ, নকশা এবং অঙ্কনে রয়েছে নাগাদের চিরায়ত ঐতিহ্য। পণ্যগুলো আকর্ষণীয় করে তুলতে ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক রঞ্জক, পুঁতি এবং শামুকের খোলস। এখানকার তাঁতশিল্প, কাষ্ঠ খোদাই, মৃৎশিল্প, ধাতবশিল্প প্রভৃতিও বেশ জনপ্রিয়।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক।

আওয়ামী লীগ সমর্থকদের কেন আত্ম-অনুশোচনা নেই

(৬ পাতার পর)

যাবে? ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, যুদ্ধ, বিপ্লব বা অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে প্রতিপক্ষের মনোভাব বদলাতে কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য যথেষ্ট নয়; দরকার হয় মানুষের বিবেক নাড়া দেওয়ার মতো পদক্ষেপ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি পরাজিত জার্মানির সেনাসদস্য ও সাধারণ নাগরিকদের সামনে নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নির্যাতনের ভয়াবহ ভিডিও চিত্র দেখিয়েছিল। 'ডেথ মিলস' বা 'জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ফ্যাকটুয়াল সার্ভে' নামের এসব ফুটেজ মানুষকে তাদের অতীত কর্মকাণ্ডের মুখোমুখি দাঁড় করায়। ভিডিও চলাকালে অনেককে দেখা গেছে মাথা নিচু করে, চোখে পানি নিয়ে বসে থাকতে।

অনেকেই হয়তো এমনটা বলবেন, জার্মানির এই উদাহরণ দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার ফল, যা বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। এটা হয়তো ঠিক। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট, প্রতিপক্ষের মানসিকতা বদলাতে হলে শুধু রাজনৈতিক বিজয় যথেষ্ট নয়; দরকার হয় নতুন সাংস্কৃতিক ভিত্তি গড়ে তোলা।

আমাদের ক্ষেত্রে সেটি প্রথম থেকেই হওয়া উচিত ছিল; গণ-অভ্যুত্থানের ওপর ভিত্তি করে সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যা প্রতিপক্ষকে ধীরে ধীরে মানবিক উপলব্ধির দিকে নিয়ে আসবে। কিন্তু আমরা সেই পথ নিতে পারিনি, বরং শহীদ ও আহতদের প্রত্যাশা ভঙ্গ করে ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারার হিসাব-নিকাশেই ব্যস্ত থেকেছি।

কেউ কেউ বলতে পারেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে এখনো আওয়ামী লীগ আমলের অনেক নির্মমতা-নৃশংসতার ছবি, ভিডিও, তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। অনেকে সেসব দেখেছেও। তাহলে আবার কেন এসব পদক্ষেপ নিতে হবে? কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, দেখা মানেই বোঝা নয়।

প্রথমত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর ভিডিও একটি বিশেষ মুহূর্তের আর এটা প্রায়ই নিজ নিজ দলের পক্ষে ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলে যায়। তাই রাজনৈতিক দলের সমর্থকেরা সাধারণত সেই তথ্যকেই সত্যি ভাবে, যা তাঁর পূর্ববর্তী বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে যায়।

দ্বিতীয়ত, ছবি, ভিডিও, তথ্যপ্রমাণ দেখানো আর 'গাইডেড রিফ্লেকশন' এক বিষয় নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এগুলো কেবল দেখানোই হয়নি, ছিল আলোচনা ও মুখোমুখি প্রশ্নোত্তর। এটা মানুষকে নিজের ভূমিকা ও পূর্বের রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর ছবি বা ফুটেজে এ রকম কোনো প্রক্রিয়া নেই, বরং অনেক সময় তা মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেয়।

তৃতীয়ত, আজকের ডিজিটাল দুনিয়া একধরনের 'ইকো চেম্বার', যেখানে মানুষ কেবল সেই কনটেন্টই দেখে, অ্যালগরিদম যা তার সামনে আনে। আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা যদি শুধু নিজেদের তৈরি ব্যাখ্যা বা কাটছাঁট করা ভিডিও দেখেন, তবে তাঁরা কখনোই পুরো ঘটনাটা জানতে পারবেন না এবং বিষয়গুলো উপলব্ধি করবেন না। এই চক্র ভাঙতে 'গাইডেড কাউন্সেলিং' বা 'ফ্যাসিলিটেটেড ডায়ালগ' দরকার হয়, যেখানে সরাসরি প্রমাণ, মানবিক অভিজ্ঞতা আর ভিন্নমতের মানুষের উপস্থিতি থাকে।

অনেক অভিযুক্তের যখন অপরাধ স্বীকার করার কথা, তখন তা না করে তাঁরা বরং সবকিছুর জন্য ধর্মীয় উগ্রবাদীদের দায়ী করছেন এবং 'ষড়যন্ত্রতত্ত্ব'কে সামনে নিয়ে আসছেন। এ রকম বাস্তবতায় আমাদের কথাবার্তা, কার্যক্রম ও কৌশল নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। কারণ, দায়িত্বশীল রাজনীতির প্রথম শর্ত আত্মসমালোচনা। এ রকম অবস্থায় সৎ সাহস নিয়ে আমাদের প্রধান কিছু ভুল নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা দরকার।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বাড়ি ভাঙচুর : শেখ মুজিবুর রহমান সত্যিই স্বাধীনতা চেয়েছিলেন নাকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেনড়এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার কয়েক বছর পর ১৯৭৫ সালে তিনি একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করেছিলেন; অন্যদিক শেখ হাসিনা অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি, লুটপাট এবং সর্বোপরি স্বৈরাচারী শাসনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করেছেন, যুক্তিসংগতভাবেই এসব সমালোচনা করা যায়। কিন্তু তারপরও ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এখানেই একসময় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন বিকশিত হয়েছিল।

আওয়ামী লীগ হয়তো এই বাড়িকে নিজেদের 'রাজনৈতিক সম্পত্তি' হিসেবে একচেটিয়াভাবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাই বলে এর ঐতিহাসিক মর্যাদা অস্বীকার করা যায় না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড কিংবা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পরেও কেউ এই বাড়ি ভাঙার মতো হঠকারী কাজ করেনি।

রাজনীতির বিরোধিতা করা এক জিনিস, কিন্তু প্রতিপক্ষের আবেগের প্রতীক ধ্বংস করে দেওয়া আরেক বিষয়; এ রকম কাজ উল্টো তাদের আরও একতাবদ্ধ করে। ৩২ নম্বরে বাড়িটি ভাঙার সিদ্ধান্ত একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ ছিল এবং এটি একটি বড় রাজনৈতিক ভুলড়এ বিষয়টা এখন স্পষ্ট।

দায় স্বীকার না করার সংস্কৃতি

২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলন বা গণজাগরণ মঞ্চ তৈরি হয়েছিল মূলত ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এই আন্দোলনকে নিজের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে। বিরোধী দল জামায়াত ইসলামীকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করা হয়েছিল। জামায়াত-শিবিরের সব সদস্য বা সমর্থককে যুদ্ধাপরাধী বা 'রাজাকার' বলা যে সঠিক নয়, অনেক আওয়ামী লীগ সমর্থককে তখন সেটা বোঝানো যায়নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকেও বিতর্কিত করেছিল আওয়ামী লীগ। এর ফলে বিচারপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে।

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর পরিস্থিতি আশ্চর্যজনকভাবে পাল্টে যায়। জামায়াত-শিবিরের অনেকেই এখন খোদ মুক্তিযুদ্ধকেই মুসলমানদের জন্য 'ভুল সিদ্ধান্ত' হিসেবে দাবি করছেন; এমনকি 'আত্মস্বীকৃত পাকিস্তানপন্থী' জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আযমের পক্ষে শাহবাগে স্লোগান দেওয়া হয়েছে।

জামায়াত-শিবিরের নেতারা এখনো ১৯৭১ সালের কর্মকাণ্ডের জন্য সরাসরি তাঁদের দায় স্বীকার করেননি। 'যদি', 'কিন্তু' শব্দ ব্যবহার করে নানা রকম শর্ত সাপেক্ষে কিংবা নানা রকম অযৌক্তিক উদাহরণ দিয়ে তারাঁ কার্যত বিষয়টা অস্বীকারই করেছেন। একইভাবে আওয়ামী লীগও তাদের আমলে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায় স্বীকার করছে না।

দুটি দল প্রায় একই রকম কৌশল অবলম্বন করছে। কখনো কখনো নিজেদের অপরাধ ঢাকতে অপর পক্ষের অপরাধকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। আওয়ামী লীগের অনেক সমর্থক মনে করে ২০২৪ সালের অভ্যুত্থান হলো ১৯৭১ সালকে আড়াল করার একটি প্রজেক্ট। জামায়াত যেমন ১৯৭১ সাল থেকে শিক্ষা নেয়নি, তেমনি আওয়ামী লীগও ২০২৪ সাল থেকে শিক্ষা নেবে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এভাবে অপরাধের দায় স্বীকারের সংস্কৃতি নষ্ট হয়, নৈতিক জবাবদিহি হারিয়ে যায় এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি আরও বিষাক্ত হয়।

পরিবর্তনের শপথ ভুলে যাওয়া

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। অনেকেই ধারণা করেছিলেন, তারা একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হবে। তারা অতীতের দুঃশাসন, দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে একটি নতুন বাংলাদেশ নির্মাণ করবে, এমন প্রত্যাশা ছিল অনেকের। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের পর দেখা গেল, তারা দ্রুত সরকারের অংশ হয়ে গেল। এই 'আত্মঘাতী' সিদ্ধান্তের পরিণতি হলো, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তায় ধস নেমেছে। এটা হয়তো তারা স্বীকার করবে না, কিন্তু এ রকম ইঙ্গিত এখন স্পষ্ট।

সরকারের অংশ হওয়ার পর তাদের অনেকের মধ্যে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি এবং উগ্রপন্থীদের কর্মকাণ্ডে পরোক্ষ সমর্থনড়এসব প্রবণতা বেড়েছে। রাস্তায় নারীদের হয়রানি বা নিজ দলের ভেতরের নারীনেত্রীদের মৌখিক ও শারীরিক নিপীড়নের ঘটনায় তারা নীরব থেকেছে। একই সঙ্গে তারা 'ফেক নিউজ' ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়িয়ে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছে, যা শেখ হাসিনার আমলের তাঁর সমর্থকদের কৌশলের সঙ্গে মিলে যায়।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো, কেউ কেউ গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে এগিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে ২০২৪ সালকে বারবার ১৯৭১ সালের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, ১৯৭১ ছিল জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আর ২০২৪ ছিল একটি দমনমূলক সরকারকে সরিয়ে নতুন গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ার চেষ্টা। এই মৌলিক পার্থক্য পরিষ্কারভাবে জনগণকে বোঝাতে না পারা এবং বারবার দুটো বিষয়কে মুখোমুখি দাঁড় করানোর ফলে রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড আওয়ামী লীগের সমর্থকদের আরও বেশি এককাট্টা করে তুলছে।

ট্যাগিংয়ের রাজনীতি : ৫ আগস্টের পর দেখা গেছে, নানা রাজনৈতিক ট্যাগ ও প্রচারণার মাধ্যমে বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় দল বিএনপিকে রাজনীতিতে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু ইউটিউবার ও ইনফ্লুয়েন্সার বিএনপির শীর্ষ দুই নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও সালাহউদ্দিন আহমদকে 'ভারতের দালাল' তকমা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অথচ মির্জা ফখরুল ইসলাম একজন অভিজ্ঞ ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নেতা। অন্যদিকে সালাহউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগ আমলে গুমের শিকার হয়েছিলেন এবং বছরের পর বছর ভারতে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এ ধরনের ট্যাগিং হয়তো নেতারা সামলে নেন বা পাত্তা দেন না; কিন্তু বিএনপির সাধারণ কর্মী-সমর্থকেরা এগুলো ভালোভাবে নেন না। আগে বিএনপির কর্মীরা গ্রাম থেকে শহরড়সব পর্যায়েই আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সঙ্গে রাজনৈতিক তর্কবিতর্কে সক্রিয় ছিলেন। এই বিতর্কগুলো অনেক সময় আওয়ামী লীগ সমর্থকদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে নিয়ে যেত। কিন্তু 'ভারতের দালাল' ট্যাগিং একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এগুলোর ধারাবাহিক প্রচারণা বিএনপির কর্মীদের অনেক ক্ষেত্রেই কোণঠাসা করে ফেলে। এই সুযোগে আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার আরও বেশি পরিসর পাচ্ছেন। 'ভারতবিরোধিতা' এবং 'ভারতীয় আধিপত্যের বিরোধিতা'ড়দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। জিয়াউর রহমানকে ভারতবিরোধী বলা যায় না; তিনি ভারতের কর্তৃত্ববাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন, আবার দেশের স্বার্থ রক্ষায় ভারতের সঙ্গে কাজও করেছেন। আমাদের কৌশল হওয়া উচিত যারা ভারতের হেজিমনি বা আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়ছে, এ রকম শক্তির সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলা। কিন্তু ইউটিউবার ও সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারদের ভুল প্রচারণায় বিএনপিকে 'ভারতের দালাল' হিসেবে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। এই সরলীকৃত ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা আসলে ভারতীয় কর্তৃত্ববাদী শক্তিকে যেমন সুবিধা দিচ্ছে, তেমনি আওয়ামী লীগকেও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করছে।

শেষ কথা : চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের রাজনীতি নতুনভাবে সাজানোর বড় সুযোগ এসেছিল। আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশকে 'নিরপেক্ষ' অবস্থানে নিয়ে আসতে পারলে রাজনীতিতে একধরনের ভারসাম্য আনা যেত। কিন্তু ভুল কৌশল, অযথা ট্যাগিং দেওয়া, সব দলেরই চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়াড়এসব কারণে সেই সুযোগ অনেকটাই নষ্ট হয়েছে। ফলে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের নীরব অস্বস্তি কাজে লাগানো যায়নি; বরং তাঁরা আগের অবস্থানে আরও শক্তভাবে ফিরে গেছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৯০ সালে গণ-অভ্যুত্থানের পর যেমন অনেক ত্যাগী মানুষ হতাশ হয়েছিলেন, তেমনি এবারও অনেক আন্দোলনকারী এখন হতাশাগ্রস্ত। এই হতাশার জন্য কার, কতটুকু দায় রয়েছে, ভবিষ্যতে আমাদের সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার, শিক্ষক ও গবেষক, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের ফলাফল কী হবে

(৭ পাতার পর)

একঘরে হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আলাস্কায় পুতিনকে একজন 'মহাশক্তির নেতা' হিসেবেই উপস্থাপন করা হলো যার সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে তাঁরই বেঁধে দেওয়া শর্তে।

ট্রাম্প পুতিনকে সত্যিই খুব পছন্দ করেনড়তাঁর ব্যক্তিত্ব আর শাসনপদ্ধতি দুটোই তাঁর কাছে আকর্ষণীয়। তাই ইউক্রেনের ব্যাপারে নিজের অবস্থান পাল্টাতে তিনি মোটেও আগ্রহী নন। কিন্তু ইউক্রেনের জন্য বিষয়টা খুব কঠিন, কারণ তার টিকে থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন অত্যন্ত জরুরি। ইউরোপ বাড়তি অর্থ দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাদের সামরিক শক্তি আর অস্ত্রশিল্প এখনো যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ নয়।

ট্রাম্প শুধু মুখে শান্তির কথা বলেন, কিন্তু আসল ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবেন না। কিন্তু ইউক্রেনের জন্য সেই আসল ব্যাপারগুলোই জীবন-মরণ প্রশ্ন। আর ইউরোপের জন্য এর মানে হলোড় ইউক্রেন হারলে তারাও পুতিনের পরবর্তী শিকার হতে পারে।

তবে ট্রাম্পকে প্রভাবিত করার পথ আছে। ইউক্রেন আর ইউরোপ চাইলে পুতিনের মতো কৌশল নিতে পারে। ট্রাম্প নিজের প্রশংসা শুনতে ভীষণ ভালোবাসেনড়যেমনটা পুতিন বারবার করেছেন বৈঠকের পর। এমনকি ট্রাম্পের সেই দাবিও তিনি মেনে নিয়েছেন যে, যদি ২০২২ সালে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকতেন, তবে ইউক্রেন যুদ্ধ হতো না।

তাই দরকার হলো কূটনৈতিক আলাপ চালিয়ে যাওয়া এবং ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধকে যেভাবে দেখেন, সেটা পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করা।

ট্রাম্প ইউক্রেনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন যে বিষয়গুলোতে সেগুলো হলোড়মার্কিন জ্বালানি রপ্তানি, চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রাধান্যের চ্যালেঞ্জ এবং আর্কটিক অঞ্চলকে ঘিরে সম্ভাব্য শোষণ। তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যে বৈঠকের জায়গা হিসেবে তিনি আলাস্কা বেছে নিয়েছেন। আবার গ্রিনল্যান্ড নিয়ে তাঁর আসক্তিও এই প্রেক্ষাপটে অনেকটা পরিষ্কার।

এখন ট্রাম্পকে বোঝাতে হবেড়রাশিয়া এসব ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য হুমকি। ট্রাম্পকে বোঝাতে হবেড়নিষেধাজ্ঞা শিথিল হলে রাশিয়ার এলএনজি বাজার ভরিয়ে দিতে পারে, যা মার্কিন রপ্তানির দাম নামিয়ে আনবে; রাশিয়া এখন চীনে খনিজ রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল, এতে চীন সস্তায় কাঁচামাল পেয়ে আরও প্রতিযোগিতায় সক্ষম হচ্ছে; পুতিন বারবার চীনকে উৎসাহ দিচ্ছেন ডলার বাদ দিয়ে নতুন বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়তে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র বাদ পড়বে।

পুতিনের কাছে ইউক্রেন যুদ্ধ শুধু দনবাস বা সোভিয়েত পতনের অবিচারের প্রতিশোধ নয়। তাঁর লক্ষ্য হলো বিশ্বকে নতুনভাবে গড়ে তোলা। আর ট্রাম্পের কাছে এই যুদ্ধ কেবল এমন এক ঝামেলা, যা তাঁর নিজের পরিকল্পনার পথে বাধা।

তাই ট্রাম্প কীভাবে এই যুদ্ধকে দেখছেন তা কিয়েভ ও পশ্চিমা দেশগুলোর বোঝা দরকার। তাদের দেখাতে হবে, পুতিন আসলে কীভাবে মার্কিন স্বার্থকে ক্ষতি করছে।

যদি তা না পারে, তবে আলাস্কার বৈঠক 'নতুন মিউনিখ' না হলেও এর উত্তরাধিকার হয়ে যেতে পারে একটি 'নতুন ইয়াল্টা'। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইয়াল্টা সম্মেলনের মতো একটি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে বড় শক্তিধর দেশগুলো বিশ্বের রাজনৈতিক ভাগাভাগি ঠিক করবে। ছোট দেশগুলোর ভাগ্য তাদের ইচ্ছার বাইরে বড় শক্তিধর দেশগুলো নির্ধারণ করবে।

ম্যাক্সিমিলিয়ান হেস, ফরেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ফেলো এবং লন্ডনভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

রাজনৈতিক দলের সংস্কার

(৪ পাতার পর)

স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা উচিত। ব্যক্তিগতভাবেও রাজনৈতিক নেতারা এ ধরনের সহায়তা নিলে তার তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত। দলের নামে বিভিন্ন পর্যায়ে চাঁদাবাজির যেসব ঘটনা ঘটে, সেগুলো তাহলে বন্ধ করা সম্ভব হতো। পুরোপুরি বন্ধ না হলেও দলীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত।

নির্বাচন কমিশনের যে নির্ধারিত ছক আছে, তাতে অবশ্য এসব তথ্য চাওয়া হয় না। কেন হয় না, তা বোধগম্য নয়। আবার রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের যে বিধিমালা আছে, তাতে বলা আছে, রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয় ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে। বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের সই করা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, আয় ও ব্যয়ের হিসাব পরিচালনার জন্য দলটির কোনো ব্যাংক হিসাব নেই।

নতুন নিবন্ধন চেয়েছে—এমন দলগুলোর যারা এই শর্ত পূরণ করেনি, কমিশন তাদের চিঠি দিয়েছিল বলেও খবর বেরিয়েছে। জামায়াতের ক্ষেত্রে এখন কী ব্যবস্থা নেয় কমিশন, সেটাই দেখার অপেক্ষা। জামায়াতের ক্ষেত্রে বিষয়টির আলাদা তাৎপর্যও রয়েছে। এই একটি দলই জানিয়েছে যে তারা নির্বাচনের প্রার্থীদের অনুদান দিয়েছে ১১ কোটি ৫ লাখ ১৫ হাজার ৪২০ টাকা, অর্থাৎ প্রার্থীপ্রতি গড়ে ৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকা করে। পুরোনো নির্বাচনী আইনে প্রার্থীদের সব আয়-ব্যয় ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইন বদলানো হলে ভিন্ন কথা। না হলে দলটি এবং দলের প্রার্থীরা কি ইতিমধ্যেই বিধি ভঙ্গ করেছেন?

সবশেষে সব দলের জন্যই প্রযোজ্য প্রশ্ন হচ্ছে, নাগরিকেরা উদ্বৃত্ত আয় না থাকলেও নির্দিষ্ট আয়সীমা অতিক্রম করলে যেহেতু কর দিতে বাধ্য, সেহেতু রাজনৈতিক দলগুলোর আয় কেন করযোগ্য হবে না? ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে লোকসান হলেও কর রেয়াত নেই। অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রিম কর দিতে হয়। ভারতে রাজনৈতিক দলগুলোকে কর দিতে হয় এবং সম্প্রতি কংগ্রেসের বর্ধিত কর দাবির বিরোধ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে হেরে যাওয়ায় দলটির ঘাড়ে এখন প্রায় ২০০ কোটি রুপির বোঝা চেপে আছে।

কামাল আহমেদ, সাংবাদিক।

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

House for sell Jamaica Queens

Three family house 5 beds, 3 full baths, 2 half baths, finished basement, car garage and driveway. Close to all transportation and groceries. House price 980k.
Queens village one family house 3 beds, 2 full baths, huge finished basement, car garage and driveway.
Close to all transportation and groceries.

House price 730k.

Please call: 917-593-9311

Security Camera

Security Camera | Total Cable "Reliable, Affordable!" | Clear Cable clearTV | Computer Sale & Repair | Printing Neon Signs OPEN

Remote system view from any where

Security Door Bell = $ 400
4 Camera Full Set = $ 900.00
8 Camera Full Set = $ 1200.00
1 year limited warranty

Remote system view from any where

Tel: 941-822-3090
347-567-6560

Digital Security System & Networking Inc.

167-09 Hillside Ave. 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

letuchowdhury2009@yahoo.com

একটি বাংলাদেশী বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এখন অনলাইনে ব্রাউজ করুন

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

Weeklybangladeshusa.com

Sagar CHINESE

Sagar Restaurant

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package	Premium Package	Sagar Box Package
$13	$15	$6
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.	Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.	Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28

Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ইনউড স্ট্রিটে নতুন বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ভাড়া হবে। গ্যাস, হিটিং বিল ছাড়া ভাড়া: ৩৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৫৩-৫৪৩২
বি-১১-১৩

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড এভিনিউয়ে দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। মাসিক ভাড়া: ২৫০০ ডলার, যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৫৪৮৩
বি-১১-১৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৪ এভিনিউ ও ১৬৫ স্ট্রিটে একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এবং বাস স্টেশনের কাছাকাছি। যোগাযোগ : **646-363-1147.** B#10-12

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ২১৫ প্লেস, বিটুইন জ্যামাইকা ও ৯৪ এভিনিউ। স্বামী - স্ত্রী/দুইজন কর্মজীবী মহিলা/ব্যাচেলার অগ্রাধিকার। যাতায়াত ব্যবস্থা-LIRR ট্রেন,Q36 বাস। যোগাযোগঃ **৬৪৬-৬৩৯-৬৮৪৭/৬৪৬-৫৯৫-৫৪৩৬**

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিটে লিবার্টি এভিনিউ সংলগ্ন, ব্র্যান্ড নিউ সেমি-বেসমেন্টে ২ বেড, সেপারেট বাথ, কিচেন, বিরাট ড্রয়িং ও ডাইনিং স্পেস আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৭-৭০৬৬, ৬৪৬-৩৬৮-৮৪৭২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকাহলিসে ৯০-৬৯ ২০৫ স্ট্রিটে নিউ রেনোভেশন ১ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া দেওয়া হবে। গ্রোসারি, কুইন্স লাইব্রেরির হলিস শাখা অতি নিকটে। কিউ ৪৩. কিউ ০১ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এবং কিউ ১১০, কিউ ৭৭ এক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৯২৯-৪০০-৯১৫৪, ৯২৯-৩৬৫-৯৫৫৮
বি-০৯-১১

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৬৪ স্ট্রিট এবং ১০৮ এভিনিউয়ে - মুনা মসজিদ, মুনা সেন্টারের পাশে ২ রুম, কিচেন, বাথরুমসহ ভাড়া হবে। ছোট পরিবার অথবা স্টুডেন্ট চাই। ওয়াকিং ডিসটেন্সে 'ই' ট্রেন, জ্যামাইকা সেন্টার এবং কতিপয় বাস সুবিধাসম্পন্ন 'এফ' ট্রেন আছে। যোগাযোগ: 646-651-9629
বি-০৯-১১

Apt for rent

3 Br Apt for Rent In Jamaica hills by the Shagor restaurant, also 3 Br in kew garden and Jamaica south. Please contact RE Agent @ 347 - 741 -2969

বেসমেন্টে

৩টি রুম ভাড়া

বেইজমেন্ট এ ৩টা আলাদা রুম ভাড়া দেওয়া হবে। গতিক এন্ড হাইল্যান্ডের মধ্য ১৬৭ স্ট্রিট জামাইক্যা হিলসাইড। শুধুমাত্র পুরুষের জন্য। phone call : **917 815 4629**

House for Rent

1. 3 bed 2 bath living dining, Remington St & 9th Ave
2. 3 bed 2 bath Parking, Close to Hillside Ave,
3. 1 bed 1 bath living 221-13 106th Ave
4. Semibasement 1 bd 1 bath, living 9028 186th St
5. Basement 3 bd 1 bath Close to A Train
6. 3 bd 2 bath 107-36 Walthham St
7. 4 bd 2 bath 2nd flr 176th St & 109th Ave
8. Basement 1 bd bath Close to 169th At & Hillside Ave
9. 4bd 2bath living 1st flr, Parsons Blvd & Hillside Ave
10. Basement 3 bd 1 bath 195th Pl & Hillside Ave (Empty)
11. 2bd 1 bath living 2nd flr
12. 2 bd 1 bath 1st flr 204 St $2000
13. 3bd 2 bath living $3000
14. 2bd 2bath living, balcony 175th St & Hillside
15. Semibasement 1bd 1bath living 179th St close to subway
16. Studio 2nd flr 51 Ave Elmhurst, close to subway
17. Basement 1 bd 1bath living 87-31 143rd St
18. Basement 3bd 1bath Parsons Blvd & Hillside Ave
19. Semi-basement 2bd 1bath 189th St & 104th Ave
20. East Elmhurst 3bd 1bath $3000
21. 3bd + Attic 1.5bath 89-05 145th St Flr
22. Woodside 2bd 1bath 1st Flr 69th St & Roosevelt Ave
23. 4bd 2bath 1bath balcony living dining, 196th St & Jamaica Ave, 3rd flr
24. Sunnyside/woodside Studio, close to 7 Train, $1500
25. 3bd 2bath living, Jamaica Center, E Train
26. 2bd 1bath $2500 including, 187th St & 87th Ave (call after 4:00PM)
27. 3bd 2bath living balcony, 2nd flr, 106-08 180 St
28. 3bd 1bath living 177-22 106th Rd, $3000
29. 4bd 1bath 1st & 2nd flr +basement 2bd, 153 Arlington Terrace
30. 2bd 1.5 bath 1st flr; 3bd 2 bath 2nd flr; 3bd 2bath 3rd; 2bd 1bath; 3bd 2bath; 185th &90th Ave
31. 3bd 1bath living $2500, Liberty & Merrick Blvd
32. 3bd 1bath living, 138 St & Hillside Ave
33. 2bd 1bath living 1st flr, 161St & 84th Ave
34. 1bd Apartment, 201st St & Hillside Ave
35. 3bd 2bath living dining Inword St & 130 Ave 2nd flr
36. Ibd apartment 2nd flr 121 St & Leffers Blvd
37. 3bd 1.5bath living 187th St & Hillside Ave
38. 3bd 2bath living dining 106-14 155th St
39. 2bd 1bath dining 92-05 Vanderveer St
40. Basement 2bd 1bath 169th St & 84 St
41. 3bd 2bath living dining 2nd flr, close to E train, from Jamaica Center
42. 1bd apartment 172 St & 109 Ave
43. 2bd apartment, Sutphin Blvd & 97the Ave
44. 3bd 2bath living, dining 167 St & 109 Ave
45, Woodside 1bd Apartment

Mohammad Salim Reza, Realtor

929-393-7331

রুম ভাড়া

বড় রুম ভাড়া

৯৫১৭ ৬৪ রোড রিগো পার্ক কুইন্সে প্রথম তলায় একটি বড় রুম হিন্দু অথবা খ্রিস্টান স্বামী-স্ত্র/ফ্যামিলির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার করতে হবে। ২ মিনিটের দূরত্বে M ও R ট্রেন এবং এমটিএ বাস। যোগাযোগ: 347-421-6717
বি-০৯-১১

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডের কাছে ১৬৮ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে একটি রুম একজন কর্মজীবী মেয়ের কাছে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-264-2511, 347-553-1618 বি-০৯-১১

আবশ্যক

Help Wanted

Seeking organized office adminstrative assistant. Experienced in Quickbookor any invoicing software, Hours: Monday-Friday; Phone: 917-355-3676
বি-১১-১৩

আবশ্যক

রুটি বানানোর জন্য মহিলা আবশ্যক। ক্যাশে পে করা হবে। **যোগাযোগঃ 212-392-5797**
বি-০৮-১০

আবশ্যক

শুধুমাত্র শনি ও রবিবারে ফার্ম থেকে ফসল তোলার জন্য লোক আবশ্যক। রাত্রে ফার্মে থাকতে হবে। ক্যাশে পে করা হবে। যোগাযোগঃ
845-320-2356
বি-০৮-১০

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পার্শ্বে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খাঁন।
ফোন: **718-786-5168, Email: nazrul208165@gmail.com** ।
বি-২৩- ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

আবশ্যক

একটি ছেলের দেখাশোনার জন্য আবশ্যক

কুইন্স এলাকায় একটি বন্ধুসুলভ অটিস্টিক ছেলের জন্যে Respite কাজের মানুষ প্রয়োজন। যোগাযোগ: 718-291-7723.
বি-৪৭-৪৯

WANTED : Looking for a respite worker in Queens area for very friendly child with autism.
Interested persons are requested to contact **718 291 7723.**

ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করি

আমি মো: ওয়ালিউল্লাহ, ইলেক্ট্রিক্যাল কাজে অত্যন্ত দক্ষ। সব ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি। **যোগাযোগ: মো: ওয়ালিউল্লাহ; ফোন: ৯২৯-৬৩৬-৬৮১৬**
বি-১৫-১৮

ব্যাবসায়িক পার্টনার আবশ্যক

ফার্মে মুরগি বা ছাগল পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যবসায়িক পার্টনার আবশ্যক। পার্টনারকে অবশ্যই ফার্মে থেকে মুরগি বা ছাগল পালতে হবে। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন:
(212) 392-5797

দোকান বিক্রি স্পেস ভাড়া

পারসন্স বুলেভার্ডে 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন একটি বড় দোকানের একটি অংশ যে কোনো বড় ব্যবসা করার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে, অথবা সম্পূর্ণ দোকান বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: **718-564-7121** বি-৩৫-৩৭

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।

BUY-SELL-LEASE

Free Market Analysis
Professional Photography
Shorter Days on Market
Sell for Top Dollars

Jashim Chowdhury .com
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : e21jashim@gmail.com

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

IT and Computer System Administrator Wanted

IT and Computer System Administrator (full time) required for Ritecare Medical Office P.C in 196 22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423, Call:**917-399-2374 or email drhossain2014@gmail.com,** $105019 annual salary ($50.48p/hr). Must have Bachelor's (C.S.) & 12 months of experience and know Bengali, Hindi and Urdu. Duties include analyze business, data processing, user requirements, procedures, review computer system capabilities, research tools, create/maintain database of clients, implement SEO promote marketing, overlook desktop/ mobile app for appointments, medical records, billing etc."

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় 'এল' ব্লকে ৩ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় করা হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৫০-৯৬৭৮, ৭১৮-৩৩৫-৬৭০৮
ইমেইল: azadpjournalist123@gmail.com

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

NINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ:
347-335-9887
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: **৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

বাসাবোতে অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়

ঢাকার ১৩ নং দক্ষিণ বাসাবোতে সদ্য নির্মিত বাড়ির ৬ তলায় ১৩০০ বর্গফুটের ৩ বেডরুম, ৩ বাথরুম, ২টি বারান্দাসহ একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হবে।
যোগাযোগ: **৯১৭-৫২৬-৯৪৭৫**
বি-২৪-২৬

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

ই-মেইল: weeklybangladesh@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।

ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

মাহফুজুর রহমান আদনান

সিইও, হযরত শাহজালাল রহ. ভেরিয়াস সার্ভিস

mahfuzadnan.usa@gmail.com

অফিস ঃ 9293300588
সেল ঃ 9292618340

আমরা ফুড ষ্টাম্প, ক্যাশ এসিসটেনস, পাবলিক এসিসটেনস, হোম কেয়ার, মেডিকেইড-মেডিকেয়ার প্রসেসিং সহ অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস সেবা অত্যন্ত যত্ন ও বিশ্বস্থতার সাথে প্রদান করে থাকি।

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি। ■ HEALTHFIRST

■ WELLCARE ■ HUMANA ■ AETNA ■ UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ তুহিন
Lic. Insurance Agent

(718)310-0413
nymedicare@aol.com

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]

হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

NO UP FRONT- NO DOWN PAYMENT
NO ELECTRIC BILL HASSELS
GET SOLAR POWER
AT YOUR HOME

ACCORDPOWER
Green Solutions and Investments

আমরা বাংলায় কথা বলি
আপনার প্রয়োজন
আমাদের প্রচেষ্টা

130-30 31st Ave #707
Flushing, NY 11354

www.accordpowerinc.com

M +1 347 476 9749
CONTACT: LUTFUR RAHMAN
E Lutfur@AccordPowerInc.com

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।

যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

Hillside Multi Services Inc.
হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
* ফিনান্সেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১২০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

House Sell

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সুখবর পেলেন জয়া আহসান

বিনোদন ডেস্ক : দুই বাংলার নন্দিত অভিনেত্রী জয়া আহসান। আপন অভিনয় দক্ষতায় সিনেমাপ্রেমীদের হৃদয়ে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন। সম্প্রতি ভারতে মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত 'ডিয়ার মা' চলচ্চিত্রটি। এরইমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দর্শকদের কাছে অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী পরিচালিত চলচ্চিত্রটি সমাদৃত হয়েছে। এবার দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সুখবর পেলেন এই অভিনেত্রী। দক্ষিণ আমেরিকায় ছবিটির পরিবেশক প্রতিষ্ঠান বায়োস্কোপ ফিল্মস জানাল 'ডিয়ার মা' নিয়ে কানাডা ও আমেরিকার বহু শহর থেকে প্রদর্শনীর আহবান পাচ্ছেন, পরের সপ্তাহে বেশ কিছুই শহরে ছবিটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এরইমধ্যে এই দুটো দেশের বিভিন্ন শহরে ছবিটি প্রথম পর্যায়ে সফল প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়েছে। বায়োস্কোপ ফিল্মসের একটি চিঠি জয়া ফেসবুকে পোস্ট করেছেন।

প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার নওশাবা রশিদ ও রাজ হামিদ প্রেরিত চিঠিতে লেখা রয়েছে, 'গত বৃহস্পতিবার ডিয়ার মা এর প্রথম পর্বের প্রদর্শনী যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় শেষ হলো। আপনাদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা আর প্রশংসায় স্নাত অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরীর যত্নবান পরিচালনায় 'ডিয়ার মা' আপনাদের হৃদয়ে ঠাই করে নিয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা বহু শহর থেকে আবেদন-আকুতি পেয়েছি ছবিটি দেখাবার জন্য। আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করছি আমরা সেই সব শহর এবং শহরতলিতে 'ডিয়ার মা' নিয়ে যাবার। এই সপ্তাহান্ত থেকে আরো কয়েকটি শহরে পর্যায়ক্রমে ছবিটি চলবে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই হলগুলোর তারিখ এবং সময় জানাবো।

চটেছেন প্রভা

বিনোদন ডেস্ক : সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা ছবি ও ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহারের অভিযোগ করেছেন অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা। মঙ্গলবার বিকেলে ভিডিওবার্তা দিয়ে তিনি এ অভিযোগ করেন। প্রভা জানান, ট্রাভেল ট্রাকারস নামের একটি এজেন্সি তার ঘুরতে যাওয়াসহ বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও তাদের মত করে বিজ্ঞাপন আকারে প্রচার করছে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নন তিনি। প্রভা বলেন, 'ট্রাভেল ট্রাকারসের থেকে আমি কোনো সার্ভিস নেইনি।

এছাড়া তাদের সঙ্গে কোনোভাবেই আমি যুক্ত নই। ঘুরতে গেলে আমি নিজের পয়সা খরচ করে যাই। কখনো আমাকে এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হয়নি। তারপরও তারা আমার ঘুরতে যাওয়াসহ বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করে তাদের ব্রান্ডিংয়ের কাজে লাগাচ্ছে। তারা যেটা করছে সেটা অনৈতিক।'

প্রতিষ্ঠাটিকে সতর্ক করে প্রভা বলেন, 'আমার অনুমতি ছাড়া কেন আপনার আমার ছবি-ভিডিও ব্যবহার করছেন? এই অনুমতি আমি তো আপনাদের দেইনি। আপনারা এটা করবেন না। এটা ঠিক না। সাবধান হয়ে যান! প্রভার অভিযোগের পর ট্রাভেল ট্রাকারসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কবির ইসলাম বলেন, 'আমি বিষয়টি জানি না। এটা সোশ্যাল মিডিয়া টিমের বিষয়। তারা বিষয়টি ভালো বলতে পারবে।' পরে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, ২০০৫ সালে মডেলিংয়ের মাধ্যমে অভিনয় জগতে পা রাখেন প্রভা। অভিনয়ের পাশাপাশি নিজেকে একজন দক্ষ মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবেও গড়ে তুলেছেন এই অভিনেত্রী। নিউইয়র্কের 'দ্য মেকআপ একাডেমি' থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি।

১৭ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন আসিফ আকবর

বিনোদন ডেস্ক : ১৭ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর। আগামী ৩০ আগস্ট তিনি তার দল 'দ্য এ টিম' নিয়ে দেশ ছাড়বেন। প্রায় দেড় মাসের এ সফরে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অন্তত ১০টি কনসার্টে গান গাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তার এ সফরে থাকবেন এ প্রজন্মের কণ্ঠশিল্পী আতিয়া আনিসাও। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পাসপোর্ট জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন বিদেশের কনসার্টে অংশ নিতে পারেননি আসিফ। ২০২৩ সালে ই-পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার পর আবারো বিদেশের মঞ্চে গান গাওয়ার সুযোগ পান তিনি। এক্ষেত্রে শর্ত ছিল নিজের গানের দলকে সঙ্গে নিয়ে তবেই বিদেশে কনসার্ট করবেন। এরইমধ্যে মালদ্বীপে দল নিয়ে কনসার্ট করেছেন তিনি। এবার সেই দল নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। আসিফ আকবর বলেন, যাদের সঙ্গে দেশে গান গাই, তাদের নিয়ে বিদেশেও গান গাই। ২০০৬-০৭ সালে ল্যাপটপ মিউজিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় বিদেশে যন্ত্রশিল্পীদের চাহিদা কমে যায়। তখনই সিদ্ধান্ত নিই, নিজের দল ছাড়া কনসার্ট করবো না। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে সফল হয়েছি। ৩০শে আগস্ট আমেরিকার বাফেলোতে ঐতিহ্যবাহী ফোবানা কনভেনশনের মঞ্চে 'দ্য এ টিম' নতুন করে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছে। আসিফের টিমের লিডার ও কি-বোর্ডে আছেন উজ্জ্বল সিনহা, ড্রামসে বিকাশ রায়, লিড গিটারে শামু বড়ুয়া এবং বেজ গিটারে নাদিমুর রহমান। পুরো সফরের আয়োজন করছে গ্যালাক্সি মিডিয়া। এটি বাংলাদেশ থেকে সমন্বয় করছেন রূপকথা প্রোডাকশনসের এনামুল কবীর সুজন।

লাইক-কমেন্ট মর্যাদার নির্ধারক হতে পারে না : ঐশ্বরিয়া

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড সেনসেশন ও সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন সম্প্রতি একটি প্রসাধনী ব্র্যান্ডের 'লেসনস অব ওর্থ' সিরিজের নতুন ভিডিওতে নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী। এখন মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় সামাজিক মাধ্যমেড় 'লাইক আর কমেন্ট' মানুষের আত্মস্বীকৃত আত্মমর্যাদা গড়ে তোলে। তবে এসবের থেকে একেবারেই আলাদা রাই সুন্দরী। ঐশ্বরিয়া বলেন, আত্মমর্যাদা নিজের ভেতরের বিষয়। তার আত্মসম্মান কোনোভাবেই সামাজিক মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত নয়। তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যম কীভাবে মানুষের আত্মমূল্যায়নকে প্রভাবিত করছে এবং তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। অনেকেই লাইক আর কমেন্টের ওপর ভরসা করে স্বীকৃতি পেতে চান। কিন্তু সত্যিকারের মূল্যবোধ অনলাইন অনুমোদনের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। অভিনেত্রী বলেন, আমি অভিনেত্রী

হিসেবে নয়, একজন মা হিসেবেও উদ্বেগ প্রকাশ করছি। সামাজিক মাধ্যম আর সামাজিক চাপের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্করাও এতে প্রভাবিত হন, যা একেবারেই গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। ঐশ্বরিয়া সবাইকে অনুরোধ করেছেনড় অনলাইনে স্বীকৃতি খোঁজা বন্ধ করতে। অভিনেত্রী বলেন, আত্মসম্মান মানুষের ভেতর থেকেই আসে, বাইরে থেকে নয়। সচেতনভাবে নিজের ভেতরে উত্তর খুঁজে নিতে হবে। দর্শকদের আশ্বস্ত করে অভিনেত্রী বলেন, 'তোমরা এর যোগ্য' এবং তা ভেতর থেকে বিশ্বাস করতে হবে। অভিনেত্রীর এ বার্তা সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মনে দারুণ সাড়া ফেলেছে। কেউ তাকে 'কুইন' আখ্যা দিয়েছেন, আবার কেউ তার সৌন্দর্যের প্রশংসাও করেছেন। এক নেটিজেন লিখেছেনড়আমি চাই পৃথিবীর অর্ধেক মানুষও যদি তার কথাগুলো বুঝতে পারত। আরেক নেটিজেন লিখেছেনড়খুব সুন্দর কথা বলা হয়েছে। আর সেটা এসেছে ঐশ্বরিয়ার মতো একজনের কাছ থেকে। উল্লেখ্য, গত বছর ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অভিষেক বচ্চন দম্পতির বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পরে অবশ্য মুম্বাইয়ে মেয়েকে নিয়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এ দম্পতি সেই খবরকে ভুল প্রমাণ করেন। সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল মানি রত্নম পরিচালিত 'পোন্নিয়িন সেলভান' সিনেমায়। এখনো তিনি নিজের পরবর্তী কোনো প্রজেক্ট ঘোষণা করেননি।

জীবনের ৭৯ বসন্তে 'আম্মাজান'

বিনোদন ডেস্ক : 'আম্মাজান'খ্যাত নায়িকা শবনমের জন্মদিন ছিল ১৭ আগস্ট। তিনি জীবনের ৭৯ বসন্তে পা রাখলেন। ১৯৪৬ সালের আজকের এ দিনে জন্মগ্রহণ করেন শবনম। তার পারিবারিক নাম ঝর্ণা বসাক। জন্মদিনে কখনোই তিনি বিশেষ কোনো আয়োজন করেন না। দিনটিকে বিশেষভাবে উদযাপনও করেন না তিনি। শবনম বলেন, ছোটবেলায় জন্মদিন উদযাপন ছিল অনেক আনন্দের। গিফট পেতাম, খুব ভালোলাগতো। বাবা মা'কে সবসময়ই মিস করি। মিস করি ছোটবেলার বন্ধুদের। আর মিস করি ফেলে আসা দিন। জীবনের শেষ সময়ে এসে পৌঁছেছি। সবার কাছে দোয়া চাই যতোদিন বাঁচি, যেন সুস্থ অবস্থাতেই বাঁচি। আর আমার দেশটা যেন ভালো থাকে, দেশের মানুষ যেন শান্তিতে থাকে। শবনম চলচ্চিত্রে যুক্ত হয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে। ১৯৬০ সালের ২ সেপ্টেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা এহতেশাম পরিচালিত 'রাজধানীর বুকে', সিনেমায় 'আমি রূপনগরের রাজকন্যা রূপের জাদু এনেছি' গানেই শুধু পারফর্ম করে প্রথম আলোচনায় আসেন শবনম। তার পারফর্ম্যান্স দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শক। যে কারণে এহতেশামের প্রযোজনায় তারই ভাই মুস্তাফিজ 'হারানো দিন' সিনেমাতে 'রহমান-শবনম'কে জুটি হিসেবে নিয়ে কাজ শুরু করেন। যেটি ১৯৬১ সালের ৪ আগস্ট মুক্তি পায়। প্রথম সিনেমাতেই রহমান-শবনম'র অভিনয়ে মুগ্ধ হয় দর্শক।

এবার শাকিব খানের সঙ্গে রোমান্সে মাতবেন তানজিন তিশা

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খান এবার নতুন একটি সিনেমায় কাজ করতে যাচ্ছেন। সেপ্টেম্বরে শুরু হবে ছবিটির শুটিং। নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন সাকিব ফাহাদ, যার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এটি। শুটিংয়ের বড় অংশ হবে থাইল্যান্ডে, এরপর বাংলাদেশে। শাকিব খানের নায়িকা কে হচ্ছেন- এ নিয়ে এতদিন ছিল নানা গুঞ্জন। অবশেষে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এই ছবিতে তার বিপরীতে অভিনয় করবেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। সূত্র জানিয়েছে, মৌখিকভাবে সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে, শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি।

জানা গেছে, ২০২০ সালের ৩১ জুলাই কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়া মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান নিহত হয়েছিলেন। সেই ঘটনায় সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, শাকিব খান পর্দায় হাজির হবেন মেজর সিনহার চরিত্রে! তবে শাকিব সরাসরি কোনো সেনাবাহিনীর কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করবেন না, বরং রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক এক দক্ষ এজেন্টের ভূমিকায় দেখা যাবে তাকে, যিনি দেশের হয়ে একের পর এক লোমহর্ষক অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করেন। গল্পে থাকবে সত্য ঘটনা এবং নাটকীয়তার মিশ্রণ, যা তুলে ধরবে তার চাকরি জীবনের নানা প্রেক্ষাপট ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সঙ্গে জড়িয়ে থাকা উত্তেজনাপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্য। এই ছবির মাধ্যমে গোয়েন্দা সংস্থার নাম ও অবদানও উঠে আসবে বড় পর্দায়।

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা পিকআপ করি এবং ড্রপ করি

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Thursday
21 August 2025
বৃহস্পতিবার
২১ আগস্ট ২০২৫

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com
56

মামদানিকে এখনো সমর্থন দেননি গভর্নর হকুল

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউ-ইয়র্ক সর্বাধিক শক্তিশালী ডেমোক্রেট, স্টেট গভর্নর ক্যাথি হকুল নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন করতে অনুষ্ঠিত পার্টির প্রাইমারিতে বিজয়ী প্রার্থী জোহরান মামদানিকে এখনো তার সমর্থন দেননি। মামদানি যখন প্রাইমারিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন তখনো তিনি মামদানিকে সমর্থন করা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন, অর্থ্যাৎ মামদানিকে তিনি তখনো সমর্থন করেননি। তাকে সমর্থন না *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

চাকরির খবর

সিটির কল সেন্টার প্রতিনিধির চাকুরি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: সিটি ৩১১ কল সেন্টারে প্রতিনিধি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

বিশ্বের শীর্ষ ৫০ নারী নেত্রীর একজন বাংলাদেশের শিফা

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাংলাদেশী তরুণী সাবিতা বিনতে আজাদ *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি সোমা সাঈদ।

সোমা সাঈদ নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্ট জাস্টিস পদপ্রার্থী

নিউইয়র্ক : সিটির মেয়র নির্বাচনের পাশাপাশি জাস্টিস পদেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার। এই নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিচারপতি সোমা সাঈদকে নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত করেছে কুইন্স কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। ঘোষিত এ মনোনয়নের মাধ্যমে তিনি আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে অন্যতম প্রধান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। নির্বাচিত হলে তিনি হবেন *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

তরুণ চিকিৎসক আরমান সোবহানের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক : তরুণ চিকিৎসক আরমান সোবহান (২৯) আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ১৭ আগস্ট রোববার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের অ্যাপার্টমেন্টে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় আব্বাসী পরিবারের *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর মিলাদ মাহফিল

নিউইয়র্ক : জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী অন্যান্য বছরের মতো এবারও পালন করলো জাতীয় শোক দিবস। অনুষ্ঠানটি জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন *(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)*

সাংবাদিক আশরাফুল ইসলামের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক : 'পদ্মার ঢেউ' খ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক আশরাফুল ইসলাম (৮০) ইন্তেকাল করেছেন *(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)*

বিএমএএনএ'র বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত

সভাপতি ডা. আয়েশা, সম্পাদক ডা. মোরশেদ

ডা. আয়েশা সিকদার

ডা. মোরশেদ আহমদ

ক্রেস্ট প্রদান

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার (বিএমএএমএ) ৪৪তম বার্ষিক কনভেনশন ২৭ জুলাই ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক সভাপতি ডা. বশির আহমেদের নেতৃত্ব, আহ্বায়ক ডা. হাসানুজ্জামান, সহ-আহ্বায়ক ডা. মোশাররফ হোসেন মন্নু, কনভেনশন কমিটি ও কার্যনির্বাহী প্রচেষ্টায় প্রায় ৬০০ চিকিৎসক ও তাঁদের পরিবারবর্গ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশনে *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

প্রার্থনার মূল কাজ কী

কাজী জহিরুল ইসলাম: আমি যখন খুব ছোটো ছিলাম তখন উন্মুক্ত প্রান্তর পছন্দ করতাম। দৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা আমার কাছে অসহ্য লাগত। কেউ আমার দৃষ্টিকে আটকে দেবে কেন? না কোনো বস্তু না কোনো ব্যক্তি, কেউ আমার দৃষ্টিকে *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

ভার্জিনিয়ায় সোনালী এক্সচেঞ্জের রেমিট্যান্স সেবা কার্যক্রম চালু

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভার্জিনিয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে রেমিট্যান্স সেবা কার্যক্রম শুরু করেছে সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

প্রবাসীদের স্বল্প সুদে ঋণ দেবে বেঙ্গল ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়ন

বক্তব্য রাখছেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মোহাম্মদ কাদের শিশির।

নিউইয়র্ক: 'আমাদের ব্যাংক, আমাদের কমিউনিটি এবং আমাদের গর্ব' স্লোগানে যুক্তরাষ্ট্রে সমবায়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ একটি ব্যাংকের কার্যক্রম *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

ভাসানী ফাউন্ডেশনের সম্মেলন ২৭ সেপ্টেম্বর

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র উপর এবারও আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছে মওলানা ভাসানী *(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)*

মসজিদ আল আমানের বার্ষিক সাধারণ সভা

রশীদ আহমদ: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত ওজনপার্কের মসজিদ আল আমান এর বার্ষিক *(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)*

কমলগঞ্জ সোসাইটির বনভোজনে অতিথি ও আয়োজকরা।

কমলগঞ্জ সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বসবাসরত মৌলভীবাজার জেলার ঐতিহ্যবাহী কমলগঞ্জ উপজেলাবাসীদের মধ্যে একতা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমলগঞ্জ প্রবাসীদের সংগঠন 'কমলগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র বার্ষিক বনভোজন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ আগস্ট রোববার ব্রঙ্কসের ফেরি পয়েন্ট পার্কে *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

হেলথ্ ইন্স্যুরেন্স/মেডিকেড
৬৫ এবং তদোর্ধ্ব বয়সের ভাই-বোনদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স, মেডিকেড এবং অন্যান্য বেনিফিটের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা করা হয়।
যোগাযোগ করুন–
মোহাম্মদ কামাল হোসেন সরকার
ফোন : 718-316-0399
নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইসেন্সধারী এজেন্ট।

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
We accept all major credit cards
৩টি হার্ড চিকেন $17.99
We accept EBT/Foodstamp
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
আপনি অপেক্ষায় থাকতে প্রেসক্রিপশন পুরণের নিশ্চয়তা
ফ্রি শিডিউল ও ডেলিভারী
ফ্রি স্যালাইন
ই-প্রেসক্রিপশন
বয়স্কদের জন্য ১০% ছাড় প্রতিদিন
ফ্রি ব্লাড সোগার, সুগার ও ওজন চেকআপ
হ্যান্ডল ভিটামিন
ফ্রি বিল পেমেন্ট ব্যবস্থা
সার্জিক্যাল সাপ্লাই
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462, Tel:718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
আমাদের এখানে রয়েছে আপনার নিশ্চিত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা
ফ্রি ব্লাড সোগার চেক করা হয়
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
Mega Homes Realty
Commercial and Residential Real Estate Firm

বল্পমূল্যে আপনার গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর
এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 37rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
e-file
169 St. Station (Al Hamrah 2nd Fl.)

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com